একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তম কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

অগ্রহায়ণ ১৭৯০ শক।

৩০৪ সংখ্যা । ব্রাহ্মসম্বৎ ৩৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য পঞ্চদশানুবাকে দ্বিতীয়ং সূক্তং।

কুৎস ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা।

১০১০১১

১। দ্বে বিরূপে চরতঃ স্বর্থে অন্যান্যা বৎসমুপ ধাপয়েতে। হরিরন্যস্যাং ভবতি স্বধাবাঞ্ছুক্রো অন্যস্যাং দদৃশে সুবর্চ্চাঃ।

১। 'স্বর্থে' স্বরণে শোভন গমনাগমনে যদ্বা অর্থঃ প্রয়োজনং শোভন প্রয়োজনোপেতে 'বিরূপে' বিষমরূপে শুক্লকৃষ্ণতয়া নানারূপে 'দ্বে' অহোরাত্রে 'চরতঃ' পুনঃ পুনঃ পর্য্যাবর্ত্তেতে। তে অহোরাত্রে অগ্নেঃ সূর্য্যস্যচ জনন্যৌ। তত্র রাত্রেঃ পুত্রঃ সূর্য্যঃ সহি গর্ভবদ্রাত্রাবন্তর্হিতঃ সন্ তস্যা শ্চরমভাগাদুৎপদ্যতে। অহ্নঃ পুত্রোঽগ্নিঃ। সহি তত্র বিদ্যমানোঽপি প্রকাশরাহিত্যেনাসৎকল্পঃ সন্ তস্মাদহ্নঃ সকাশাৎ নির্ম্মুক্তঃ প্রকাশমানং স্বাত্মানং লভতে। অনয়ো রেতয়োঃ পুত্রত্বং চ তৈত্তিরীয়েরাম্নায়তে। তয়োরেতৌ বৎসাবগ্নিশ্চাদিত্যশ্চ। রাত্রের্বৎসঃ শ্বেত আদিত্যঃ। অহ্নোঽগ্নিস্তাম্রোঽরুণ ইতি। তেচাহোরাত্রে 'বৎসং' স্বং স্বং পুত্রং 'অন্যান্যা' পরস্পর ব্যতিহারেণ 'উপধাপয়েতে' স্বকীয়ং রসং পায়য়তঃ। যদ্রাত্র্যা কর্ত্তব্যং স্বপুত্রস্যাদিত্যস্য পায়নং তদহঃ করোতি। যদহ্না কর্ত্তব্যং স্বপুত্রস্যাগ্নে রসস্য পায়নং তদ্রাত্রিঃ করোতি। এতচ্চ সায়ং প্রাতঃ কালীনাহুত্যভিপ্রায়ং। শ্রূয়তে চ তস্মা অগ্নয়ে সায়ং হূয়তে সূর্য্যায় প্রাতরিতি। যস্মাদেবং তস্মাৎ 'অন্যস্যাং' স্বজনন্যা অন্যস্যামহন্যগ্নিকাযামগ্নের্জ্জনন্যাং 'ভরী' রসহরণশীল আদিত্যঃ 'স্বধাবান' হবির্লক্ষণান্নবান ভবতি। 'শুক্রঃ' নির্ম্মলদীপ্তিঃ অগ্নিঃ স্বজনন্যা 'অন্যস্যং রাত্র্যা নাদিত্যস্য জনন্যাং 'সুবর্চ্চাঃ' শোভনদীপ্তিযুক্তঃ 'সন্দদৃশে' দৃশ্যতে।

১। সুন্দর গমন ও আগমনযুক্ত শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ দিবস ও রাত্রি পুনঃ পুনঃ সঞ্চরণ করিতেছে। এই দিবস ও রজনী আপনার আপনার পুত্রকে ব্যতিহারে রস পান করাইয়া থাকে। অর্থাৎ দিবসের পুত্র অগ্নিকে রাত্রি এবং রাত্রির পুত্র আদিত্যকে দিবা রস পান করাইয়া থাকে। এই কারণে আদিত্য অগ্নির জননী দিবাতে স্বধা বিশিষ্ট হন এবং অগ্নি আদিত্যের জননী রাত্রিতে শোভন দীপ্তিযুক্ত দৃষ্ট হইয়া থাকেন।

১০১০১২

২। দশেমং ত্বষ্টুর্জনয়ন্ত গর্ভমতন্দ্রাসো যুবতয়ো বিভৃত্রং। তিগ্মানীকং স্বযশসং জনেষু বিরোচমানং পরি ষীং নয়ন্তি।

২। 'অতন্দ্রাসঃ' স্বকার্য্যে জগতঃ পোষণেঽনলসাঃ আলস্য রহিতা জাগরূকা ইত্যর্থঃ। 'যুবতয়ঃ' নিত্য তরুণ্যঃ জরামরণ রহিতা ইত্যর্থঃ। এবম্ভূতাঃ 'দশ' প্রাচ্যাদ্যা দশ সংখ্যাকা দিশঃ 'গর্ভং' মেঘেষু গর্ভরূপেণ অন্তর্ব্বর্ত্ত-

মানং 'ত্বষ্টুঃ' দীপ্তাৎ মধ্যমাৎ বাযোঃ সকাশাৎ 'জনযন্ত' বৈদ্যুতমগ্নিমুৎপাদযন্তি। যদ্বা দশসংখ্যাকা অঙ্গুলয স্ত্বষ্টুঃ দীপ্তস্য বাযোঃ গর্ভং স্বকারণভূতে বাযৌ গর্ভরূপেণ বর্ত্তমানং। অগ্নের্হি বাযুঃ কারণং বাযোরগ্নিরিতি শ্রুতেঃ। এবম্ভূতং ইমং অগ্নিং অরণ্যোঃ সকাশাৎ জনযন্ত উৎপাদযন্তি। কীদৃশ্যো অঙ্গুলযঃ। অতন্দ্রাসঃ পুনঃ পুনঃ কর্ম্মকরণ আলস্য রহিতাঃ যুবতযঃ অপৃথক্কৃত্য বর্ত্তমানাঃ একস্মিন পাণৌ সংহত্যাবস্থিতা ইত্যর্থঃ। কীদৃশং অগ্নিং 'বিভৃত্রং' সর্ব্বেষু ভূতেষু বিহৃতং জাঠর রূপেণ বর্ত্তমানং ইত্যর্থঃ। 'তিগ্মানীকং' তীক্ষ্ণমুখং তীক্ষ্ণ তেজসং অতএব হি বৈদ্যুতাগ্নি দর্শনে দৃষ্টিঃ প্রতিহন্যতে। 'স্বযশসং' স্বাযত্তযশস্কং অতিশযেন যশস্বিনং ইত্যর্থঃ 'জনেষু' জনপদেষু সর্ব্বদেশেষু 'বিরোচমানং' বিশেষেণ দীপ্যমানং বহূনামুপকারকমিত্যর্থঃ। এবম্ভূতং 'সীং' এনং অগ্নিং 'পরি' পরিতঃ সর্ব্বতো নযন্তি স্বস্বোপকারায সর্ব্বে জনাঃ স্বকীযং দেশং প্রাপযন্তি।

২। আলস্য রহিত পরস্পর সংশ্লিষ্ট দশ অঙ্গুলি বায়ুর কারণ অগ্নিকে অরণি কাষ্ঠ হইতে উৎপাদন করিয়া থাকে। এই অগ্নি সকল প্রাণিতে বর্ত্তমান আছে। ইনি প্রখর তেজযুক্ত অতিযশস্বী এবং সকল দেশে দীপ্যমান। এই রূপ অগ্নিকে লোকে চতুর্দ্দিকে লইয়া গিয়া থাকে।

১০।১০।১৩

৩। ত্রীণি জানা পরি ভূষস্ত্যস্য সমুদ্র একং দিব্যেকমপ্সু। পূর্ব্বামনু প্র দিশং পার্থিবানা মৃতূন্ প্রশাসদ্বি দধাবনুষ্ঠু।

৩। 'অস্য' অগ্নেঃ 'ত্রীণি' ত্রিসংখ্যাকানি 'জানা' জননানি জন্মানি 'পরিভূষন্তি' পরিতঃ সর্ব্বতঃ অলঙ্কুর্ব্বন্তি। যদ্বা পরীত্যেষ সমিত্যেতস্য স্থানে অস্য অগ্নেঃ ত্রীণি জন্মানি সম্ভবন্তি। 'সমুদ্রে' অব্ধৌ বড়বানল রূপেণ 'একং' জন্ম 'দিবি' দ্যুলোকে আদিত্যাত্মনা 'একং' 'অপ্সু' আপ ইত্যন্তরিক্ষ নাম। অন্তরিক্ষে বৈদ্যুতাগ্নিরূপেণ 'একং' এবং অগ্নিঃ ত্রেধা আত্মানং বিভজ্য ত্রিষু স্থানেষু বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। তত্র আদিত্যাত্মনা বর্ত্তমানঃ সোঽগ্নি 'ঋতূন্' বসন্তাদ্যান ষড়ৃতূন 'প্রশাসৎ' প্রকর্ষেণ বিভক্ততযা জ্ঞাপযন 'পার্থিবানাং' পৃথিব্যাঃ সম্বন্ধিনাং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং 'পূর্ব্বাং' প্রাচীং 'প্রদিশং' প্রকৃষ্টাং ককুভং। 'অনুষ্টু' ইত্যেতৎ অব্যযং সম্যক শব্দ সমানার্থং স্তুষ্টুতি যথা সম্যগনুক্রমেণ 'বিদধৌ' কৃতবান। স্বতো ভেদরহিতযোরথশ্চযোর্দ্দিক্কালযোঃ প্রাচ্যাদি ভেদো বসন্তাদিভেদশ্চ সূর্য্যগত্যা নিষ্পাদ্যতে॥ অতঃ সূর্য্য এব তযোঃ কর্ত্তেত্যর্থঃ।

৩। অগ্নির তিনটি জন্ম হয়। একটি সমুদ্রে একটি দ্যুলোকে আর একটি অন্তরিক্ষে। তন্মধ্যে যে অগ্নি আদিত্য রূপে দ্যুলোকে অবস্থান করেন তিনি বসন্তাদি ঋতু সকলকে নিয়মিত করত পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণীর সম্বন্ধে পূর্ব্ব দিককেই উৎকৃষ্ট দিক করিয়া দিয়াছেন।

১০।১০।১৪

৪। ক ইমং বো নিণ্যমা চিকেত বৎসো মাতৃর্জনযত স্বধাভিঃ। বহ্বীনাং গর্ভো অপসামুপস্থান্মহান্ কবির্নিশ্চরতি স্বধাবান্।

৪। হে ঋত্বিগ্যজমানা 'নিণ্যং' নির্ণীতান্তর্হিত নামৈতৎ অবাদিষু গর্ভরূপেণ অন্তর্হিতং তথাচ মন্ত্রান্তরং গর্ভো যো অপাং গর্ভো বনানাং গর্ভশ্চ স্থাতাং গর্ভশ্চরথামিতি। এবম্ভূতং 'ইমং' অগ্নিং 'বঃ' যুষ্মাকং মধ্যে 'কঃ' 'আচিকেত' কো জানাতি। ন কোঽপীত্যর্থঃ। সোঽযং অগ্নিঃ 'বৎসঃ' মেঘস্থানাং অপাং বৈদ্যুতাগ্নিরূপেণ পুত্রস্থানীযঃ সন 'মাতৃঃ' তস্য মাতৃস্থানীযানি বৃষ্ট্যুদকানি 'স্বধাভিঃ' হবির্লক্ষণৈঃ অন্নৈঃ 'জনযত' উৎপাদযতি। তথাচ স্মর্য্যতে অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যক্ আদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জাযতে বৃষ্টির্ব্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা ইতি। অপিচ 'বহ্বীনাং' মেঘস্থানাং অপাং 'গর্ভঃ' বৈদ্যুতরূপেণ গর্ভ স্থানীযঃ সোঽগ্নিঃ 'অপসামুপস্থাৎ' সমুদ্রাৎ নিশ্চরতি ঔষসাগ্নিরূপেণ আদিত্যঃ সন্ নির্গচ্ছতি। কীদৃশঃ 'মহান' তেজসা প্রৌঢ়ঃ 'কবিঃ' ক্রান্তদর্শী 'স্বধাবান' হবির্লক্ষণান্নবান একএব অগ্নিঃ হোমনিষ্পাদকলক্ষণেন পার্থিবরূপেণ বৈদ্যুতাত্মনা ঔষসরূপেণাদিত্যাত্মনা চ বিভজ্য বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ।

৪। হে ঋত্বিক জযমান সকল! তোমারদিগের মধ্যে এই অন্তর্হিত অগ্নিকে কেহই জ্ঞাত নও। এই অগ্নি পুত্র স্বরূপ হইয়া মাতৃ স্বরূপ বৃষ্টি সলিল স্বধা দ্বারা উৎপাদন করিতেছেন। সেই সলিলের পুত্র অগ্নি সমুদ্র হইতে আদিত্য রূপে নির্গত হইয়া থাকেন। তিনি মহান কবি ও স্বধা বিশিষ্ট।

১০।১০।১৫

৫। আবিষ্ট্যো বর্ধতে চারুরাসু জিহ্মানামূর্দ্ধঃ স্বযশা উপস্থে। উভে ত্বষ্টুর্বিভ্যতুর্জাযমানাৎ প্রতীচী সিংহং প্রতি জোষযেতে। ১। ৭। ১।

৫। 'আসু' মেঘস্থাসু অপ্সু বৈদ্যুতাত্মনা বর্ত্তমানঃ অগ্নিঃ 'চারুঃ' শোভন দীপ্তিঃ সন 'আবিষ্ট্যঃ' 'বর্ধতে' আবির্ভূতঃ প্রকাশমানো বৃদ্ধিং প্রাপ্নোতি। কিং কুর্ব্বন 'জিহ্মানাং' কুটিলানাং মেঘেষু তির্য্যক অবস্থিতানাং তাসাং অপাং 'উপস্থে' উৎসঙ্গে 'স্বযশাঃ' স্বাযত্ত যশস্কঃ অগ্নিঃ 'ঊর্দ্ধঃ' ঊর্দ্ধজ্বলনঃ সন স্বকারণভূতাসু অপ্সু তির্য্যক অবস্থিতাস্বপি স্বযং ঊর্দ্ধং জ্বলন ইত্যর্থঃ। তদুক্তং বৈশেষিকৈঃ অগ্নেরূর্দ্ধজ্বলনং বাযোস্তির্য্যক্ পবনং। অণু মনসোরাদ্যং কর্ম্মেতানি অদৃষ্ট কারিতানীতি অপিচ 'উভে' দ্যাবা পৃথিব্যৌ 'ত্বষ্টুঃ' দীপ্তাৎ জাযমানাৎ উৎপদ্যমানাৎ তস্মাৎ অগ্নেঃ 'বিভ্যতু' ভযং প্রাপতু। তদনন্তরং 'উৎপন্নং' 'সিংহং' সহনশীলং অভিভবনশীলং তমগ্নিং 'প্রতীচী' প্রত্যঞ্চন্ত্যৌ প্রতিগচ্ছন্ত্যৌ আভিমুখ্যেন প্রাপ্নুবন্ত্যৌ 'জোষযেতে' সেবেতে। যাস্কস্ত্বাহ আবিরাবেদনা ত্বত্ত্যো বর্দ্ধতে চারুরাসু চারুচরতের্জিহ্মং জিহীতেরূর্দ্ধ উচ্ছ্রিতো ভাতি স্বযশা আত্মযশা উপস্থ উপস্থান উভে ত্বষ্টুর্ব্বিভ্যতুর্জ্জাযমানাৎ প্রতীচী সিংহং প্রতিজোষযেতে দ্যাবা পৃথিব্যা বিতি বাহোরাত্রে ইতি বারণী ইতি বাপি চৈত্রে প্রত্যক্তে সিংহং সহনং প্রত্যাসেবেতে। ১। ৭। ১।

৫। এই মেঘস্থ অগ্নি উৎকৃষ্ট দীপ্তিযুক্ত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকেন। এই যশস্বী অগ্নি মেঘ মধ্যে তির্য্যক ভাবে অবস্থিত সলিলের উৎসঙ্গে অবস্থান করিয়া স্বয়ং ঊর্দ্ধ দিকে জ্বালা বিস্তার করিতেছেন। ভূলোক ও দ্যুলোক এই প্রদীপ্ত উৎপদ্যমান অগ্নি হইতে ভয় প্রাপ্ত হয়। তৎপরে এই সহনশীল অগ্নির সম্মুখীন হইয়া ইহাঁকে সেবা করিয়া থাকে।

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

১৭৯০ শক ৫ আশ্বিন।

শরীর যেমন অন্ন জলে পরিপোষিত হয়, আত্মা তেমনি জ্ঞান-ধর্ম্মে সমুন্নত হইয়া থাকে। অতুল-সম্পদ বিপুল-মান, অগণ্য পরিবার, অসংখ্য দাস দাসী দ্বারা সর্ব্বক্ষণ পরিবেষ্টিত থাকিলেও আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয় না, আত্মার বল বীর্য্য বর্দ্ধিত হয় না। আত্মা দিবা রাত্র কেবল সেই অমৃত-ধনের জন্য ব্যাকুল, তাঁহাকে পাইলেই তাহার প্রভূত বল লাভ হয়, তাহার যথার্থ তৃপ্তি অনুভূত হয়। তাঁহার বিরহেই আত্মা দুঃসহ তাপে অভিতপ্ত হয়—তাঁহার বিচ্ছেদেই সে ম্রিয়মান—মুহ্যমান হইয়া থাকে।

ঈশ্বরেতেই আত্মার প্রকৃত সুখ। ধর্ম্মাচরণেই তাহার স্বাভাবিক বল-বীর্য্য। মৎস্য যেমন যতক্ষণ জলেতে বিচরণ করে, ততক্ষণই তাহার যথার্থ স্ফূর্ত্তি, প্রকৃত সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে; আত্মা তেমনি যতক্ষণ ধর্ম্মালোচনায়—ঈশ্বর চিন্তায় নিরত থাকে ততক্ষণই তাহার প্রকৃত শৌর্য্য বীর্য্য ও মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। ধর্ম্ম ও ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হইলেই জলোদ্ধৃত মৎস্যের ন্যায় সে মৃতকল্প হইয়া পড়ে। যে বৃহৎকায় তিমি মৎস্য স্বীয় নিবাস-নিকেতনে থাকিয়া নিজ-বলে গভীর-সমুদ্রকে আলোড়িত করে, অপরিমেয় পণ্য-পরিপূরিত সুবিস্তীর্ণ অর্ণবপোতকে আন্দোলিত করিয়া দেয়, তাহাকে ভূমিতে উদ্ধৃত কর, অল্পাঘাতে অল্পায়াসেই নিহত হইবে। আত্মা তেমনি যতক্ষণ ধর্ম্ম-পথে বিচরণ করে, প্রকৃত নিরাপদ নিকেতন-স্বরূপ ভূমা ঈশ্বরেতে অধিবাস করে, ততক্ষণ সে মর্ত্ত্য-জীব হইয়াও অমরগণের ন্যায় বল, বিক্রম প্রাপ্ত হয়। আত্মা যতক্ষণ ঈশ্বরেতে অবস্থিত থাকে ততক্ষণ সংসারের পাপ তাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দুঃখ বিষাদের বিষাক্ত বাণ তাহাতে বিদ্ধ হয় না। জল-প্রবাহ যেমন পর্ব্বত-গাত্রে পতিত হইলে হতবীর্য্য হইয়া নতশিরে প্রত্যাগমন করে, প্রস্তর-খণ্ড যেমন লৌহ-পিণ্ডে প্রক্ষিপ্ত হইলে চূর্ণ হইয়া যায়, পাপ-প্রলোভন, বিষয়াকর্ষণও তেমনি ঈশ্বর-প্রেম-মগ্ন সমুন্নত হৃদয়ের সন্নিধানে পরাস্ত—

পরাভূত হয়। সমগ্র সংসার তাহার নিকটে পরাভব স্বীকার করে। মনুষ্যের আত্মা যখন স্বাভাবিক অবস্থাতে অবস্থান করে, যখন সে ধর্ম্ম-সমীরণের মধ্যে সঞ্চরণ করে—"আত্মাতে ক্রীড়া করে—আত্মাতেই রমণ করে" ঈশ্বরের নিরাপদ ক্রোড়ে থাকিয়া তাঁহার প্রীতি-সুধাতে পরিপোষিত হয়, তখন সে অলৌকিক সৌন্দর্য্য ধারণ করে, তখন তাহার সেই স্বর্গীয় জ্যোতিতে জগৎ আলোকিত হয়, জন-সমাজ জাগ্রত হয়। দেবতারাও সেই পবিত্র আত্মার প্রসন্ন ভাব দেখিবার জন্য লোলুপ হন। আত্মা যখন ঈশ্বরের স্বর্গীয বলে বলীয়ান্ হয়, তাঁহার মঙ্গল জ্যোতিতে সমুজ্জ্বলিত হয়, তখন চন্দ্র যেমন নিসাড়ে মেঘ-মালার মধ্য হইতে পরিষ্কৃত গগণে আসিয়া উপনীত হয়, পুণ্যাত্মা তেমনি নিঃশব্দে নিরাপদে জনসমাজের নিবিড়তম অন্ধকারের মধ্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম-পথে দীপ্তি পাইতে থাকেন। চন্দ্র-কিরণের ন্যায় তিনি চতুর্দ্দিকেই স্বীয় অকৃত্রিম সদ্ভাব—সাধু ভাব—ভ্রাতৃ ভাব বিস্তার করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। তিনি নিষ্কাম প্রেম, নিঃস্বার্থ প্রীতি প্রদর্শন করিয়া সকলেরই সদ্ভাব আকর্ষণ করেন। ঈদৃশ এক একটি পুণ্যাত্মার নিষ্কাম ধর্ম্ম ভাব নিরীক্ষণ করিয়া এক একটি জনপদের অসংখ্য অগণ্য লোকের ধর্ম্ম ভাব ও ঈশ্বর-স্পৃহা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। বিষয়-জালে আবদ্ধ থাকিয়া এক এক সময়ে যে দেহ ভার বহন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, আপনাকে শোধিত সংস্কৃত করাই অসাধ্য বোধ হয়, প্রকৃত সরল সাধুর জাগ্রত জীবন্ত ধর্ম্ম ভাব পুণ্য ভাব দেখিয়া তাদৃশ কত শত বিকৃত আত্মা প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে। কত মলিন, পঙ্কিল আত্মা ঈশ্বর প্রেমে সংজ্বলিত হইয়া উঠে। কত পথ-হারা মোহান্ধ-হৃদয় সাধুর সাধু দৃষ্টান্তে সৎপথে ধর্ম্ম পথে আসিয়া উপনীত হয়।

যে বৃক্ষ বঙ্গ-দেশের কোমল-মৃত্তিকায় বর্দ্ধিত হইয়া সহস্র সহস্র পরিশ্রান্ত পথিককে সুশীতল ছায়া দান করে, তাহাকে সুদৃঢ় পর্ব্বতে বা সুকঠিন কঙ্করময় ভূমিতে রোপণ করিলে সে যেমন শুষ্ক হইয়া যায়, যে পুষ্প প্রাতঃকালের সুশীতল সমীরণে শ্রী সৌরভে বিকশিত হয়, তাহাকে মধ্যাহ্ন কালের অনল-সদৃশ উত্তপ্ত সূর্য্য-কিরণে লইয়া গেলে যেমন তাহার সৌরভ সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয়, তেমনি যে আত্মা জ্ঞানধর্ম্মে, ঈশ্বরের প্রীতি-সলিলে, তাঁহার প্রসন্ন-মুখের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে পরিপালিত হইবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, যে হৃদয়-কুসুম তাঁহার অনুরাগ সমীরণে প্রস্ফুটিত হইবার জন্যই সংরচিত হইয়াছে, তাহাকে কণ্টকাকীর্ণ নীরস বিষয়-ক্ষেত্রে—প্রজ্বলিত সংসার দাবানলের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে সে তো নির্জীব ও অবসন্ন হইয়া পড়িবেই। তাহার সমুদায় প্রতিভা তো অন্তরিত হইবেই। পাপ, তাপ দুঃখাগ্নিতে সে তো অবনত অভিভূত হইয়া যাইবেই।

পক্ষিগণ যতক্ষণ অসীম আকাশের উন্নততম প্রদেশে বিচরণ করে, ততক্ষণই তাহারা নির্ভয়ে ও নির্ব্বিঘ্নে থাকে, যখনই ভূমির নিকটবর্ত্তী হয়, বৃক্ষ-শাখায় উপবেশন করে, তখনই ব্যাধ-কর্ত্তৃক বাণ-বিদ্ধ হয়। মহাবল সিংহ হস্তী সকল বিশাল অরণ্যেই নিঃশঙ্ক চিত্তে সঞ্চরণ করে, সংকীর্ণ জনপদে আবদ্ধ হইলেই বিষাদ-ভরে বিকম্পিত হইতে থাকে। আত্মাও সেই রূপ যতক্ষণ সেই পরম আকাশ পরমেশ্বরেতে অবস্থান করে সেই সমুন্নত ধর্ম্মাচলের উচ্চতর প্রদেশে বিচরণ করিতে থাকে ততক্ষণই সে নির্ভয়ে কাল যাপন করে সে নিম্নে অবতরণ করিলে—ধর্ম্মাচল পরিত্যাগ করিয়া বিষয়-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেই তাহার পদে পদেই বিঘ্ন বিপত্তি, বিষাদ দুর্গতি, উপস্থিত হয়। তখন সে সংসারের অণুমাত্র শোক তাপে অভিভূত হয়, বিষয়ের ঈষৎ প্রলোভনে এক কালে তাহার চির দাস হইয়া পড়ে।

ধর্ম্ম সংস্পর্শে আত্মা মহত্ত্ব, দেবত্ব লাভ করে, ধর্ম্ম রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইলেই সে দানব, দৈত্য পিশাচের ভাব ধাবণ করে। ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা হৃদয় শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র হইয়া ত্রিভুবন-রাজ-পরমেশ্বরের প্রিয় সিংহাসন হইয়া উঠে, ধর্ম্ম-জ্ঞান-শূন্য হইলে সেই পবিত্র হৃদয় সিংহ-শার্দ্দূল সমাকীর্ণ অরণ্য অপেক্ষাও ভয়ানক স্থান হইয়া পড়ে। ধর্ম্ম-সহযোগে হৃদয় ভূমিতে সত্য-জ্ঞান, অমৃতের উৎস উৎসারিত হয়, ধর্ম্ম-বর্জ্জিত-হৃদয় ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি সহস্রবিধ অসদ্ভাবের নিজস্ব-নিকেতন হইয়া থাকে। সেই জন্য আমরা এই পবিত্র প্রাতঃকালে সেই ধর্ম্মাবহ পতিতপাবনের শরণাপন্ন হইয়াছি, যে তিনি আমারদিগকে পাপ তাপ হইতে উদ্ধার করিবেন। আমরা সংসারের শোক সন্তাপ, বিষাদ ভয়ে আকুল হইয়া সেই জন্যই সেই অজর, অমর, অলোক, অভয়ের শরণাগত হইয়াছি যে তিনি আমারদিগকে তাঁহার নিরাপদ ক্রোড়ে রক্ষা করিয়া অভয় দান করিবেন। সেই জন্যই আমরা তাঁহার পূজার উপচার লইয়া শশব্যস্তে এই পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরে আগমন করিয়াছি, যে তিনি কৃপা করিয়া প্রীতি পূজা গ্রহণ করত আমারদিগকে সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত করিবেন। আত্মাকে রক্ষা করিবেন।

হে ঈশ্বর! আমারদের পাপ-দগ্ধ হৃদয় তোমারই হস্তে সমর্পণ করিতেছি, তুমি ইহাকে রক্ষা কর। হে পাবনের পাবন! তুমি তোমার পবিত্র সলিলে ইহার পাপ-কলঙ্ক ধৌত করিয়া তোমার প্রিয় সিংহাসন করিয়া লও যে আমরা কৃতার্থ হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সিন্দূরীয়াপটী পঞ্চম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ অগ্রহায়ণ ১৭৯০ শক।

পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বর উপাস্য দেবতা; মনুষ্যের আত্মা তাঁহার উপাসক; তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন, তাঁহার প্রতি ভক্তি এবং ধর্ম্মের অনুষ্ঠান তাঁহার উপাসনা। যেমন ক্ষুধা ও পিপাসা মনুষ্যকে অন্ন ও পানে নিয়োজিত করে, সেই রূপ ঈশ্বরের প্রতি স্বাভাবিক কামনাই মনকে তাঁহাতে আসক্ত করিয়া রাখে। ইহা যথার্থ যে চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায় না, হস্তও তাঁহাকে ধরিতে পারে না; কেন না তাঁহার রূপ নাই, তাঁহার শরীর নাই; কিন্তু মন যখন সুস্থ থাকে এবং হৃদয় যখন ভক্তি-রসে আর্দ্র হয়, তখন অন্তরের চক্ষু তাঁহার পবিত্র সৌন্দর্য্য পান করে। হৃদয় যখন ভক্তির অভাবে শূন্য থাকে, তখনই সমুদায় জগৎ শূন্য বোধ হয়। তিনি এই আলোকের মধ্যে বিরাজমান আছেন, কিন্তু আলোক তাঁহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে; তিনি সকলের বুদ্ধি দাতা, কিন্তু বুদ্ধির চাতুরী তাঁহার নিকটে সংকুচিত থাকে; তিনি এই স্থানেই বর্ত্তমান আছেন, কিন্তু এ চক্ষু তাঁহার নিকটে অন্ধ। যে হৃদয়ে প্রেমের আলো প্রজ্বলিত হয়, তিনি সেই হৃদয়ের অতিথি। ধনীর ধন-পূর্ণ গৃহ হয় তো তাঁহার অভাবে শূন্য হইয়া থাকে, কিন্তু দরিদ্রের পর্ণকুটীর হয় তো তাঁহার আবির্ভাবে পূর্ণ হয়। এই শরীর তাঁহার মন্দির, আত্মা তাঁহার আসন, তিনি তাহাতে অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার চক্ষু

নাই, কিন্তু সমুদায় দেখিতেছেন; তাঁহার কর্ণ নাই, কিন্তু সমুদায় শুনিতেছেন; তাঁহার হস্ত নাই, কিন্তু এই চরাচর ধারণ করিয়া আছেন; তিনি কিছুতেই আবদ্ধ নহেন, কিন্তু সকলেতেই বর্ত্তমানআছেন। আমি যেমন এই ক্ষুদ্র শরীরের আত্মা; তিনি সেই রূপ সমস্ত জগতের ও সমস্ত আকাশের একমাত্র আত্মা। এই গৃহ তাঁহাতে পরিপূর্ণ। তিনিই ঈশ্বর, তিনিই আমাদের উপাস্য দেবতা।

আমাদের এক অংশ শরীর, আর এক অংশ মন আত্মা। শরীর এই পৃথিবীর মৃত্তিকাতে নির্ম্মিত, পৃথিবীতেই বিলীন হইয়া যাইবে, আত্মা অবিনাশী, অনন্ত কাল পরমায়ু ভোগ করিতে থাকিবে। আমি চক্ষু নই, আমি কর্ণ নই, আমি হস্ত নই, আমি পদ নই; কিন্তু ঈশ্বর আমার প্রতিপালনের জন্য এই শরীর রূপ গৃহে আমাকে—আত্মাকে সংস্থাপিত করিয়াছেন। যেমন কিয়ৎ ক্ষণ পরে এই আলোকময় গৃহ পরিত্যাগ করিব সেই রূপ অবশ্যই এক দিন শরীর গৃহ পরিত্যাগ করিতে হইবে।—এই চক্ষু জ্যোতি হীন হইবে, এই কর্ণ নিস্তেজ হইয়া পড়িবে, এই বাক্য স্তব্ধ হইয়া থাকিবে, এই শরীর মৃত্যু শয্যায় লুণ্ঠিত হইতে থাকিবে, সংসার শোক তিমিরে অবগুণ্ঠিত হইবে, সমুদায় প্রিয় বস্তু পৃথিবীতেই থাকিবে, হয়তো আমার নাম পর্য্যন্ত মর্ত্ত্যলোকে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু আমি কি তখন বিনষ্ট হইব? কখনই না; কখনই আমার পরমায়ু নিঃশেষিত হইবে না। আত্মাতে যে সকল পাপ ও পুণ্য সঞ্চিত হইয়াছিল, লোকান্তরে উপনীত হইয়া তাহার শুভাশুভ ফল ভোগ করিতে থাকিব। এই আমি এই আত্মা সেই পরমাত্মার উপাসক।

ঈশ্বর আমাদের পিতা ও মাতা; তিনি পিতার ন্যায় বন্ধু ও মাতার ন্যায় স্নিগ্ধ; না তিনি তাঁহাদের হইতেও অধিক; তিনি স্নেহ ও প্রেমে পরিপূর্ণ। পিতা ও মাতা ব্যতীত পৃথিবীতে বিমল ও কোমল ভাবের কথা আর কিছুই নাই; এই জন্যই বলিতেছি, তিনি পিতা ও মাতা। যেমন পিতা ও মাতাকে আমার বলিয়া জানি, যেমন ভ্রাতা ও ভগিনীকে আমার বলিয়া জানি, যেমন স্ত্রী ও পুত্রকে আমার বলিয়া জানি, তেমনি যখন ঈশ্বরকে আমার বলিয়া জানিব, যখন মনের সহিত বলিতে পারিব, তিনি আমার ঈশ্বর; যখন তাঁহার সহিত এই আত্মীয়তা বদ্ধমূল হইবে, সংসারের সকল বন্ধু অপেক্ষা তিনি যখন অধিক আত্মীয় হইবেন; যখন পৃথিবীর তাবৎ সৌন্দর্য্য অপেক্ষা তাঁহার প্রতি অধিক আশক্ত হইব? যখন প্রিয়তমা পত্নীর আলিঙ্গন অপেক্ষা তাঁহার সন্নিধানে অধিক প্রীতি পাইব? যখন পিতা মাতার ক্রোড় অপেক্ষাও তাঁহার সহবাসে অধিক আনন্দ অনুভব করিব, যখন আপনার প্রাণ অপেক্ষাও তাঁহাতে অধিক প্রেম করিব, তখন বলিতে পারিব যে, আমরা তাঁহার ভক্ত হইয়াছি ও তাঁহাকে প্রীতি করিতেছি। পিতা মাতার প্রতি ভক্তি, স্ত্রী পুত্রের প্রতি প্রেম ও বন্ধু বান্ধবের প্রতি প্রীতি; এ সমুদায় ঈশ্বর প্রেমের বিরোধী নহে, প্রত্যুত অনুকূল; এ স্থলে ঈশ্বর প্রেমের সে রূপ পরীক্ষা হয় না। যখন অন্তরের দুর্দ্দান্ত রিপু সকল পাপ কর্ম্মে প্রণয় বন্ধন করিতে শিক্ষা দিতে থাকিবে, যখন আত্মম্ভরিতা প্রবল হইয়া আমাদিগকে অন্যায় পথে সঞ্চালিত করিবে, যখন ধন মত্ততা কুৎসিত আমোদে আকর্ষণ করিবে, যখন অহংকার ভ্রাতৃভাবের বিচ্ছেদ করিতে আসিবে, যখন কুটিল বুদ্ধি সার্থ সাধনে চাতুরী অবলম্বন করিয়া সরলতার ধ্বংস করিতে আসিবে, তখন যিনি ঈশ্বরের

পথে অটল ভাবে থাকিবেন, ঈশ্বর প্রেমের বিরোধী ভাবিয়া রিপুগণকে বলিদান করিতে পারিবেন, ঈশ্বর প্রেমের প্রভাবে যাঁহার মত্ততা, অহংকার, কুটিলতা, তিরোহিত হইবে, তিনিই বলিতে পারিবেন, আমি ঈশ্বরের ভক্ত হইয়াছি ও তাঁহাতে প্রীতি করিতেছি। যেমন তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি জলের জন্য উৎসুক হইয়া থাকেন, যেমন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি অন্নের নিমিত্ত লালায়িত হন, তেমনি ঈশ্বর প্রেমী ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হইয়া বেড়ান। পুত্র-বৎসল পিতা মাতা পুত্রের বিচ্ছেদে কতই কষ্ট পান; পতিব্রতা পতির বিচ্ছেদে কতই কাতর হন, ঈশ্বরের ভক্ত ঈশ্বরকে না পাইলে ততোধিক ব্যাকুল হইতে থাকেন। যে খানে ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন হয়, তিনি সেই স্থানেই আরাম লাভ করেন। যে আলাপ ঈশ্বরের কথার সহিত মিশ্রিত তাহাই তাঁহার কর্ণে অমৃত ধারা বর্ষণ করে। তিনি যে ভাবে ঈশ্বরকে দীপ্যমান দেখেন, সেই ভাবই তাঁহার নিকট সদ্ভাব বলিয়া পরিগণিত হয়। তিনি যে কর্ম্ম ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া অনুষ্ঠান করিতে পারেন, সেই কর্ম্মই তাঁহার নিকট সৎকর্ম্ম হয়। যে আমোদ ঈশ্বরের সম্মুখে ভোগ করিতে লজ্জিত না হন, তিনি সেই আমোদের রসই আস্বাদন করেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বহির্গত হইয়াই ঈশ্বরকে ভুলিয়া যান না, কিন্তু সজনে নির্জ্জনে সেই প্রেয়াস্পদকে চিন্তা করিতে থাকেন, তিনি ভজনালয়ে দেব-মূর্ত্তি ও আমোদ-গৃহে পিশাচ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন না, তাঁহার প্রেমাদ্র স্নিগ্ধমূর্ত্তি সর্ব্বত্রই সমান ও সর্ব্বত্রই স্বাভাবিক। তাঁহার আমোদ প্রমোদ অন্যের সাধু ভাব উদ্দীপন করে। তাঁহার বিষয় কর্ম্মও অন্য লোককে ধর্ম্ম শিক্ষা দেয়, তাঁহার সহজ আলাপ অন্যের মনকে সদ্ভাবে পূর্ণ করে। হা! এমন ঈশ্বর প্রেমী কোথা, এমন সাধু কোথা? ব্রাহ্মধর্ম্ম! তিনিই তোমার মধুর রস আস্বাদন করিয়াছেন, তিনিই তোমার উন্নত ভাব অনুভব করিমাছেন, এবং তোমার গূঢ় সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াছেন। এই রূপ ভক্তি ও এই রূপ কার্য্যই ঈশ্বরের উপাসনা।

এই উন্নত উপাসনা—এই আধ্যাত্মিক সাধন অভ্যাস করিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহারই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়াছেন। যখন জানিলাম ঈশ্বর ব্যতীত আর আমাদের গতি নাই; যখন জানিলাম যেখানে ঈশ্বর নাই, সেখানে জীবন নাই, যখন জানিলাম ঈশ্বরের অভাবে মনুষ্য জীবন পশু জীবন অপেক্ষাও অপকৃষ্ট হয়, পুরুষের পৌরুষ ও স্ত্রীর সৌন্দর্য্য ঈশ্বরের অভাবে পাপের আকর হইয়া পড়ে; তখন আর কি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি। যদি বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন এই পথের সঙ্গী হন, তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিব, যদি তাঁহারা এই পথের বিঘ্ন কারী হন, তবে নিশ্চয় জানিবেন আমি আর তাঁহাদের নই। আমরা নিশ্চয় জানি যে, আমরা দীন হীন, ক্ষুদ্র ও পাপ কলঙ্কে মলিন; আমাদের পুণ্য সঞ্চয় নাই, ধর্ম্মবল নাই। আমাদের কামনা মলিন, কর্ম্ম দূষিত, জীবন অপবিত্র; তথাপি আমাদের ভরসা এই যাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি, তিনি দীনবন্ধু ও পতিতপাবন। তিনি কি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন, ক্ষুদ্র বলিয়া তাঁহার গৃহ হইতে দূর করিয়া দিবেন, যিনি একটী পিপীলিকাকেও আহার দিতে বিস্মৃত হন না, তিনি কি আমাদের ক্রন্দন শুনিবেন না, যখন ঘোরতর দুরাচার মনুষ্য নরহত্যার অপরাধে রাজ-দ্বারে আনীত হয়, যখন বিচারকের মুখ হইতে প্রাণদণ্ডের ভয়ানক

আজ্ঞা প্রচার হয়, যখন ঘাতকেরা তাহার হস্ত পদ বন্ধন করিয়া বধ্য ভূমিতে লইয়া যায়, তখন তাহার মাতা কি তাহাকে বিস্মৃত হইয়া থাকে? তখন সেই নিরুপায় জননী কি পুত্র স্নেহে উন্মত্ত হইয়া চীৎকার করিতে থাকে না? সমস্ত লোক বিরক্ত হইয়া ঘৃণার সহিত যে দুরাচারকে রাজার নিষ্ঠুর হস্তে সমর্পণ করিয়াছে, তাহার জননীকে এক বার সেই বধ্য ভূমিতে উপস্থিত হইতে দাও, দেখিবে যে, সকল লোকের ঘৃণাস্পদ সেই দুরাচারকে জননী আপনার পবিত্র ক্রোড়ে গ্রহণ করিবার জন্য উন্মত্তা হইয়া উঠিয়াছে; পৃথিবী যাহাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত সেই জননী কি অমায়িক স্নেহে তাহার কণ্ঠ ধারণ করিয়া সেই নরাধম ঘাতকের—সেই পশু তুল্য রাজ পুরুষের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পুত্রের জীবন ভিক্ষা করিতেছে; দেখ মনুষ্যের ক্ষুদ্র মনের স্নেহের কি আশ্চর্য্য ভাব, কিন্তু ঈশ্বরের পূর্ণ স্নেহের তুলনায় জননীর স্নেহ এক বিন্দু মাত্র; সেই স্নেহের আকর ক্ষমার সমুদ্র অখিল মাতা পরমেশ্বর কি আমাদিগকে জঘন্য বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন; ইহা কখন মনেও করিতে পারি না যে, তাঁহার কৃপার ভিখারি হইয়া তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান হইলে তিনি আমাদিগকে দূর করিয়া দিবেন; তিনি নিষ্ঠুর দৈত্যের ন্যায় ভীষণ নহেন: তিনি করুণাময় পিতা, তিনি স্নেহময় মাতা; তাঁহার নিকটে ভয় নাই। পাপী তাপী, নীচ ক্ষুদ্র, লোকের নিকট ঘৃণিত ও নিন্দিত, জন সমাজের পরিত্যক্ত যে খানে আছে তাঁহার শরনাপন্ন হও; এমন করুণাময়, এমন স্নেহময়, এমন প্রেমময়, আর কেহই নাই তাঁহার নিকটে জ্ঞানী ও মুর্খ ধনীও দরিদ্র, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল সমান স্নেহের আস্পদ। তিনি অনাথের নাথ, পিতৃহীনের পিতা ও মাতৃহীনের মাতা। তিনি কি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন।

আমাদের সামর্থ্য না থাকিলেও তাঁহার মঙ্গল স্বরূপে নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান আছি। এই ক্ষুদ্র সমাজ তাঁহারই উপাসনার নিমিত্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কবে আমরা তাঁহার কল্যাণময় পথে সম্পূর্ণ রূপে অবগাহন করিব, তাঁহাকে একমাত্র গতি জানিয়া কবে প্রাণের সহিত তাঁহার সেবাতে নিযুক্ত হইব ইহারই জন্য আমাদের আগ্রহ ও ইহারই জন্য আমাদের প্রার্থনা। হে বিশ্বপিতা, অখিলমাতা, তুমি সকলের অন্তর্যামী, তুমি সর্ব্বদর্শী, আমাদের পাপ ও পুণ্য তোমার নিকট অগোচর নাই। আমরা পাপও তাপ হইতে মুক্তি লাভের নিমিত্ত তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমাদিগকে অভয় দান কর। হে রস স্বরূপ, আমরা তোমারই প্রসাদে তোমার মধুর রসের আস্বাদ পাইয়াছি; আর তোমাকে ভূলিতে পারিব না। তোমার সেবায় যেন আমাদের জীবন অতিবাহিত হয়। তোমার উপাসনাই যেন আমাদের সার কর্ম্ম হয়। আমাদের সমুদায় প্রীতি যেন তোমাতেই সমর্পিত হয়। নাথ! আমাদের পুণ্য বল নাই, তুমি পাপী তাপীর এক মাত্র আরাম স্থান, এই আমাদের ভরসা। আমাদিগকে বল দাও, সহিষ্ণুতা শিক্ষা দাও, তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনের জন্য যেন আমরা সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারি। তোমার ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জন্য সমুদায় অপমান যেন সম্মান বলিয়া গ্রহণ; সমুদায় তিরস্কার যেন অঙ্গের অভরণ করি। পরিবারগণকে যেন তোমার পরিবার বলিয়া প্রতি পালন করি। যেন নির্ভয় হইয়া তোমার পবিত্র নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে পারি। অপরাধীকে ক্ষমা করিতে শিক্ষা দাও, শত্রুকে প্রীতি করিতে শিক্ষা দাও, সকল পরিবারকে তো-

মার সেবায় নিযুক্ত কর, আমাদের নিকট প্রকাশিত থাক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

"মৃত্যোর্ম্মাঽমৃতং গময়"

দিবস রজনীর প্রভেদ কি? কেবল আলোক আর অন্ধকার, জীবন মৃত্যুর পার্থক্য কি? হর্ষ আর বিষাদ, উন্নতি আর অবনতি, যোগ আর বিযোগ। যখন আমরা জীবিত থাকি, তখনই আমোদ আহ্লাদে কালাতিপাত করি, যখন মৃত্যুর অধীন হই, তখন সকলই তিরোহিত হয়। যখন জীবিত থাকি তখন সকলই বর্দ্ধিত হয়, মৃত্যু হইলেই ছিন্ন তরুর ন্যায় শুষ্ক হইতে থাকে। যতক্ষণ জীবন থাকে, ততক্ষণ সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ থাকি, প্রাণ ত্যাগ হইলে সকলই শিথিল ও অসম্বদ্ধ হইয়া যায়। এখানে শরীর ত্যাগ করা যে মৃত্যু তাহার কথা হইতেছে না, এখানে প্রকৃত মৃত্যুর বিষয় আলোচিত হইতেছে। শরীর সুস্থ সবল থাকা, অথবা নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হওয়াই যথার্থ জীবিতের চিহ্ন নহে। যখন শরীর কর্ম্মবিশেষে চালিত হইতেছে, চক্ষু কর্ণ বহির্ব্বিষয় লইয়া ব্যাপৃত রহিয়াছে তখনও আমরা মৃত্যুর দুর্জ্জয় আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া থাকি। আত্মার মৃত্যুই যথার্থ মৃত্যু। শরীর যেমন আত্মাকে অবলম্বন করিয়া এখানে জীবিত থাকে, আত্মাও তেমনি পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া প্রাণ ধারণ করে। আত্মার প্রাণ সেই প্রাণের প্রাণ নিখিল-জীবন পরমেশ্বর স্বয়ংই। সেই প্রাণ হারা হইলেই আত্মা মহানিদ্রায় অভিভূত হয়। তাঁহাকে পাইলেই সে আবার প্রাণ লাভ করে। তাঁহাকে দেখিতে না পাইলেই সে শোক তাপে, বিষাদ ভয়ে, মুহ্যমান হইতে থাকে, তাঁহাকে—তাঁহার মহিমাকে দেখিলেই সে বীত-শোক হইয়া প্রফুল্ল হয়। "সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ।"

বৃক্ষ যেমন মুলের সহিত সংযুক্ত থাকিলেই বর্দ্ধিত হয়, ফল যেমন বৃক্ষের সহিত সংলগ্ন থাকিলেই পরিণত হয়, আত্মা তেমনি পরমাত্মার সহিত অধ্যাত্ম-যোগে নিবদ্ধ থাকিলেই উন্নত হইতে থাকে। জরায়ু-মধ্যে জীব যেমন মাতৃ-শোণিত সহকারে পরিপোষিত হইয়া থাকে, আত্মা তেমনি সেই বিশ্ব-জননীর গর্ব্ভ-শয্যায় শয়ান থাকিয়া তাঁরই মঙ্গল ভাবে, প্রীতি-নীরে পরিবর্দ্ধিত হয়। বালকের ন্যায় মাতৃ-ক্রোড়-ভ্রষ্ট হইলেই আত্মা দুর্গতি-সাগরে পতিত হইয়া ক্রমে মৃত-কল্প হইতে থাকে। শরীর হইতে আত্মা তিরোহিত হইলেই যেমন শরীর অচেতন ও অসাড় হইয়া যায়, ঈশ্বর হইতে তেমনি আত্মা বিচ্যুত হইলেই সে অবসন্ন হইয়া পড়ে। নদী যেমন সমুদ্রসহ সংযুক্ত না থাকিলে সে আর বহমান থাকে না, আত্মার জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছাও তেমনি সেই অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্র পরমেশ্বরের জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছায় বাহিত না হইলে এবং সংযুক্ত না থাকিলে সে আর কোন রূপেই বর্দ্ধিত ও পরিশোধিত হইতে সমর্থ হয় না। দিন দিন তাহার সকল সাধু ভাব, সমুদায় সদ্বৃত্তি শুষ্ক ও মুমূর্ষু হইতে থাকে। বৃক্ষ যতক্ষণ মৃত্তিকা হইতে রসাকর্ষণ করে, ততক্ষণই যেমন সে জীবিত, শিশু যতক্ষণ স্তন্য পানে সমর্থ ততক্ষণই যেমন সে সুস্থ, আত্মাও তেমনি যদবধি ঈশ্বরের প্রীতি-সুধা পানে অনুরক্ত ততক্ষণই সে প্রকৃতিস্থ থাকে। বালক যেমন স্তন্য-সুধা পানে বঞ্চিত হইলে অসুস্থ ও শীর্ণ হইয়া থাকে, আত্মা তেমনি ব্রহ্ম-প্রীতি-রসে পোষিত হইতে না পারিলে রুগ্ন ও বিকৃত হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। অতএব

পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগই যথার্থ জীবন, তাঁহা হইতে বিচ্যুতিই তাহার প্রকৃত মৃত্যু। তাঁহার সহিত নিত্য সহবাস-জনিত ভূমানন্দ সম্ভোগই অমৃতত্ব, তাঁহা হইতে বঞ্চিত হওয়াই তাহার নরক ভোগ। এই মৃত্যু হইতে অমৃতে গমন করাই আমারদিগের আকিঞ্চন, এই নরক-ভোগ হইতে স্বর্গ-ধামে উপনীত হওয়াই আমারদের প্রাণগত প্রার্থনা। সেই জন্যই প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা নির্জ্জনে উপাসনা-কালে ঈশ্বরের সন্নিধানে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রার্থনা করি, "মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতেতে লইয়া যাও।" এই জন্যই এই প্রকাশ্য ব্রহ্ম-মন্দিরে সকলে সম্মিলিত হইয়া এক মনে সমস্বরে এই প্রাণগত প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করি "মৃত্যোর্ম্মাঽমৃতং গময়।"

আমারদের শারীরিক মৃত্যু হইতে উদ্ধারের জন্য এ তেজোময়, অমৃতময় মহাবাক্য নয়; আত্মার গতি মুক্তির জন্য আত্মাকে মৃত্যু-মুখ হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই আমারদের এই প্রার্থনা। যাহারদের সংসারই সর্ব্বস্ব, সংসারই সার, যাহারা সাংসারিক সুখকেই সার মনে করে, তাহারাই শরীর পতন-ভয়ে আকুল হয়। শরীরের বিনাশই তাহারদের সর্ব্বনাশ। যাহারদের আত্মার প্রতি দৃষ্টি আছে, আত্মার উন্নতির প্রতি যাহারদের লক্ষ্য আছে, পার্থিব-সুখ তাহারদের সন্নিধানে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। শ্রেষ্ঠতর মহত্তর ব্রহ্মানন্দের জন্যই যাঁহারদের মানস-রসনা লালায়িত, ঈশ্বরের সহিত নিত্য সহবাস-জনিত দেব-দুর্ল্ভ শাশ্বত সুখই যাঁহারদের প্রার্থনা, সংসার বন্ধন ও হৃদয়-গ্রন্থি ছেদ করত ক্রমশঃ উন্নত লোকে গমন করা, নবতর কল্যাণতর সুখ সম্ভোগ করা যাঁহারদের ইচ্ছা, তাঁহারা তাহার দ্বার উদ্ঘাটনে কেন ভীত বা শঙ্কিত হইবেন? শরীরের মৃত্যু তাঁহাদিগের পক্ষে তত ভয়ানক নহে। বীজ হইতে যেমন কাণ্ড শাখা, পুষ্প ফল, যথাক্রমে প্রসবিত হইতে দেখিয়া সকলে প্রফুল্ল হয়, সেই রূপ পরিবর্ত্তন ও উন্নতির নিয়ম পুণ্যাত্মারা নরদেহে দেদীপ্যমান দেখিয়া পূর্ণ-জ্ঞান পরমেশ্বরকেই ধন্য বাদ দেন। শোণিত শুক্র হইতে যেমন জননী-গর্ব্ভে ক্রমে ক্রমে রক্ত মাংস শিরা শোণিত-সম্পন্ন অশরীরি আত্মার আবাস গৃহ এই শরীর নির্ম্মিত হয়, এবং যথাসময়ে আলোক-শূন্য জননীগর্ভ হইতে এই আলোকময় সুরম্য লোকে ভূমিষ্ঠ হইতে দেখা যায়, তেমনি পর্য্যায়-ক্রমে বাল্য, যৌবন, জরা ও বার্দ্ধক্য রূপ নানা অবস্থাতে আত্মা ক্রমশঃ জ্ঞান ধর্ম্মে সমুন্নত হইয়া ইহ লোকের শিক্ষা সমাপন করিলেই মৃত্যু রূপ পরিবর্ত্তন দ্বারা পার্থিব-শরীর পৃথিবীতে রাখিয়া আবার উন্নততম লোকে যাইয়া উপনীত হয়। বালকের যতদিন মাতৃ শরীরে পোষিত হইবার আবশ্যক সে ততদিন তথায় পরিপালিত হয়, এই ভূলোকে অবতীর্ণ হইবার কাল উপস্থিত হইলে সে তাহা পরিত্যাগ করত ভূমিষ্ঠ হইয়া সকলের মনে আনন্দ বিধান করে। আত্মার সেই রূপ এই ভঙ্গুর শরীরে ইহলোকে যতদিন ও যতদূর উন্নত হইবার প্রয়োজন, ততকাল এখানে অবস্থান করিয়া লোকান্তরে উপনীত হওত দেবতাদিগের মধ্যে হর্ষ আনন্দ বিস্তার করে। আমরা যেমন গর্ভ-কূপ হইতে শিশুর ভূমিষ্ঠ হইবার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়া পুলকিত হই, দেবতারাও তেমনি আত্মার ভূলোক হইতে উন্নত লোকে যাইবার প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া আনন্দিত হইতে থাকেন। মৃত্যু যে আমারদের উন্নতিশীল আত্মাকে কেমন বিচিত্র কৌশলে উন্নত লোকে লইয়া যায়, এই সংকীর্ণ কারাগার হইতে কেমন নিঃশব্দে বিমুক্ত করিয়া যে

প্রকৃত স্বদেশের পথ নির্দ্দেশ করে, যতক্ষণ না আমরা দেব-ভাবে, জ্ঞান প্রেমে সমুন্নত হই, ততক্ষণ আর তাহার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। মনুষ্য যত বিষয়-জালে বিজড়িত হয়, পার্থিব সুখে অনুরক্ত হয়, মৃত্যু ততই তাহার সন্নিধানে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে। মৃত্যু সংসার-পরতন্ত্র জ্ঞানান্ধ জীবের পক্ষেই ভয়ানক; মৃত্যু সাধু সরল-মতি, যতি সন্তোষীর পদানত দাস। মৃত্যু ভগবৎ-প্রেম-শূন্য নীরস হৃদয়ের পক্ষেই উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর, মৃত্যু ঈশ্বর-প্রেম-মগ্ন সুধীর সাধুর নিকটে পুষ্পবৎ কোমল। মৃত্যুকাল সংসার-সর্ব্বস্ব ঘোর বিষয়ীর পক্ষেই প্রলয়-কাল তুল্য; উন্নতমনা ঈশ্বর-পিপাসু প্রেমিকের সন্নিধানে তাহা উষা-কালের ন্যায় সুখ-প্রদ, আনন্দ-প্রদ।

শরীর-ত্যাগে বা প্রাণনক্রিয়ার অবরোধে তো বৃক্ষ লতা, পশু পক্ষী সকলেরই মৃত্যু হইয়া থাকে, সে মৃত্যুতে জ্ঞান-ধর্ম্ম-সমন্বিত অশরীরি আত্মার মৃত্যু হয় না। ঈশ্বর হইতে বিচ্যুতিই তাহার যথার্থ মৃত্যু। তাঁর সঙ্গে বিযুক্ত হওয়াই তাহার সাংঘাতিক বিনাশ। আমরা সকলে সেই মৃত্যু-ভয়েই ব্যাকুল হইয়া অমৃতের শরণাগত হইয়াছি। পাছে সংসার আমারদের আত্মার প্রাণ বিনষ্ট করে, পাছে বিষয়ারণ্যে প্রবেশ করিলে পাপ-পিশাচী আমারদের আত্মাকে আক্রমণ করে, এই ভয়েই ভীত হইয়া সেই প্রাণদাতার আশ্রয় লইয়াছি, যে তিনিই আমারদিগকে রক্ষা করিবেন। এস, সকলে এখানকার অসৎ অন্ধকার হইতে উদ্ধার হইবার জন্য, মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত সকাতর হৃদয়ে প্রার্থনা করি, "অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্ম্মাঽমৃতং গময়।" "অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতেতে লইয়া যাও।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য।

বকল নামক ইংলণ্ডীয় মহাপণ্ডিত তাঁহার ইংলণ্ডীয় সভ্যতার পুরাবৃত্তের ভূমিকা মধ্যে জ্ঞান ও ধর্ম্ম-মুলক নিয়মের তুলনা করিয়া এই স্থির করিয়াছেন যে, জ্ঞান-মূলক নিয়ম সকলই মনুষ্যজাতির প্রকৃত উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত আছে, এবং তিনি যদ্যপিও ধর্ম্ম-মূলক সত্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই, তথাচ ধর্ম্ম-মূলক নিয়ম সকলকে মনুষ্যগণের উন্নতি সাধন পক্ষে নিশ্চেষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনি যাহা বলেন[১] তাহার সত্যাসত্য বিচারে আপাতত ক্ষান্ত থাকিয়া তাঁহার উক্তিকেই প্রামাণ্য করত তৎপ্রতি তর্ক করা যাইতেছে। ধর্ম্ম-মূলক সত্য সকল, ধর্ম্ম-মূলক নিয়ম সকল নিঃসন্দেহই চিরকাল সমান ভাবে মনুষ্যের আত্মাতে বিরাজিত আছে, সেই সকল সত্যের হ্রাস বৃদ্ধি করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে, কিন্তু তিনি পরে বলিয়াছেন, যে এই রূপ নিশ্চেষ্ট সত্য সকল মনুষ্যের প্রকৃত উন্নতি সাধনে কখনই আনুকূল্য করিতে পারে নাই। এখন মনুষ্যের

---

১ For there is, unquestionably nothing to be found in the world which has undergone so little change, as those great dogmas of which moral systems are composed. To do good to others, to sacrifice for their benefit your own wishes; to love your neighbour as yourself, to forgive your enemies; to restrain your passions; to honour your parents; to respect those who are set over you; these and a few others are the sole essentials of all morals but they have been known for thousands of years and not one jot or tittle has been added to them by all the sermons, homilies, and text books which moralists and theelogians have been able to produce. *Buckle's History of Civilization in England Vol. I. page* 163.

প্রকৃত উন্নতি কাহাকে বলে তাহা দেখা আবশ্যক। যদ্যপি জ্ঞান-মূলক সত্য সকল ধর্ম্ম-মূলক সত্যকে ত্যাগ করিয়া মনুষ্যের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইত তাহা হইলে কি মনুষ্যের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইত, "অন্যের উপকার করা, অন্যের উপকার জন্য ত্যাগ স্বীকার করা, সকলকে আপনার ন্যায় প্রেমভাবে দর্শন করা, আপনার বিপক্ষকেও মার্জ্জনা করা, কামক্রোধাদি রিপুগণকে দমন করা, পিতা মাতাকে ভক্তি করা ও গুরুজনকে মান্য করা," এই সকল সত্য যদি মনুষ্যের আত্মা হইতে তিরোহিত হয়, তাহা হইলে কেবল জ্ঞান-মূলক সত্য জ্ঞান-মুলক নিয়ম সকল দ্বারা কি মনুষ্য জাতির প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয়। এই সকল ভাব ও এই সকল নিয়ম যে অপরিবর্ত্তনীয় ও স্থির ভাবে আমাদের আত্মাতে বিরাজিত রহিয়াছে তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু ইহা দ্বারা যে মনুষ্যের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয় নাই, ইহা আমরা কোন রূপেই স্বীকার করিতে পারি না। মহাত্মা বকল যখন অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া, আমোদ প্রমোদ ত্যাগ করিয়া, শারীরিক সুস্থতাকে জলাঞ্জলি দিয়া, তাঁহার জ্ঞান-গর্ভ সভ্যতার পুরাবৃত্ত সংকলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন কি তিনি পরের উপকার জন্য উহা সংকলনে প্রবৃত্ত হয়েন নাই? হায়! তাঁহার ঐ আশ্চর্য্য জ্ঞান-গর্ভ গ্রন্থে তাঁহার শোচনার কথা মনে হইলে কাহার হৃদয় না দলিত হয়; কিন্তু আমাদের সেই অশ্রু-নিপাত কোন উৎস হইতে উৎসারিত হয়, জ্ঞান দ্বারা আমরা তাঁহার জ্ঞানের আলোক দেখিয়া আশ্চর্য্য হই, কিন্তু ধর্ম্ম-মূলক সত্যই আমাদিগকে তাঁহাকে মান্য করিতে, তাঁহার জন্য শোক করিতে হৃদয়কে আদেশ করে, ধর্ম্ম-মূলক সত্য নিশ্চেষ্ট ভাবেই আমাদের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত রহিয়াছে? যাহারা স্থির ভাবে আমাদের উপকার করে তাহারা কি আমাদের উপকারক নহে, ধর্ম্ম-মূলক সত্য নিত্য কাল আমাদের হৃদয়কে নিয়োজিত করে বলিয়াই কি তাহাদের নিয়ম আমাদের পক্ষে পরম উপকারক নহে, মনুষ্য জাতির আজন্ম দুই হস্ত এবং দুই পদ; ত্রিপাদ কিম্বা চতুর্ভুজ মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করেন নাই, এই জন্য কি উক্ত হস্ত পদাদি দ্বারা মনুষ্যের যে উপকার সাধিত হয় ও হইতেছে তাহা বৃথা হইবে, এই জন্যই কি তাহারা মনুষ্য জাতির পরম উপকারক নহে, এই জন্যই কি তাহাদের দ্বারা ভবিষ্যতে যে সকল উন্নতি সাধিত হইবে তাহা মনুষ্যের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। ধর্ম্ম-মূলক সত্য আমাদের আত্মাতে চিরকাল সমভাবে অবস্থিতি করিয়া আমাদের পরম উপকার সাধন করিতেছে বটে, কিন্তু এই জন্য আমরা জ্ঞান-মূলক সত্য সকলকেও তুচ্ছ করিতে পারি না। ধর্ম্ম-মূলক সত্য, ধর্ম্ম-মূলক নিয়ম সকল অবিনশ্বর অক্ষরে মনুষ্যের আত্মাতে নিবেশিত আছে, জ্ঞান আপনার জ্যোতি দ্বারা সেই সকল সত্যকে অগ্নিময় অক্ষরে পৃথিবীস্থ মনুষ্যগণের নিকটে প্রতিভাত করে। সপ্তসুর আমাদের কণ্ঠেই রহিয়াছে কিন্তু মনুষ্য বিশেষ কোন ক্রিয়া দ্বারা, তাহা আকাশে নিক্ষেপ করত তাহাকে মোহিনী শক্তি প্রদান করে।

ধর্ম্ম-মূলক নিয়ম ও জ্ঞান-মূলক নিয়ম উভয়েই আমাদের পরম উপকারক, উভয়কেই বিশেষ রূপে আলোচনা করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

আমরা অতি সঙ্কুচিত হইয়াই মহাত্মা বকলের সহিত ভিন্নমত হইয়াছি। আমাদের মতে ধর্ম্ম-মূলক-নিয়ম ও জ্ঞান-মূলক নিয়ম, ইহার মধ্যে কোন্‌টি আমাদের উন্নতি-সাধনে অল্প বা অধিক ভাবে প্রবৃত্ত রহিয়াছে তাহার

অনুসন্ধান করা কিম্বা তন্মধ্যে তুলনা সংস্থাপন করাই যুক্তি-সিদ্ধ নহে। জ্ঞান-মূলক নিয়ম সকল ক্রমে মনুষ্যের মন হইতে মোহ-অন্ধকার দূর করিয়া, ধর্ম্ম-মূলক সত্যকেই উদ্দীপিত করে, কিন্তু ধর্ম্ম-মূলক নিয়ম, ধর্ম্ম-মূলক সত্যের অস্তিত্বই যদি না থাকিত তাহা হইলে জ্ঞান-মূলক সত্য সকল কি কর্ম্ম করিতে অধিকারী হইত? কিছুই নহে। যদ্যপি সমুদায় মহাত্মাগণের জ্ঞান-প্রদর্শিত মহা সত্য সকল এই ধর্ম্ম-মূলক নিয়মকে উদ্দীপিত না করিত যে—মনুষ্যের উপকার করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা হইলে ঐ সকল মহা সত্য, মনুষ্যের পক্ষে, বৃথা ও নিষ্ফল কি না?

উক্ত মহাত্মাগণ মহা সত্যসকল আবিষ্কৃত করিয়া মনুষ্যের জ্ঞান-সমষ্টি বৃদ্ধি করিয়া, কি করিয়াছেন? মনুষ্যের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। যদি ঐ সকল মহাত্মাদের মনে ইহা দৃঢ় নিশ্চয় না থাকিত যে আমরা যাহা করিতেছি তদ্দ্বারা মনুষ্য জাতির পরম উপকারই সাধিত হইবে, তাহা হইলে কি তাঁহারা অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া ঐ সকল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন।

মহাত্মা বকল, আপনার তর্ক দৃঢ়ীকৃত করিবার জন্য দুইটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। কোন বিশেষ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতি, অন্য সম্প্রদায়-ভুক্ত লোকগণের বিদ্রোহাচরণ এবং পৃথিবীতে যুদ্ধ বিগ্রহের প্রাদুর্ভাব। এক্ষণে আমরা এই দুই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

মহাত্মা বকল বলেন, যে অজ্ঞ ব্যক্তির হস্তে যে কালে প্রভুত্ব নিপতিত হইয়াছে, সেই সময়েই উক্ত ব্যক্তি প্রায়ই মনুষ্যের উপকার সাধন না করিয়া প্রত্যুতঃ মহা অপকারই করিয়াছেন এবং এই কথা যে কত দূর সত্য তাহা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উপর বিদ্রোহাচরণের বৃত্তান্ত আলোচনা করিলেই স্পষ্ট প্রতীতি হয়; কেন না, যে কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-যাজক ঐ রূপ ভিন্ন বিশ্বাসস্থ লোকগণের উপর বিদ্রোহাচরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই মানসিক প্রবৃত্তি সকল অতি নির্ম্মল ও পবিত্র ছিল ও আপনাদের বিশ্বাসকে সত্য জানিয়াই ঐ রূপ বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন; সুতরাং যদ্যপি তাঁহারা ধর্ম্মের বশীভূত হইয়াই ঐ সকল অনিষ্টাচরণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ধর্ম্ম-মূলক সত্যের গৌরব আর কোথায় রহিল। এই রূপ বিদ্রোহাচরণে, যে পৃথিবীর মহা অনিষ্ট ঘটিয়া গিয়াছে, ও ইহা যে প্রভূত অনর্থের মূল ইহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি এবং যে সকল ধর্ম্মযাজক, ঐ বিষম কাণ্ডে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা যে অন্যান্য বিষয়ে পবিত্রচরিত্র এবং আপনাদের বিশ্বাসকে সত্য জানিয়াই ঐ রূপ অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে তাহাও অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু এখানে বক্তব্য এই যে ইহা দ্বারা ধর্ম্ম-মূলক সত্যের অস্তিত্বের কিম্বা তাহার উপকারিত্বের কি ব্যাঘাত জন্মিল? ঐ রূপ বিদ্রোহাচরণ যে অতি অকর্ত্তব্য এই যে এক মহান্‌ সত্য এইটি আমরা কোথা হইতে পাইলাম? কোন্‌ জ্ঞান-মূলক সত্য হইতে এই সত্যটি উৎপন্ন হইয়াছে? ঐ রূপ বিদ্রোহাচরণ করা নিষ্ফল এই জন্যই কি মনুষ্য তাহা হইতে বিরত হয়, না ঐ রূপ আচরণ অতি অন্যায় ও অতি অকর্ত্তব্য এই জন্যই মনুষ্য উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু তবে কি এই ধর্ম্ম-মূলক সত্য আমরাই পাইয়াছি, পূর্ব্বকালীন যাঁহারা ঐ রূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট কি এই সত্য প্রতিভাত হয় নাই? এখানে এই তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে সন্দেহ নাই, অবশ্যই প্রতিভাত হইয়াছিল, কিন্তু

মোহান্ধকার তাঁহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, ক্রমে জ্ঞানের প্রভাবে যত সেই মোহ দূরীকৃত হইতে লাগিল, ততই ঐ মহান্ সত্য উজ্জ্বল রূপে মনুষ্য মনে জাগরূক হইল। ইহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি যে জ্ঞান-মূলক নিয়ম সকল ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ সত্যকে প্রতি ভাত করিল, এবং ঐ সকল সত্যকে প্রতিভাত করে বলিয়াই তাহারা অতি শ্রদ্ধেয় কিন্তু ঐ সকল সত্য যদি বাস্তবিক না থাকিত, তাহা হইলে জ্ঞান সহস্র বৎসর আলোচনা দ্বারাও কি উহার অকর্ত্তব্যতা স্থিরীকৃত করিতে পারিত? কখনই নহে। আমরা জ্ঞান-মূলক সত্য যে মনুষ্যের উন্নতি করে তাহা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করি, কিন্তু তন্নিমিত্ত ধর্ম্ম-মূলক সত্য যে মনুষ্য জাতির উন্নতি সাধনে নিশ্চেষ্ট তাহাই অস্বীকার করি; কেন না যখন ধর্ম্ম-মূলক সত্যের অস্তিত্বই স্বীকার করিতে হইল এবং যখন জ্ঞান সেই সকল ধর্ম্ম-মূলক সত্যকে লইয়াই কার্য্য করে, তখন অবশ্যই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ধর্ম্ম-মূলক সত্য কখনই একেবারে নিশ্চেষ্ট নহে ও তাহারা মনুষ্য-জাতির উন্নতি সাধনে অবশ্যই আনুকূল্য প্রদান করে। বোধ হয় ধর্ম্ম লইয়া ঐ রূপ বিদ্রোহাচরণ পৃথিবী হইতে তিরোহিত হইয়াছে, কিন্তু কি ভূতত্ত্ব বিদ্যা কি বার্ত্তা শাস্ত্র, কি প্রাণি তত্ত্ব, কি চিকিৎসা বিদ্যা, এই সমুদায় বিদ্যার মধ্যে পণ্ডিতগণের মত-ভেদ প্রত্যক্ষ হয় এবং মধ্যে মধ্যে বিবাদ ও বিদ্রোহাচরণ যে হয় না, এরূপও নির্দ্দেশ করা যায় না, কিন্তু ঐ রূপ বিবাদ, ও বিদ্রোহাচরণ যে অতি অকর্ত্তব্য ইহা কোন্ জ্ঞান মূলক সত্য আবিষ্কৃত করিতেছে?

মহাত্মা বকল আর একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে "যুদ্ধ বিগ্রহের ব্যাপার বিষয়ে আমরা এখনও যাহা জানি, শত শত বৎসর পূর্ব্বেও তাহাই জানিতাম। প্রতীকার যুদ্ধই ন্যায়-সঙ্গত এবং আততায়িক যুদ্ধই অন্যায় এই যে দুই মূল তত্ত্ব, ধর্ম্ম শাস্ত্র বেত্তাগণ ইহাই আমাদিগকে শিক্ষা দিতে সমর্থ হয়েন [১]।"

আততায়িক যুদ্ধ অবশ্যই অন্যায় এবং যদ্যপি আততায়িক যুদ্ধ পৃথিবীতে না থাকে তাহা হইলে এই বিষম হত্যা-ব্যাপার ভূমণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হয়। মহাত্মা বকল এই রূপ তর্ক করেন যে, এই যুদ্ধ ব্যাপার পৃথিবীস্থ প্রধান প্রধান সভ্য জাতি মধ্যে ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে কিন্তু ধর্ম্ম-মূলক নিয়ম সকল যে তাহার কারণ ইহা বলা যাইতে পারে না; কেন না, যখন ধর্ম্ম-যাজকেরা চিরকাল এই রূপ উপদেশ দিয়াও তাহা পৃথিবী হইতে তিরোহিত করিতে পারেন নাই, এবং ইউরোপীয় সভ্যজাতি-মধ্যে জ্ঞান-মূলক সত্য সকলের প্রকাশ হওয়ায় ক্রমে ঐ বিষম ব্যাপারের পরিবর্ত্তন ও হ্রাস দেখা যায়, তখন ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে অপরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্ম-মূলক সত্য সকল কখনই ইহার কারণ নহে। তিনি বলেন, যে পুরাবৃত্ত পাঠে ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে যতই জ্ঞানের প্রভাব উদ্দীপিত হয় ততই জ্ঞানবান লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সৈনিক সংগ্রাম-প্রিয় ব্যক্তিগণের সহিত ইহাদের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়া শেষোক্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা হ্রাস হয়। অসভ্য জাতি মধ্যে, যুদ্ধ বিগ্রহই, মানের চিহ্ন। সুতরাং সংগ্রামই তাহাদের গৌরবের এক মাত্র উপায় কিন্তু ক্রমে জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানবান্ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধির

১ On this head nothing is known that has not been known for many centuries. That offensive wars are unjnst and that defensive wars are just are the only two principles which on this head moralists are able to teach.

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শান্তি-মূলক কর্ম্মে মনুষ্য নিযুক্ত হইয়া, যুদ্ধ-প্রিয় ব্যক্তির সংখ্যা হ্রাস করে ও সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ মঞ্চের নিম্ন সোপান সকলে এই রূপ ভাবই দেখা যায়। ক্রমে যুদ্ধ-প্রিয় ব্যক্তির হ্রাস দেখাইয়া তিনি ইউরোপীয় জ্ঞান বিস্তারে যে রূপ এই যুদ্ধ বিগ্রহের অল্পতা হইয়া আসিয়াছে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার মতে বারুদের ব্যবহার ও মনুষ্যের গমনাগমনে বাষ্পের ব্যবহার এবং বার্ত্তাশাস্ত্রের সত্য সকলের আবিষ্কার এই তিন উপায়কেই তিনি যুদ্ধ নিবারণের প্রধান উপায় বলিয়া গিয়াছেন এবং ফ্রান্স সম্বন্ধীয় মহাবিপ্লবের পর চত্বারিংশৎ বর্ষ ব্যাপিনী শান্তি ও তৎপরে রূষও তুর্ক এই দুই অসভ্য জাতির যুদ্ধ বিগ্রহকেই তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা বকল যদি এত দিন জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে জর্ম্মনির যুদ্ধ বিগ্রহের ব্যাপার দর্শনে তিনি তাহার কি কারণ নির্দ্দেশ করিতেন বলিতে পারি না; কিন্তু এ রূপ তর্ক উত্থাপন করা আমাদের মতে যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়াই তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইলাম। এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, আততায়িক যুদ্ধ ব্যাপার যে অন্যায় এই যে একটি মহান্ সত্য ইহা আমরা কোথা হইতে প্রাপ্ত হইতেছি, আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম ভাব হইতে যদি আমরা এই সত্য না পাইতাম—যে স্বার্থ হেতু পরের মন্দ করা অন্যায়—তাহা হইলে, জ্ঞান-মূলক সত্য সকলের আবির্ভাবে ইহা কি কখন আমাদের হৃদ্গত হইত। জ্ঞান-মূলক সত্য সকলের আবির্ভাবে যুদ্ধ বিগ্রহের নিষ্ফলতা ও শান্তির উপকার সভ্য জাতির হৃদয়ে নিবেশিত করিয়া তাহাদিগের মধ্যে উহার হ্রাস যে ক্রমে সাধিত হইবে তৎপ্রতি আমাদের কোন সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু পুরাবৃত্ত পাঠে আমরা এই একটি সত্য প্রাপ্ত হই যাহা মহাত্মা বকল বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়া দেখেন নাই; তিনি কি ঐ চত্বারিংশৎ বর্ষ ব্যাপিনী মহা শান্তির সময়ে আফ্রিকাস্থ এবং আসিয়াস্থ জাতিগণের উপর ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের অত্যাচারের ও আততায়িক যুদ্ধের বিষয় দেখিয়াও দেখেন নাই? আফ্রিকাস্থ আলজীরিয়ায় এবং আসিয়াস্থ ভারত বর্ষে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। ইউরোপীয় সভ্য জাতির মধ্যে ও তাহাদিগের পণ্ডিতগণের মধ্যে ধর্ম্ম-মূলক সত্য সকলের অবমাননায় এই এক বিষম ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে, যে ইউরোপীয় সভ্য জাতি জ্ঞান-বলে বলী হইয়া পৃথিবীস্থ অন্যান্য সমুদায় দুর্ব্বল জাতির উপর মহা বিদ্রোহাচরণ উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞান দ্বারা বিবিধ উপায় সৃজন করত অন্যান্য হীন-বল মনুষ্য জাতি সকলকে পৃথিবী হইতে উৎসন্ন করিতে ব্রতী হইয়াছেন এবং যখন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও ধর্ম্ম মূলক সত্যকে অকর্ম্মণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তখন যে এই ব্যাপার অতি আশ্চর্য্য ইহা কি রূপে বলা যাইতে পারে। জ্ঞান-দর্পে দর্পিত হইয়া ইউরোপের মনুষ্যগণ, অন্যান্য দেশের লোকগণকে কি ভয়ানক ভাবে দেখিয়া থাকেন, কেহ কেহ ইহাদের মনুষ্য বলিতেও ঘৃণা করেন। এই রূপ বিদ্বেষ ভাব ও এই সকল হত্যাকাণ্ড কখনই জ্ঞান মূলক সত্য নিবারণ করিতে সমর্থ নহে ও হইবে না, প্রত্যুত তাহা দ্বারা এই সকল অনর্থকর ব্যাপারের বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা। ইউরোপীয় সভ্য জাতিগণ জ্ঞান প্রচারের ছলে পর-দেশ আক্রমণের বিধিকে কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভবিষ্যতে ধর্ম্মের মহা সত্য সকলই এই বিষম কাণ্ড নিবারণের যে মূলাধার হইবে তৎপ্রতি এক প্রকার নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

যুদ্ধ বিগ্রহ এত দূর ভয়ঙ্কর ও ধর্ম্ম প্রতিরোধী কাণ্ড যে তজ্জনিত ও তাহার আনুসঙ্গিক অন্যান্য ভয়ঙ্কর ব্যাপারের উপশম জন্যই ধর্ম্ম-মূলক নিয়ম সকল ব্রতী ছিল। পূর্ব্ব কালে গ্রীস এবং রোমীয় সংগ্রামে জয়ের সঙ্গে সঙ্গে দাস সংখ্যার বৃদ্ধি হইত। যুদ্ধে পরাজিত সৈন্যগণ জেতাগণের দাস হইয়া অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিত, বাস্তবিক ঐ হতভাগ্য পুরুষগণ ক্রীত দাস স্বরূপ গণ্য হইত। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম এই ভয়ানক ব্যাপার নিবারণের প্রধান উপায় [1]। অতএব দেখা যাইতেছে যে ধর্ম্ম যাজকেরা যদ্যপিও যুদ্ধ বিগ্রহ নিবারণের জন্য ব্রতী থাকিয়া তাহা পৃথিবী হইতে একেবারে উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হয়েন নাই বটে, কিন্তু তাহার ভীষণ উৎপাত সকল তাহাদের দ্বারা অনেকাংশে নিরাকৃত হইয়াছে! জ্ঞান-মূলক সত্য এই ব্যাপারের উপশম জন্য চেষ্টা করিলে বোধ হয় কোন কালেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। পৃথিবী হইতে যে ঐ ভয়ানক কাণ্ড একেবারে উন্মূলিত হয় নাই, তাহার অন্যান্য কারণ আছে; সেই সকল কারণের আলোচনা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু ইহা কোন্ বিবেচক ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন যে যদ্যপি লোকেরা ধর্ম্ম-মূলক সত্য সকল হৃদয়ঙ্গম করে, ঐ সকল সত্যকেও ধর্ম্ম-মূলক নিয়ম সকলকে পৃথিবীর কার্য্যে নিয়োগ করে, তাহা হইলে যুদ্ধ বিগ্রহ পৃথিবী হইতে একেবারে তিরোহিত হয় এবং এখানে ইহাও অসঙ্কুচিত চিত্তে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে ধর্ম্ম-মূলক সত্য সকল দ্বারা ভবিষ্যতে এই ব্যাপারের নিরাকরণ হইবে। ধর্ম্ম-মূলক সত্য ক্রমে মনুষ্যের মনে উদ্দীপিত হইতেছে, ইহার দ্বারা মহৎ কর্ম্ম সকল সাধিত হইবে সন্দেহ নাই।

এখন, মহাত্মা বকল যে ধর্ম্ম মূলক সত্যের উন্নতি হওয়া একেবারে অসম্ভব বলিয়াগিয়াছেন ইহা কত দূর সত্য তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

ধর্ম্ম-মূলক সত্যের কতকগুলিন মূল তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে কোন কালে ইহার পরিবর্ত্তন দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সিদ্ধান্ত এত দূর সত্য যে ইহার প্রতি কেহই সন্দেহ স্থাপন করিতে পারেন না; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই সকল মূল তত্ত্ব যেমন অপরিবর্ত্তনশীল, জ্ঞান-মূলক সত্য জ্ঞান-মূলক নিয়মেরও সেই রূপ কতকগুলিন এমন মূল তত্ত্ব আছে যাহা ঐ রূপ অপরিবর্ত্তনশীল। সকল বিদ্যারই ঐরূপ কতকগুলিন এমন সত্য আছে যাহা সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তনশীল। আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি, গণিত বিদ্যার মূল তত্ত্ব, জ্যামিতির মূল তত্ত্ব, সমুদায়ই অপরিবর্ত্তনশীল। এই সকল মূল তত্ত্বের প্রয়োগ দ্বারাই জ্ঞান-মূলক সত্যের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। সেই রূপ ধর্ম্ম-মূলক সত্যের মূল তত্ত্ব সকলেরও ঐ রূপ প্রয়োগ দেখা যায়, এবং ঐ রূপ প্রয়োগকে কি ধর্ম্মমূলক সত্যের উন্নতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না? মনুষ্যগণকে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করা এই রূপ প্রয়োগের একটি প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। রাজ-কার্য্যের

[1] It was in this manner that the old civilization which rested on conquest and on slavery had passed into complete dissolution; the free classes being altogether demoralised, and the slave classes exposed to the most horrible cruelties. At last the spirit of Christianity moved over this chaotic society and not merely alleviated the evil that convulsed it but also reorganised it on a new basis. Page 255, Leckie's Rise and Influence of Rationalism in Eurpoe. Other influences could produce the manumission of many slaves, but Christianity alone could effect the profound change of character that rendered possible the abolition of slavery—Ibid.

শাসন প্রণালী মধ্যে এই সকল ধর্ম্ম-মূলক নিয়মের যত প্রাদুর্ভাব হইবে ততই তাহা দ্বারা পৃথিবীস্থ তাবৎ জনগণের মহা উপকার সাধিত হইতে থাকিবে।

ধর্ম্ম-মূলক সত্যের আর এক প্রকার উন্নতি পুরাবৃত্তে দৃষ্টিগোচর হয়। এককালে কোন গর্হিত কর্ম্ম সাধারণ সমাজ মধ্যে এ রূপ প্রচলিত থাকে যে ঐ রূপ গর্হিতাচারী ব্যক্তি এক কালে সমাজ মধ্যে কিছুই নিন্দনীয় হয় না। কিছু দিন পরে আবার সেই রূপ গর্হিতাচরণ জন-সমাজ মধ্যে এ রূপ নিন্দনীয় হয় যে, ঐ রূপ আচরণ প্রায়ই ভদ্র সমাজ মধ্য হইতে উন্মূলিত হয়। এই রূপ ঘটনার প্রকৃত তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে গেলে ইহা স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে উহা বাস্তবিক ধর্ম্ম-মূলক সত্য সকল হইতে উত্থিত হইয়াছে, আমাদের সকলেরই মনে একটি মঙ্গলের আদর্শ আছে, সেই আদর্শ যদিও জ্ঞান দ্বারা আমাদের মনে ক্রমে উন্নত ও সুন্দর রূপ ধারণ করে কিন্তু তথাচ সেই মঙ্গলের আদর্শই প্রমার্জ্জিত হইয়া পরিস্ফুট অক্ষর ধারণ করে মাত্র। ঐ মঙ্গলের আদর্শই বাস্তবিক আমাদের সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্বের মূল পত্তন ভূমি। অতএব যখন ঐ পত্তন-ভূমির বিস্তৃতি হয় তখন অবশ্যই ধর্ম্ম-মূলক সত্য সকলেরও বিস্তৃতি ও উন্নতি হয় বলিতে হইবে। এই স্থানে লেকি নামক গ্রন্থকার তাঁহার জ্ঞান-ভাবের উত্থাপন ও অধিকার বিষয়ক পুস্তকে যে রূপ বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম [1]।

এই নিমিত্ত আমরা জ্ঞান-মূলক সত্য সকলকেও অনাদর করিতে প্রবৃত্ত নহি, জ্ঞান-মূলক সত্য সকল দ্বারা মনুষ্য জাতির অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে। জ্ঞান-মূলক সত্য সকল ধর্ম্মের পথকে পরিষ্কৃত করিতেছে, মনুষ্যের অবস্থাকে উন্নত করিতেছে, জ্ঞান ও ধর্ম্ম-মূলক সত্য সকল উভয়ই মনুষ্য জাতির পরম হিত সাধনে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, উভয়ই আমাদিগের পক্ষে অতি শ্রদ্ধেয়, আমরা যেমন ইহা স্বীকার করিতে পারি না যে ধর্ম্ম-মূলক সত্য সকল নিশ্চেষ্ট, ইহা দ্বারা মনুষ্য জাতির কোন উন্নতিই সাধিত হয় নাই, সেই রূপ ইহাও স্বীকার করিতে পারিনা যে জ্ঞান-মূলক সত্য সকল অনাবশ্যক। বাস্তবিক ইহার মধ্যে কাহারো প্রতি বীতস্পৃহ হওয়া মনুষ্যের উচিত নহে। জ্ঞান-মূলক সত্য দ্বারা ধর্ম্ম-মূলক সত্যের ধর্ম্ম মূলক নিয়মেরও অনেক উপকার

[1] "I have examined several important intellectual agencies which have effected intellectual changes, but I have as yet altogether omitted the laws of moral development. In endeavouring to supply this omission, we are at first met by a school, which admits, indeed, that the true essence of all religion is moral, but at the same time, denies that there can be in this respect any principle of progress. Nothing it is said is so immutable as morals. The difference between right and wrong was always known and on this subject our conceptions can never be enlarged. But if in the term used moral be included not simply, the broad difference between acts, which are positively vir'uous, and those which are positively vicious, but also the prevailing ideal or standard of excellence it is quite certain that morals exhibit as constant a progress as intellect, and it is proba le that this progress has exercised as important an influence upon Society * * * * * * *. Thus, the pursuit of virtue for it's own sake is undoubtedly a higher excellence than the pursuit of virtue for the sake of attaining reward or avoiding punishment; yet the notion of disinterested virtue belongs almost exclusively to the higher ranks, of the most civilized ages, and exactly in proportion as we descend the intellectual scale it is necessary to elaborate, the system of reward or punishment.

সাধিত হইয়াছে, পৃথিবীর পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু সেই সকল দৃষ্টান্ত এখানে সংকলন না করিয়া কেবল একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল।

জৈনমত।

জৈনেরা কালকে দুই ভাগে বিভক্ত করে। তন্মধ্যে প্রথমটির নাম উৎসর্পিণী দ্বিতীয়টির নাম অবসর্পিণী। এক একটি কাল লক্ষ কোটি বৎসর ব্যাপিয়া থাকে। এই উৎসর্পিণী ছয় ভাগে বিভক্ত—সুখ, সুখসুখ, সুখদুঃখ, দুঃখসুখ, দুঃখ ও অতি দুঃখ। দ্বিতীয় কাল অবসর্পিণীও আবার ছয় ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে—অতি দুঃখ, সুখদুঃখ, দুঃখসুখ, দুঃখদুঃখ, ও সুখসুখ। মনুষ্যেরা যে সমস্ত স্থানে আছে তথায় যেমন চন্দ্রের এক বার হ্রাস ও এক বার বৃদ্ধি দেখা যায়, যেমন কৃষ্ণ ও শুক্ল এই দুইটি পক্ষ পর্য্যায় ক্রমে গমনাগমন করে, সেই রূপ এই দুইটি কাল বারংবার গতায়াত করিতেছে। মনুষ্যেরা যে সমস্ত স্থানে বাস করে তৎসমুদায়ের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ এক শত সপ্ততি। তন্মধ্যে দশটি স্থান পাঁচ জন ভরত ও পাঁচটি ঐরাবতের নামে বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ত্রিলোকশতক গ্রন্থে এই সমস্ত স্থানের বিস্তীর্ণ বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রথম, সুখকাল চার শত কোটি বৎসর থাকে। এই সময়ে মনুষ্যেরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দশটি কল্প বৃক্ষের ফল ভোগ করিয়া থাকে। এই দশটি বৃক্ষের নাম ভোজনাঙ্গ, বস্ত্রাঙ্গ, ভূষণাঙ্গ, মাল্যাঙ্গ, গৃহাঙ্গ, রক্ষণাঙ্গ, তূর্য্যাঙ্গ ও ভাজনাঙ্গ ইত্যাদি। মনুষ্যেরা এই সমস্ত কল্প বৃক্ষ দ্বারা পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। অত্যাচার নাই; সুতরাং তৎকালে রাজারও আবশ্যকতা ছিল না। মনুষ্যেরা সকলেই সুখী ও সন্তুষ্ট থাকিত। তাৎকালিক মনুষ্যদিগের নাম উত্তম-ভূমি-প্রবর্ত্তক ছিল।

দ্বিতীয় সুখ সুখ কাল তিন শত কোটি বৎসর থাকে। সুখ কালে যে রূপ কল্প-বৃক্ষের দান প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যাইত এ সময়ে তদপেক্ষা কিছু ন্যূন। এবং এ সময়ে মনুষ্যের বল বীর্য্য ও দীর্ঘজীবিতা তাদৃশ ছিল না। ইহাঁদিগের নাম মধ্যম-ভূমি-প্রবর্ত্তক ছিল।

তৃতীয় সুখদুঃখ কাল। এই কাল দুই শত কোটি বৎসর থাকে। এই সময়ে কল্প বৃক্ষ যৎসামান্য রূপ ফল প্রসব করিত। মনুষ্যেরা অল্পায়ু ও দুর্ব্বল ছিল এবং তাহাদিগের সুখ ও সন্তোষ অল্প পরিমাণেই লাভ হইত। এই সময়ে মনুষ্যদিগের নাম জঘন্য-ভোগ-প্রবর্ত্তক ছিল। এই তিন কালের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে চতুর্দ্দশ মনু উৎপন্ন হন। ইহাঁদিগের নাম প্রতিশ্রুতি, সম্মতি, ক্ষেমঙ্কর, ক্ষেমন্ধর, শ্রীমানকর, শ্রীমানধর, বিমলবাহন, চক্ষুষ্মান, যশস্বী, অভিচন্দ্র, চান্দ্রব, মরুদেব, প্রসন্নজিৎ, ও নাভিরাজ। এই শেষ মনু নাভিরাজ মরুদেবীকে বিবাহ করিয়া বৃষভ-নাথ তীর্থঙ্কর নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন।

চতুর্থ দুঃখসুখ কাল। এই সময় অতি অল্প পরিমিত বৎসরই থাকে। কল্প বৃক্ষ এই কালে আর কিছুই প্রদান করে না। এই দুঃখ সুখ সময়ে কল্প বৃক্ষের তিরোভাব নিবন্ধন বোধ হইয়াছিল যেন মনুষ্যজাতি এক কালে উৎসন্ন হইয়া গেল। এই সময়ে চতুর্দ্দশ মনু অযোধ্যাধিপতি

নাভিরাজের বৃষভ নাথ তীর্থঙ্কর নামে পুত্র ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর মনুষ্যেরা ইতস্তত বিচেষ্টমান হইতে ছিল, এই বৃষভনাথ তাহাদিগের দুঃখ মোচন করেন। তিনি স্বয়ং উপদেশ দ্বারা তাহাদিগের সদসৎ জ্ঞান সম্ভব ও অসম্ভব জ্ঞান এবং পৃথিবী ও স্বর্গে সুখী হইবার উপায় জ্ঞান প্রদান করিয়া ছিলেন এবং তিনিই মনুষ্য জাতির ধর্ম্ম কার্য্য সমুদায়ের নিয়ম-বন্ধ করিয়া তাহাদিগের জীবন যাপ-নের সুবিধা সম্পাদনের নিমিত্ত অসি, মশী ও কৃষি এই তিনটি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া-ছিলেন। এই রূপ সমস্ত বিষয় সুপ্রণালীবদ্ধ করাতে বৃষভ নাথ সকল মনুষ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আধিপত্য লাভ করি-বার পর তিনি প্রথমানুযোগ, কর্ম্মানুযোগ, চরণানুযোগ ও দ্রব্যানুযোগ এই কএক খানি গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। বৃষভনাথ তীর্থঙ্কর এই প্রকারে জৈনদিগের মধ্যে গ্রন্থ প্রণয়ন ও উপদেশ দ্বারা ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণকে এই গ্রন্থের অভিমত কার্য্যা-নুষ্ঠানের ভারার্পণ করেন। এই সকল গ্রন্থের ভাষা সাধারণের বোধগম্য হইত না এই কারণে ব্রাহ্মণেরা তাহার ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণের বোধ-সুলভ করিয়া দিতেন এবং অনেকানেক ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদও প্রচলিত করেন। এই সকল গ্রন্থ ভিন্ন বৃষভনাথ লোকের উপকারার্থ অনেক বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

যখন এই রূপে বৃষভনাথ তীর্থঙ্কর লো-কের উপকার সাধনে দীক্ষিত হইলেন, যখন নানা প্রকারে লোকের প্রকৃত উপকার হইতে লাগিল, তখন সাধারণে তাঁহাকে ঈশ্বরের অনুরূপ বলিয়া স্থির করিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভক্তেরা জৈনেশ্বর নামে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া উহার প্রতি যথোচিত ভক্তি প্রদর্শন করিত।

বৃষভনাথ তীর্থঙ্কর দুইটি স্ত্রী রাখিয়া লোকান্তরিত হন। ঐ দুইটি স্ত্রীর মধ্যে প্রথমার নাম আশাস্বতী দ্বিতীয়ার নাম সুনন্দা দেবী। আশাস্বতীর গর্ভে ভরত চক্রবর্ত্তী নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন, এবং সুনন্দার গর্ভে গোমতেশ্বর স্বামী উৎ-পন্ন হন। এই দুই ভ্রাতার মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভরত চক্রবর্ত্তী এই পৃথিবীর ছয় ভাগ শাসন করেন এবং তাঁহার নামেই ঐ ছয় ভাগ ভারত ক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হয়। তদবধি অদ্যাপি উহার ঐ নামই চলিয়া আসিতেছে। অযোধ্যা এই ভরত চক্রবর্ত্তীর রাজধানী ছিল। তিনি বহু দিবস এই রাজ্য ভার স্বহস্তে বহন করিয়া পরিশেষে আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমুদেশ্বর স্বামীকে অর্পণ করেন। তৎপরে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধ্যান যোগে মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন।

গোমতেশ্বর স্বামী ভ্রাতৃদত্ত রাজ্য কিছু কাল পালন করিয়াছিলেন। পদ্মনাভ পুর তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার রাজ্যকালে প্রজারা পরম সুখে কালাতিপাত করিয়া-ছিল। তিনি নানা প্রকারে প্রজাদিগের উন্নতি চেষ্টা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রজারা তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিত। জৈনেরা ভূত ভবিষৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কাল মধ্যে প্রত্যেক কালে চব্বিশ জন তীর্থ-ঙ্করের আবির্ভাব স্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু ইহারা বর্ত্তমান অপেক্ষা অতীত কালের তীর্থঙ্করদিগকে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। পূর্ব্বতন তীর্থঙ্করেরা ভবিষ্যদ্বাদী ছিলেন। তাঁহারা সাধারণের গোচরার্থ ভাবী তীর্থঙ্করদিগের নামোল্লেখ করিয়া যান।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক।

অনুষ্ঠান-পদ্ধতি	॥০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে) ..	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম খণ্ড (টীকা ও বাঙ্গলা তাৎপর্য্য সহিত)	॥০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) ..	।০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
ঐ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	৵০
ঐ ঐ তাৎপর্য্য সহিত ..	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ	॥০
ঐ ঐ দ্বিতীয় প্রকরণ	॥০
মাঘোৎসব	১
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৵০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ...	॥০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা	॥০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা. ..	।৵০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	⁄০
ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ ১।২।৩।৪।৫। সংখ্যা একত্র বাঁধান ..	।০
তত্ত্ববিদ্যা তিন খণ্ড একত্র বাঁধান ..	১॥০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা—প্রথম ভাগ ..	১
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	১
আত্মোৎকর্ষ বিধান .. .	১।৵০
তত্ত্বপ্রকাশ	৶০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৶০
ব্রহ্মোপাসনা	⁄০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	⁄০
ব্রহ্ম-স্তোত্র	⁄১০
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	)০
ধর্ম্ম-শিক্ষা	৵০
পৌত্তলিক প্রবোধ	।০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষদ দেবনাগর অক্ষরে	৵০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	৵০
ত্রিসন্ধ্যাস্তোত্র	৵০
ধর্ম্ম চর্চ্চা	।০
প্রবচন সংগ্রহ	⁄১০
প্রার্থনা এবং সঙ্গীত	⁄০
ব্রহ্ম সঙ্গীত	।০
সংগীত মুক্তাবলী	।০
সুভাব সঙ্গীত	।০
প্রশ্ন মঞ্জরী	॥০
উদ্বোধনাঞ্জলি	⁄০
গৃহ কর্ম্ম	৶০
স্তোত্রমালা	।০
ধর্ম্ম দীক্ষা	⁄০
ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা ১৭৮৭ শকের একত্র বাঁধান	৸০
ঐ ঐ ১৭৮৬। ৮৭ শকের	১॥০
ঐ ঐ ১৭৮৮ শকের ..	৸০
দীপ্ত-শিরার অভিষেক	(১০
ব্রহ্মসাধন	⁄১০
ব্রাহ্মব্যবহার	⁄০
দুর্গোৎসব	⁄০
বর্ণমালা—প্রথম সংখ্যা	(১০
ঐ দ্বিতীয় সংখ্যা	⁄০
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা—১৭.৯। ৭১। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮২। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। শকের একত্রবাঁধান প্রতি শকের প্রতি খণ্ডের মূল্য	৫ টাকা

	Rs.	As.
Defence of Brahmoism and the Brahmo Soaj		4
Selections from Vaidanta		2
Hindoo Theism.		1
Theists Prayer Book		1
Signs of the Times		1
Vaidantic Doctrines Vindicated ..		2
Doctrine of Christian Ressurrection		2
Lectures on Patholgy of Fever....................	1	4

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। তত্রিন বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৫। কলিগতাব্দ ৪৯৬৯। ২৭ অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তম কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

পৌষ ১৭৯০ শক।

৩০৫ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৩৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

ঊনচত্বারিংশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ শনিবার ঊনচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত বুধবার ভিন্ন প্রতিদিবস ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের পাঠ ও ব্যাখ্যা হইবে।

১১ মাঘ শনিবার প্রাতঃকালে ৮ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা ১৭৯০ শক। } শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদক।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য পঞ্চদশানুবাকে দ্বিতীয়ং সূক্তং।

কুৎস ঋষিঃ ত্রিষ্টুপছন্দঃ অগ্নির্দেবতা।

১১১৬

৬। উভে ভদ্রে জোষয়েতে ন মেনে গাবো ন বাশ্রা উপতস্থুরেবৈঃ। স দক্ষাণাং দক্ষপতি র্বভূবাঞ্জন্তি যং দক্ষিণতো হবির্ভিঃ।

৬। 'উভে' অহশ্চ রাত্রিশ্চ যদ্বা উভে দ্যাবা পৃথিব্যৌ অরণী বা 'ভদ্রে' ভজনীয়ে শোভনাঙ্গ্যৌ 'মেনে' স্ত্রিয়ৌ 'জোষয়েতে ন' সেবেতে ইব। যথা শোভনে স্ত্রিয়ৌ চামরহস্তে রাজানমুভয়তঃ সেবেতে এবং দ্যাবাপৃথিব্যাবেনমগ্নিমুভয়তঃ সেবেতে ইত্যর্থঃ। অপিচ 'বাশ্রা' হম্ভা রবং কুর্ব্বত্যঃ 'গাবঃ' 'ন' গাবো যথা 'এবৈঃ' স্বকীয়ৈশ্চরিতৈঃ

আদরাতিশযেন স্বকীযান্ বৎসান্ 'উপতস্থুঃ' সংগচ্ছন্তে তথা ইমমগ্নিং দ্যাবাপৃথিব্যাবুপস্থিতে ভবতঃ। পূর্ব্বং সেবন মাত্রমুক্তং ইদানীং পুনর্গোনিদর্শনেন তত্রৈবাদরাতিশযো দ্যোত্যতে। অতঃ 'সঃ' অগ্নিঃ 'দক্ষাণাং' সর্ব্বেষাং বলানাং দক্ষপতিঃ 'বলাধিপতিঃ' বভূব ইত্যর্থঃ 'যং' অগ্নিং 'দক্ষিণতঃ' আহবনীযস্য দক্ষিণভাগেঽবস্থিতাঃ ঋত্বিজঃ 'হবির্ভিঃ' চরুপুরোডাশাদিভিঃ 'অঞ্জন্তি' আর্দ্রীকুর্ব্বন্তি তর্পযন্তি সোঽগ্নিরিতি পূর্ব্বেণান্বযঃ।

৬। দিবা রাত্রি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারীর ন্যায় এই অগ্নিকে সেবা করিযা থাকে এবং ধেনুগণ যেমন হম্মারব করিয়া আদর সহকারে বৎসের সহিত সমাগত হয় সেই রূপ দিবা রাত্রি এই অগ্নির সহিত সমাগত হইয়া থাকে। এই অগ্নি সকল বলের অধিপতি। ঋত্বিকেরা দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত হইয়া হবি দ্বারা এই অগ্নির তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকেন।

১১১৭

৭। উদ্যংযমীতি সবিতেব বাহূ উভে সিচৌ যততে ভীম ঋঞ্জন্। উচ্ছুক্রমৎকমজতে সিমস্মান্নবা মাতৃভ্যো বসনা জহাতি।

৭। 'সবিতেব' সর্ব্বস্য প্রেরক আদিত্যঃ যথা 'বাহূ' বাহুস্থানীযান্ রশ্মীন উদ্গামযতি তথাঽযং ঔষসঃ অগ্নিঃ স্বকীযানি তেজাংসি 'উদ্যংযমীতি' ভৃশং উদ্যতানি ঊর্দ্ধাভিমুখানি করোতি। তদনন্তরং 'ভীমঃ' সর্ব্বেষাং ভযঙ্করঃ অগ্নিঃ 'উভে সিচৌ' উভে দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'ঋংজন্' প্রসাধযন স্বতেজসালংকুর্ব্বন্ 'যততে' স্বব্যাপারে প্রযততে। তদনন্তরং 'সিমস্মাৎ' সর্ব্বস্মাৎ ভূতজাতাৎ 'শুক্রং' দীপ্তং 'অৎকং' সারভূতং রসং 'উদজতে' ঊর্দ্ধং রশ্মিভিঃ আদত্তে। অপিচ 'মাতৃভ্যঃ' স্বমাতৃস্থানীযেভ্যঃ বৃষ্ট্যুদকেভ্যঃ সকাশাৎ 'নবা' নবানি প্রত্যগ্রাণি 'বসনা' সর্ব্বস্য জগতঃ আচ্ছাদকানি তেজাংসি 'জহাতি' উদ্গামযতি।

৭। আদিত্য যেমন রশ্মিজাল ঊর্দ্ধগত করিয়া থাকেন, সেই রূপ অগ্নি স্বীয় তেজ সকল ঊর্দ্ধগামী করেন। এই সর্ব্বভূত-ভয়াবহ অগ্নি ভূলোক ও দ্যুলোক অলঙ্কৃত করিয়া স্বকার্য্যে যত্নশীল হইয়া থাকেন। ইনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সমূহ হইতে দীপ্ত রস গ্রহণ করেন এবং মাতৃস্থানীয় বৃষ্টি জল হইতে সকলের আবরক নূতন তেজ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

১১১৮

৮। ত্বেষং রূপং কৃণুত উত্তরং যৎসংপৃঞ্চানঃ সদনে গোভিরদ্ভিঃ। কবির্বুধ্নং পরি মর্মৃজ্যতে ধীঃ সা দেবতাতা সমিতির্বভূব।

৮। 'সদনে' অন্তরিক্ষে 'গোভিঃ' গন্ত্রীভিঃ অদ্ভিঃ মেঘস্থাভিঃ সহ 'সংপৃঞ্চানঃ' বৈদ্যুতরূপেণ সংযুক্তঃ সন্ 'ত্বেষং' দীপ্তং সর্ব্বৈঃ দ্রষ্টুমশক্যং 'উত্তরং' উৎকৃষ্টতরং 'রূপং' বৈদ্যুতং প্রকাশং 'যৎ' যদা 'কৃণুতে' করোতি। তদানীং 'কবিঃ' ক্রান্তদর্শী 'ধীঃ' সর্ব্বেষাং ধারকঃ সোঽগ্নিঃ 'বুধ্নং' সর্ব্বস্য উদকস্য মূলং মূলভূতং অন্তরিক্ষং 'পরিমর্মৃজ্যতে' পরিতঃ মার্ষ্টি স্বতেজসাচ্ছাদযতি তস্য অগ্নেঃ 'সা দেবতাতা' দেবেন দেবনশীলেন অগ্নিনা ততা বিস্তারিতা দীপ্তিঃ অস্মাভিঃ স্তুতা সতী 'সমিতিঃ বভূব' তেজসাং সংহতির্ভবতি।

৮। যখন অগ্নি অন্তরিক্ষে জলের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া প্রদীপ্ত উৎকৃষ্টতর রূপ প্রকাশ করেন, তখন সেই কবি সকলের ধারক অগ্নি জলের মূলভূত অন্তরিক্ষকে আপনার তেজে আচ্ছাদিত করিয়া থাকেন। সেই অগ্নির সেই বিস্তারিত দীপ্তি আমাদিগের স্তোত্র দ্বারা রাশীভূত হয়।

১১১৯

৯। উরু তে জ্রযঃ পর্য্যেতি বুধ্নং বিরোচমানং মহিষস্য ধাম। বিশ্বেভিরগ্নে স্বযশোভিরিদ্ধোঽদব্ধেভিঃ পাযুভিঃ পাহ্যস্মান্।

৯। 'মহিষস্য' মহতঃ 'তে' তব 'জ্রযঃ' রাক্ষসাদীনাং অভিভাবুকং 'বিরোচমানং' বিশেষেণ দীপ্যমানং 'উরু' বিস্তীর্ণং 'ধাম' তেজঃ 'বুধ্নং' অপাং মূলভূতং অন্তরিক্ষং 'পর্য্যেতি' পরিতঃ ব্যাপ্নোতি। হে 'অগ্নে' 'ইদ্ধঃ' অস্মাভিঃ প্রজ্বলিতঃ সন 'বিশ্বেভিঃ' সর্ব্বৈঃ স্বযশোভিঃ স্বকীযৈঃ আত্মীযৈঃ তেজোভিঃ 'অস্মান' পাতি' রক্ষ। কীদৃশৈঃ 'অদব্ধেভিঃ' রাক্ষসাদিভিঃ অহিংসিতৈঃ 'পাযুভিঃ' পালনশক্তৈঃ।

৯। হে অগ্নি! তুমি অতি মহান্, তোমার অভিভবনশীল তেজ অন্তরিক্ষে ব্যাপ্ত হইতেছে। তুমি আমাদিগের দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া আপনার সমস্ত তেজ দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। তোমার ঐ তেজ অন্যে নষ্ট করিতে পারে না এবং উহা সকলকে পালন করিতে পারে।

১১২০

১০। ধন্বন্নৎস্রোতঃ কৃণুতে গাতুমূর্মিং শুক্রৈরূর্মিভিরভিনক্ষতি ক্ষাং। বিশ্বা সনানি জঠরেষু ধত্তেঽন্তর্নবাসু চরতি প্রসূষু।

১০ 'ধন্বন্' নভসি 'গাতুং' গমনশীলং 'ঊর্মিং' উদকসঙ্ঘং অযং অগ্নিঃ 'স্রোতঃ' কৃণুতে' স্রোতসা প্রবাহরূপেণ যুক্তং করোতি। 'শুক্রৈঃ' নির্ম্মলৈঃ 'ঊর্ম্মিভিঃ' জলসঙ্ঘৈঃ 'ক্ষাং' ভূমিং 'অভিনক্ষতি' অভিব্যাপ্নোতি। স্বতেজোভিঃ অন্তরিক্ষে জলসঙ্ঘমুৎপাদ্য তেন সর্ব্বাং ভূমি মভিবর্ষতি ইত্যর্থঃ। পশ্চাৎ 'বিশ্বা' সর্ব্বাণি 'সনানি' অন্ননামৈতৎ সর্ব্বাণি অন্নানি 'জঠরেষু' 'ধত্তে' অবস্থাপযতি। তদর্থং 'নবাসু' বৃষ্ট্যনন্তরমুৎপন্নাসু 'প্রসূষু' সর্ব্বেষাং অন্নানাং প্রসবিত্রীষু ওষধীষু পাকার্থং 'অন্তঃ চরতি' মধ্যে বর্ত্ততে।

১০। আকাশে গমনশীল জলসমূহকে এই অগ্নি প্রবাহরূপে যুক্ত করিয়া থাকেন। ইনি নির্ম্মল জল সমূহ দ্বারা ভূমিকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকেন। তৎপরে সমস্ত অন্নকে জঠর মধ্যে অবস্থাপিত করেন এবং নূতন ওষধির মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন।

১১২১

১১। এবা নো অগ্নে সমিধা বৃধানো রেবৎপাবক শ্রবসে বিভাহি। তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ। ১। ৭। ২।

১১। হে 'পাবক' শোধক অগ্নে 'সমিধা' অস্মাভির্দ্দত্তেন সমিদাদি দ্রব্যেন 'এবা' এবং উক্ত প্রকারেণ 'বৃধানঃ' বর্দ্ধমানঃ সন্ 'রেবৎ' রযিমতে ধনযুক্তায 'নঃ' অস্মাকং 'শ্রবসে' অন্নায 'বিভাহি' বিশেষেণ দীপ্যস্ব অস্মাকং তাদৃশং অন্নং প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ। 'নঃ' অস্মাকং 'তৎ' অন্নং মিত্রাদযঃ 'মামহন্তাং' পূজযন্তাং রক্ষন্ত্বিত্যর্থঃ। উতশব্দঃ সমুচ্চযে। 'পৃথিবী চ দ্যৌশ্চ' ইত্যর্থঃ। ১। ৭। ২।

১১। হে পাবক! তুমি আমাদিগের প্রদত্ত সমিধাদি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া আমাদিগের ধন ও অন্নের নিমিত্ত দীপ্ত হও। মিত্র বরুণ অদিতি সিন্ধু পৃথিবী ও স্বর্গ আমাদিগের সেই অন্ন রক্ষা করুন। ১।৭।২।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১৭৯০ শক ৩ পৌষ বুধবার।

ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের কএকটি সম্বন্ধ আছে। প্রথম সম্বন্ধটি এই—তিনি আমাদিগের স্রষ্টা ও পাতা, আমরা তাঁহার সৃষ্ট ও আশ্রিত। আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে এই জগতে ছিলাম না এবং এই দৃশ্যমান জগতও আমাদিগের আরও পূর্ব্বে ছিল না। এই সৃষ্টি শক্তি ঈশ্বরেতে অব্যক্তভাবে বিদ্যমান ছিল। পরে তিনি এই জগৎ ও আমাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। তিনি যে কেবল আমাদিগের এই জড় পিণ্ড দেহ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা নহে; ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের আত্মা ও আত্মার বৃত্তি সকলও সৃষ্টি করিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত বলিলেই যে বাক্যের পরিসমাপ্তি হইল তাহাও নহে, প্রত্যুত চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত বস্তু দ্বারা আমরা নিরন্তর পরিবেষ্টিত আছি, আমাদিগের শারীরিক মানসিক ও সামাজিক যে সকল অবস্থান্তর উপস্থিত হইতেছে তৎ সমুদায়ই তাঁহা দ্বারা সৃষ্ট বিধৃত ও তাঁহারই মঙ্গল ভাবে চালিত হইয়া আমাদিগের নানা প্রকার শুভ সাধন করিতেছে।

ঈশ্বর আপনার পূর্ণভাবে আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়াছেন। তাঁহার সেই পূর্ণতা আমাদিগের মনের অগম্য ও অনুভব শক্তির অতীত। তাঁহাতে পূর্ণ শক্তি পূর্ণ জ্ঞান

পূর্ণ দয়া ও পূর্ণ প্রীতি বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি যে স্বয়ং এই সমস্ত পূর্ণতার আধার হইয়া আপনার আনন্দে আপনি বিরাজ করিতেছেন, তাহা নহে, যেমন সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত হইলে তাহা নানা প্রকার পথে প্রবাহিত হয়, সেই রূপ তাঁহার সেই পূর্ণ শক্তি জ্ঞান দয়া ও প্রীতি বিবিধ প্রকারে আমাদিগের সুখের আয়োজন করিবার নিমিত্ত অজস্র ধারে নিঃসৃত হইতেছে। বাহ্য জগতে যেমন সূর্য্যের কিরণ প্রতিফলিত হইয়া সমস্ত বস্তু আমাদিগের নিকট অভিব্যক্ত করিতেছে, সেই রূপ তাঁহারই মঙ্গল ভাব প্রতিফলিত হইয়া মঙ্গলময় বিষয় সকল উদ্ভাবিত করিয়া দিতেছে। ঈশ্বরের সহিত আমাদিগের যে এই সম্বন্ধ ইহা অনুধাবন করিলে তাঁহার প্রতি কি পবিত্র প্রীতির উদয় হয়। কি গূঢ় গভীর নির্ভরের ভাবই উপস্থিত হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধের নাম পিতৃত্ব সম্বন্ধ।

দ্বিতীয় সম্বন্ধ এই—ঈশ্বরের শক্তি ও জ্ঞান তাঁহার পূর্ণ করুণার অনুগত হইয়া আমাদিগের নানাবিধ মঙ্গল ও সুখ বিতরণ করিতেছে। এই বিষয়ে আমরা এক এক বার মনে করি যেন, তাঁহার জ্ঞান ও শক্তি কেবল আমাদিগের জাতিরই জন্য; আবার প্রত্যেক ব্যক্তি এই রূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন যে জগতের মধ্যে আমিই এক মাত্র ব্যক্তি কেবল আমারই জন্য ঈশ্বর মঙ্গল-প্রস্রবণ স্বরূপ হইয়া আমার অভাব কাল অনুসন্ধান করিতেছেন। যাঁহারা আপনার মস্তকে ঈশ্বরের হস্ত বিন্যস্ত দেখিতে পান, এই রূপ চিন্তা যে তাঁহাদিগের মনোমধ্যে উদিত হইবে ইহা নিতান্ত অদ্ভুত নহে। তাঁহারা সমাধিবলে কেবল আপনাকে ও ঈশ্বরকে দেখিতে পান। যাহাই হউক, ঈশ্বর যে প্রতি নিমেষে আমাদিগের প্রত্যেকের প্রতি করুণা-বিন্দু বর্ষণ করিতেছেন ইহাতে তাঁহার কিছু মাত্র বাধ্যতা নাই। তিনি যেমন স্বাধীন ভাবে আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই স্বাধীন ভাবে আমাদিগের মঙ্গলও উদ্ভাবন করিতেছেন। এই দুই বিষয়ে কেহ তাঁহাকে বাধ্য ও অনুরুদ্ধ করে নাই; তথাচ কি আশ্চর্য্য, তাঁহার করুণার পার নাই দয়ার আর বিরাম নাই। কার্য্যকারিত্ব ও ঔদাসীন্য তাঁহারই আয়ত্ত; তথাচ কি বিচিত্র, যে তিনি এক পলও আমাদিগকে বিস্মৃত নহেন। নির্জ্জনে এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিলে তাঁহার প্রতি কি পর্য্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা জন্মে। ঈশ্বরের সহিত আমাদিগের যে এই সম্বন্ধ ইহার নাম পাতৃত্ব সম্বন্ধ।

এই দুই সম্বন্ধ নিবন্ধন আমাদিগের উপর ঈশ্বরের যত দূর স্বত্ব থাকিতে পারে তাহা আছে। আমরা কেবল "তাঁহারই" এই বলিলে তাঁহাতে স্বত্বের ভাব যে পর্য্যন্ত বুঝায় তাহা তাঁহাতে রহিয়াছে। আমরা কেবল যে আমাদিগের নহি ইহা নহে প্রত্যুত যে সমস্ত বস্তু আপাতত আমাদিগের বলিয়া বোধ হইতেছে তাহাও আমাদিগের নহে। আমরা অবশ্যই স্বাধীন কিন্তু সে স্বাধীনতা কি না তাঁহার অধীনতা, সুতরাং আমাদিগের স্বাধীনতা আমাদিগের আয়ত্ত নহে। ঈশ্বর চাহেন তাঁহার যাহা ইচ্ছা আমরা তাহার অবিকল অনুবাদ করি। আমাদিগের বৃত্তি সকলও আমাদিগের স্বাধীন নহে: তিনি চাহেন যে আমরা তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে স্ব স্ব বৃত্তি পরিচালনা করি। এইটি যে কেবল তাঁহার ইচ্ছা মাত্র তাহা নহে, কার্য্যতও তিনি ইহাই করিতেছেন। তিনি আমাদিগের ইচ্ছায় নিরপেক্ষ থাকিয়া কি ভূলোক কি দ্যুলোক যে খানে যত জীব আছে, সকলেরই নিকট আপনারই ইচ্ছা প্রবল রাখিয়াছেন। সর্ব্বত্র তাঁহারই ইচ্ছা অপ্রতিহত-প্রভাবে সিদ্ধ হইতেছে। তিনি স্বেচ্ছানুরূপ আমাদিগের নিকট কার্য্য লইতেছেন, সকল কার্য্য তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতেছেন, আবশ্যকমত দণ্ড ও পুরস্কার দিতেছেন, কিন্তু তাঁহার কার্য্যে বাক্যস্ফূর্ত্তি করিবার আমাদিগের কোন অধিকার নাই। তিনি সকলের রাজাধিরাজ মহারাজ, তিনি আপনার ভাবেই আপনি কার্য্য করিতেছেন; আর আমরা তাঁহার প্রজা, আমরা তাঁহার আদেশের মুখাপেক্ষা করিয়া তাঁহার নিকট কেবল বশ্য ভাবই প্রদর্শন করিতেছি ও করিব। হে ঈশ্বরের নিরীহ ভৃত্য! ঈশ্বরের সহিত এই সম্বন্ধ কি পবিত্র, নির্জ্জনে এক বার চিন্তা করিয়া দেখ দেখি মনোমধ্যে কি আনন্দ হইবে!

আমাদিগের উপর ঈশ্বরের এই স্বত্ব ও ঈশ্বরের নিকট আমাদিগের এই বশ্যতা ইহা হইতে দুইটি কর্ত্তব্যের ভাব আসিতেছে; একটি ঈশ্বরের প্রতি আর একটি মনুষ্যের প্রতি। যদি মনুষ্য স্রষ্টাশূন্য হইয়া থাকিত তথাচ মনুষ্য বলিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি কতকগুলি কর্ত্তব্য-পাশে বদ্ধ হইয়া থাকিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের জ্ঞান এই যে প্রত্যেক মনুষ্য ঈশ্বরেরই; সুতরাং যখন ঈশ্বরের জীব বলিয়া আমরা স্বজাতীয়ের প্রতি কোন রূপ কর্ত্তব্য সাধন করি তখন এক কালে ঐ দুই প্রকার কর্ত্তব্যেরই অনুষ্ঠান করা হইতেছে। যখন আমরা কেবল তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে কার্য্য করি তখন মনুষ্যকে পরিহার করিতে পারি না; কারণ এই পৃথিবীই আমাদিগের কর্ম্মক্ষেত্র। আবার যখন আমরা মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হই তখনও ব্যতিরেকত তাঁহারই কার্য্য করিয়া থাকি; কারণ মনুষ্য তাঁহারই সৃষ্ট ও আশ্রিত জীব। ঈশ্বর ও মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্য এমনি জড়িত হইয়া রহিয়াছে যে যেন উভয়ই এক। যাঁহারা এই দুইটি কর্ত্তব্যকে স্বতন্ত্র ভাবে দেখেন তাঁহাদিগের কর্ম্ম অতি নীরস।

জগদীশ্বর! যখন তোমাকে হৃদয়ে রাখিয়া সংসারে থাকি তখন ইহা কেমন মধুময় হয়, কিন্তু যখন তোমাকে ত্যাগ করি তখন এই সংসারের ঘটনা সকল বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ হইয়া উঠে। হা! তাহারা কি কৃপাপাত্র, যাহারা এই দাবানলে দগ্ধ হইয়া বিন্দু মাত্র বারি প্রাপ্ত হইতেছে না। তাহারা কি দীন, যাহারা অধোদৃষ্টিতেই কালাতিপাত করিতেছে, ভ্রমেও ঊর্দ্ধে দৃষ্টি পাত করিতে চায় না। হা নাথ! ভ্রান্ত বুদ্ধিতেও যদি তোমার কার্য্য করি সে ভাল, তথাচ তোমাকে যেন পরিত্যাগ করিতে না হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

১ আষাঢ় রবিবার ১৭৯০ শক।

"তমসোমা জ্যোতির্গময়।"

"অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও।" ইহা মনুষ্যমাত্রেরই আন্তরিক প্রার্থনা। অন্ধকারের মধ্যে আবদ্ধ থাকা কাহারও ইচ্ছা নহে, কেন না অন্ধকারেই ভয়, আলোকেই মনুষ্য অভয় প্রাপ্ত হয়। শিশুকে অন্ধকারে লইয়া যাও ভয়েতে কম্পিত হইবে, আলোকে আনয়ন কর আহ্লাদে হাস্য করিবে। যত ক্ষণ আমরা রজনীর অন্ধতম তিমিরের মধ্যে অবস্থান করি, তত ক্ষণ ভয়ে ভয়ে প্রাণ ধারণ করি, প্রভাতের সূর্য্য-রশ্মি দেখিলেই নির্ভয় ও নির্ব্বিঘ্ন হই। অন্ধকারই মৃত্যুর রূপ, জ্যোতিই প্রকৃত জীবন। অন্ধকারের মধ্যে নিশ্চেষ্ট নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকা আর মৃত্যুর অধিকৃত হওয়া উভয়ই সমান। আলোকে

আইলেই শরীর ও মনের জড়ভাব অন্তরিত হইয়া প্রকৃত জীবনের সঞ্চার হয়, আমোদ আহ্লাদ, হর্ষ উৎসাহ আবির্ভূত হওত জনসমাজকে আনন্দ-কানন করিয়া তুলে। মনুষ্য যখন অন্ধকারের মধ্যে শয়ান থাকে, তখন তাহার সহিত কাষ্ঠ লোষ্ট্রের, মৃৎপাষাণের আর কোন প্রভেদ থাকে না, কিন্তু তাহার এক বার আলোকের অবস্থা সন্দর্শন কর, সে কেমন উৎসাহ অনুরাগের সহিত, গুরুতর কার্য্যে, গভীর চিন্তায়, পৃথিবীর অতীত বিষয় লাভে প্রবৃত্ত হইয়া অধোলোককে প্রকৃত কর্ম্ম-ভূমি—উৎসব-ক্ষেত্র করিয়া তুলিয়াছে!

আলোকই যথার্থ সৌন্দর্য্য; আলোক না থাকিলে সকলই শ্রীহীন, সৌন্দর্য্য-বিহীন হইয়া পড়ে। প্রভাতের এত মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য কিসে? সূর্য্যালোকই তাহার এক মাত্র কারণ। সমস্ত রজনীর অন্ধকারের পর জ্যোতির সাগর সূর্য্য উদিত হওয়াতে মর্ত্ত্যলোক মধুর ভাবে প্রকাশ পাইতেছে। সূর্য্যালোকে সকলই জীবন-সুখে প্রফুল্ল হইতেছে, জন-সমাজের মধ্যে বিষয়-বাণিজ্যের জ্ঞান-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে। এই জন্যই প্রাতঃকাল সকলেরই পক্ষে এত মনোরম।

চতুর্দ্দিকে দেখ ওষধি বনস্পতি সকলই কেমন শ্রী সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে; পশু পক্ষী সকল কেমন বিচিত্র-বেশে মনের আনন্দে চারি দিকে বিচরণ করিতেছে। পুষ্পের যে মনোহর সৌন্দর্য্য এখন হৃদয় মন আকর্ষণ করিতেছে, ওষধি বনস্পতি সমূহের বারিধৌত শ্যামল শাখা-পল্লব সকল, যাহা এক্ষণে নয়ন-যুগলকে পরিতৃপ্ত করিতেছে, সমুদায় পৃথিবীর এই যে সুস্নিগ্ধ মধুর ভাব, যাহা সকলের হৃদয়ে অজস্রধারে শান্তি-সুধা বর্ষণ করিতেছে, সূর্য্যালোকই এ সমুদায়ের এক মাত্র কারণ। এখনি যদি সূর্য্য অস্তমিত হয়, নিবিড় অন্ধকার উপস্থিত হইয়া পৃথিবীকে গ্রাস করে, এখানকার সকল সৌন্দর্য্যই বিলুপ্ত হয়, সকল সুন্দর বস্তুই আলোক-বিরহে পরিম্লান হইয়া যায়। অধিক কি, আলোকের সঙ্গে আমাদের এমনি নিকট সম্বন্ধ, যে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া থাকিলে আমাদের শরীর মন পর্য্যন্ত জড়ীভূত হইয়া যায়। আলোক সকলেরই স্বাস্থ্য-প্রদ ও জীবন-প্রদ। দিবালোকেই রোগীর রোগযন্ত্রণার উপশম হয়, দূষিত দুর্গন্ধ বায়ু বিশুদ্ধ হয়, আর্দ্র স্থান পরিশুষ্ক হয়, বৃক্ষলতা সকল উন্নত হয়, ফল মূল পুষ্প সমুদায় বর্দ্ধিত পরিণত হইয়া জীব-জন্তুগণকে পোষণ করে। আলোক দ্বারাই জল স্থল অনিল সকলই শোধিত ও সংস্কৃত হয়। আলোকেই আমরা দূর দূরান্তরের অজ্ঞাত অপরিচিত স্থানে অকুতোভয়ে গমন করিতে পারি, দূরস্থ বস্তুও দেখিতে পাই। অন্ধকারে পরিজ্ঞাত গৃহেও বিচরণ করা দুর্ঘট হইয়া উঠে, আপনার শরীর পর্য্যন্তও নয়নগোচর হয় না। দিবালোকে যে স্থানে একাকী গমন করা যায়, অন্ধকারে দশ জন একত্র হইয়া তথায় যাইতে হইলে পদে পদেই বাধা বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা। এই জন্যই অন্ধকার হইতে আলোকে যাইতে মনুষ্য মাত্রেই এত ব্যাকুল হয়।

সূর্য্য যেমন বাহ্য জগতের শোভা ও সৌন্দর্য্যের কারণ, ঈশ্বর তেমনি আমারদিগের হৃদয়-রাজ্যের জ্যোতিঃ ও জীবন। আমরা কিসের জন্য এই পবিত্র প্রাতঃকালে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি? অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে যাইবার জন্য। কি জন্য জ্যোতিঃ-স্বরূপের শরণাপন্ন হইতেছি? আধ্যাত্মিক-ভয়-তাপ বিপত্তি-বিষাদ হইতে অব্যাহতি পাইবারই জন্য—তাঁহার মঙ্গল

জ্যোতিতে আত্মার বল বীর্য্য স্বাস্থ্য সাধনের নিমিত্ত। সূর্য্যোপাসকগণ যেমন আকাশে জড় সূর্য্যের সন্দর্শন না পাইলে জল গ্রহণ করে না, আমরা ব্রহ্মের উপাসক, আমরা এখানে তেমনি সেই সত্য-সূর্য্যের—সেই জ্যোতির জ্যোতির অভ্যুদয় সন্দর্শন না করিয়া কি রূপে সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিব? কেমন করিয়াই বা এখানকার সুখসামগ্রী স্পর্শ করিব, সত্যাসত্য নিরূপণ করিব? সূর্য্য যাঁহার অনন্ত জ্যোতির এক স্ফুলিঙ্গে প্রদীপ্ত হইয়া দিগ্বিদিক উজ্জ্বল করিতেছে, আমরা সেই জ্যোতির সুপ্রকাশ দেখিবার জন্যই এখানে সতৃষ্ণ-হৃদয়ে অবস্থান করিতেছি। তাঁর আলোকে হৃদয়ের অন্ধকার বিদূরিত করিব, তাঁর মঙ্গল-জ্যোতিতে ধর্ম্ম-পথ আলোকিত দেখিয়া নির্ভয়ে নিরুদ্বেগে ব্রহ্ম-ধামের অভিমুখীন হইব, তাঁর সেই মৃত-সঞ্জীবন মঙ্গল জ্যোতিঃ লাভ করিয়া আত্মাকে পোষণ করিব, এই আশ্বাসেই একদৃষ্টে তাঁহার অভ্যুদয় প্রতীক্ষা করিতেছি। সূর্য্যের ন্যায় তিনি আমারদের হৃদয়-রাজ্যের জীবন জ্যোতি সকলই। তাঁর জ্যোতি পতিত না হইলে, মনের একটি মাত্রও সাধু বৃত্তি প্রস্ফুটিত হয় না, তাঁর আলোকে হৃদয় আলোকিত না হইলে মনুষ্যের ধর্ম্মভাব, পুণ্য-ভাব কিছুই বর্দ্ধিত হয় না। তাঁর কিরণে প্রীতি-কলিকা বিকশিত না হইলে তাহার অমৃত সৌরভ জগদ্ব্যাপ্ত হইতে পারে না। তাঁর আকর্ষণে শ্রদ্ধা, ভক্তি উন্নত না হইলে সেই অনন্ত-স্বরূপকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না। আত্মার উৎকর্ষ সাধন, জীবনের সাফল্য সম্পাদন জন্য সেই সত্য-সূর্য্যকে আমারদের একান্ত প্রয়োজন।

সেই অতুল-জ্যোতির একটি মাত্র কিরণ অন্তরে পতিত হইলে পরলোক—ব্রহ্ম-লোক পর্য্যন্ত আমারদের বিজ্ঞান-চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশ পায়। তাঁর আলোক হৃদয়ে পতিত না হইলে, সকল সত্যই অপ্রকাশিত থাকে, সকল বস্তুই ভূস্তর-নিহিত রত্নের ন্যায় দৃষ্টি-গোচর হয় না। তাঁর প্রকাশেই সকল প্রকাশিত হয়, তাঁর জ্যোতিতেই হৃদয়-কাননের জ্ঞান-ভাব ও সত্য-কলিকা সকলই প্রস্ফুটিত হয়। তিনি জ্যোতিঃ আর সকলই অন্ধকার, তিনিই জীবন আর সকলই মৃত্যুর রূপ। তিনিই সত্য-সুন্দর-মঙ্গল, তিনি বিনা আর সকলই অসার, অমঙ্গল, বিষাদের আলয়। এই জন্য সেই সৎকে জ্যোতিকে অমৃতকে লাভ করিবার জন্য আমারদের হৃদয়-মন এত আকুল ও অস্থির। আমরা পরলোক—ব্রহ্মলোকের প্রতি এত সতৃষ্ণ-নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছি কেন? সেখানে কেবলই আলোক, কেবলই জ্যোতিঃ। পৃথিবীতে হর্ষও আছে, বিষাদও আছে, " দিবসের আলোক, রজনীর অন্ধকার দুইই আছে। " সেখানে সত্য-সূর্য্যের—প্রেম-সূর্য্যের আর অস্ত নাই। এখানে যখন হৃদয়াকাশে প্রাণ-সখা প্রকাশিত হন, তখন সকল অন্ধকার তিরোহিত হয়, দিবা-রাত্র সমভাব ধারণ করে। দুর্গম পথও সুগম বোধ হয়, দূরের বস্তু সকলও উজ্জ্বল-রূপে দেখিতে পাই। আবার যখন অন্তরাকাশ মোহ-মেঘে আবৃত হয়, তখন সকলই অন্ধকার দেখি। অন্য বস্তুর কথা দূরে থাকুক, আত্মার অভ্যন্তরে প্রাণের প্রাণকেও দেখিতে পাই না। সেই জন্যই যখন আমরা তন্মনা একাগ্রমনা হইয়া ব্রহ্ম-পূজায় প্রবৃত্ত হই, সংসার-অন্ধকারের মধ্যে যখনই বিদ্যুতের ন্যায় জ্যোতি-স্বরূপকে সন্দর্শন করি, তখনই আত্মার অন্তরতম প্রদেশ হইতে এই প্রার্থনাবাক্য বিনিঃসৃত হয় "তমসোমা জ্যোতির্গময়"

" অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও। " আমরা সংসার-অন্ধকারে অন্ধীভূত হইয়া হে জ্যোতির্জ্যোতি! তোমাকে ডাকিতেছি, তুমি আমারদিগের নিকটে প্রকাশিত হও, সৎপথ প্রদর্শন কর। আমরা এখানে তোমার জ্যোতি হারা হইয়া শোক তাপে, বিষাদ ভয়ে বিপন্ন হইয়া, " হে আদি-জ্যোতি কল্যাণ! " তোমাকেই প্রার্থনা করিতেছি তুমি আমারদের নিকট প্রকাশিত হইয়া ভয়, তাপ সকলই বিদূরিত কর। হে ঈশ্বর! তুমি আমারদের অন্তরাকাশে উদিত হইয়া আমারদের বিষণ্ণ-হৃদয় প্রসন্ন কর। আমারদের বিষাদ-রজনীর অবসান কর। এই প্রাতঃ-সূর্য্যের ন্যায় তুমি প্রকাশিত হইয়া, হৃদয়-রাজ্যে জীবন-জ্যোতি সুখ-শান্তি বিস্তার কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

অষ্টাদশ উপদেশ।

ব্রহ্মানন্দ ও অভয় লাভ।

"তিনি লোকাপবাদ, কি দুঃসহ অপমান, কি অযোগ্য তিরস্কার কি দুর্নিবার অত্যাচার-ভয়ে ভীত হইয়া তাহা হইতে কদাপি পরাঙ্মুখ হয়েন না। সেই প্রিয়তমের আজ্ঞা পালন জন্য প্রাণ দেওয়া তাঁহার পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার, অতএব তাঁহাকে কে আর ভয় প্রদর্শন করিতে পারে? তিনি আপনার প্রাণদাতার হস্তে প্রাণ অর্পণ করিয়া নির্ভয় হইয়াছেন, সর্বসংহারক ভয়ানক মৃত্যু হইতেও তিনি ভয় প্রাপ্ত হন না।"

জ্ঞানের আনন্দ সত্য; ভাবের আনন্দ প্রেম; ইচ্ছার আনন্দ কর্ম্ম। ঈশ্বরের জ্ঞান সত্যেতে পরিপূর্ণ; তাঁহার ভাব সম্পূর্ণ প্রেমময়, তাঁহার ইচ্ছা অবিশ্রান্ত কর্ম্মশীল। জগতের মঙ্গল হউক, ইহাই সেই পূর্ণ মঙ্গলের সনাতন কামনা; কি উপায়ে জগতের মঙ্গল হইবে, তাহা সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ সম্পূর্ণ রূপ জানিতেছেন; জগতের মঙ্গল সাধনে যে শক্তি আবশ্যক, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরে তাহার অভাব নাই। তিনি সমুদায় সত্যের মূল; কোন সত্য তাঁহার জ্ঞানের অগোচর নাই। তিনি সমুদায় সদ্ভাবের মূল; তিনি পূর্ণ মঙ্গল। তিনি সমুদায় শক্তির মূল; তিনি পূর্ণশক্তি। সুতরাং তিনি আনন্দস্রোতের অক্ষয় প্রস্রবণ; সুতরাং তিনি আনন্দে বিরাজমান আছেন। ঈশ্বরের উপাসক, ঈশ্বরের ভক্ত, ঈশ্বরের দাস ঈশ্বরের সহিত যতই একীভূত হন, ততই সেই আনন্দের আস্বাদন পাইতে থাকেন। যাহা সত্য, তাহাই ঈশ্বরের জ্ঞান; ও যাহা মঙ্গল, তাহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়; প্রত্যেক সত্য তাঁহার জ্ঞান প্রকাশ করিতেছে, প্রত্যেক মঙ্গল ভাব তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছে; যিনি যে পরিমাণে সত্যের উপর আপনার জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে ঈশ্বরের সহিত জ্ঞানাংশে একীভূত হইয়াছেন। যিনি যে পরিমাণে সদ্ভাব উপার্জ্জন করিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে আর এক অংশে—মঙ্গল ভাবে ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইয়াছেন। যিনি যে পরিমাণে আলস্য ত্যাগ করিয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, সেই পরিমাণে তিনি যথার্থই ঈশ্বরের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিয়াছেন। মনুষ্য যখন সত্য উপার্জ্জন করেন, তখন ঈশ্বরেরই সম্মুখবর্ত্তী হন: কেন না সত্য—যাবতীয় সত্য ঈশ্বরেরই জ্ঞান। যখন ন্যায়পথে চলেন, তখন ঈশ্বরেরই সন্নিধানে থাকেন; যখন প্রেম ও পবিত্রতাতে উন্নত হন, তখন ঈশ্বরেরই সঙ্গে মিলিত হন; কেন না ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতা ঈশ্বরেরই ভাব। যখন সৎ-কর্ম্ম করেন, তখন ঈশ্বরেরই সঙ্গে একীভূত হন, কেন না সমস্ত সৎকর্ম্ম ঈশ্বরেরই কর্ম্ম। ঈশ্বর যে আনন্দ ভোগ করিতেছেন, তাঁহার সকল সন্তানই তাহা লাভ করিবার

অধিকারী, কিন্তু যিনি এই রূপ ঈশ্বরের সহিত ঐক্য স্থাপন করিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারিবেন; তিনিই ঈশ্বরের সঙ্গে সেই আনন্দ ভোগ করিতে থাকিবেন। সত্য উপার্জ্জন কর, ঈশ্বরের সহিত জ্ঞানের মিল হইবে। ন্যায় পথে চল, প্রীতি বিস্তার কর, পবিত্র হও, ঈশ্বরের ভাবের সহিত সম্মেলন হইবে। শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর—পৃথিবীর দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা কর, সকলকে সুখী করিতে যত্ন কর, বিপন্নের বিপদ উদ্ধার কর, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দাও, অজ্ঞানকে জ্ঞান দাও, রোগীকে ঔষধ দাও, সকলের উন্নতি সাধনে অগ্রসর হও; ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের সহিত ঐক্য স্থাপন হইবে। তাহা হইলে ঈশ্বর কি আনন্দ ভোগ করিতেছেন, তাহা জানিতে পারিবে এবং তাহার রসাস্বাদে সামর্থ্য জন্মিবে। আমাদের জ্ঞান যে পরিমাণে সত্য উপার্জ্জন করিবে, আমাদের ভাব যে পরিমাণে প্রেম-প্রধান হইবে, আমাদের ইচ্ছা যে পরিমাণে কর্ম্ম করিতে থাকিবে, সেই পরিমাণে আমরা জ্ঞানের আনন্দ ভাবের আনন্দ ও ইচ্ছার আনন্দ ভোগ করিতে থাকিব; এই ত্রিবিধ আনন্দ আত্মাতে একত্রিত হইলেই আমরা জানিতে পারিব ঈশ্বর স্বয়ং কি আনন্দ ভোগ করিতেছন।

"সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না।" সেই "আনন্দজনন সুন্দর আনন" যিনি দর্শন করিয়াছেন, সেই অক্ষয় আনন্দ-স্রোতের প্রস্রবণ—সেই সত্যপূর্ণ জ্ঞান, সেই প্রেমপূর্ণ ভাব, সেই কর্ম্মশীল ইচ্ছা যিনি অনুভব করিতেছেন, অনুভব করিয়া যিনি সত্যেতে আরোহণ, প্রেমেতে অবগাহন ও কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি সত্যের বলে প্রেমের বলে সাধু ইচ্ছার বলে—বস্তুতঃ ঈশ্বরেরই বলে বলবান্ হইয়া গন্তব্য পথের সমুদায় বিঘ্ন অতিক্রম করিবেন। ঈশ্বরের জ্ঞান, তাঁহার বিশ্বাসের আদর্শ, ঈশ্বরের প্রেম তাঁহার প্রেম শিক্ষার আদর্শ, ঈশ্বরের কর্ম্ম তাঁহার কর্ম্মানুষ্ঠানের আদর্শ, কে তাঁহার পথের বিঘ্নকারী হইতে পারে? যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছার মিল হয়, তখন ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কর্ম্ম করিতে থাকেন এবং যখন আমরা তাঁহার ইচ্ছার বিরোধী হই, তখন তিনি স্বয়ংই তাহাতে বিঘ্ন উৎপাদন করেন; তাঁহার এই সহকারিতা ও বিঘ্নকারিতা হয়তো আমাদের চির জীবনই অজ্ঞাত থাকিতে পারে, কিন্তু যিনি তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছেন, তিনি সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আপনার লক্ষ্য সাধনে—ঈশ্বরের লক্ষ্য সাধনে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তিনি উচ্চ ভূমিতে সমারূঢ় থাকেন; নিন্দা ও প্রশংসা তাঁহার পদতলে সঞ্চরণ করে। চিরস্থায়ী মঙ্গল রাজ্য বিস্তার করা তাঁহার উদ্দেশ্য; ক্ষণস্থায়ী নিন্দা ও প্রশংসা তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। কুসংস্কৃত লোকে তাঁহার উদ্দেশ্যের মর্ম্ম বোধে অসমর্থ হইয়া ঘোরতর কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হয়, তিনি আন্তরিক প্রেমের বলে সমুদায় সহ্য করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে ঈশ্বরের কর্ম্ম করিতে থাকেন। যাহা সত্য, যাহা ন্যায়, যাহা মঙ্গল, যাহা ধর্ম্ম, তাহার অনুষ্ঠানে যদি সমস্ত পৃথিবী তাঁহার সহিত বিরোধাচরণ করে, তিনি সহিষ্ণুতা দ্বারা পৃথিবীকে পরাজয় করিয়া নির্ভয়ে তাহা সম্পন্ন করিতে থাকেন। লোকে অসূয়া-নিবন্ধন তাঁহার নামে অপবাদ ঘোষণা করে, অভিমানে উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে অপমানিত করে; ক্রোধে অন্ধ হইয়া তিরস্কার করিতে থাকে; অথবা আত্মম্ভরিতায় জ্ঞানশূন্য হইয়া

তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে ধাবিত হয় ইহা অসম্ভব নহে; কিন্তু "তিনি লোকাপবাদ, কি দুঃসহ অপমান, কি অযোগ্য তিরস্কার, কি দুর্নিবার অত্যাচার ভয়ে ভীত হইয়া কদাপি তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হয়েন না।" কদাপি ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য পরিত্যাগ করেন না।

মনুষ্যসমাজের প্রথমাবস্থায় প্রণালীবদ্ধ ধর্ম্মপদ্ধতি ছিল না। আদিম মহর্ষিগণ মুক্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন ও মুক্ত ভাবে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতেন—মুক্ত ভাবে ধর্ম্মাচরণ করিতেন। কালক্রমে সেই মুক্ত ভাব তিরোহিত হয়। স্বাধীন চিন্তা স্বাধীন আলাপ ও স্বাধীন কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া ধর্ম্ম কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর উপর আরোহণ করে। তখন কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মত ও কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে বদ্ধ হইয়া জনসমাজ এক প্রকার শৃংখলবদ্ধের ন্যায় অবস্থান করে, প্রায় কেহই স্বয়ং কোন তত্ত্বের অনুধ্যান বা অনুসন্ধানের আয়াস স্বীকার না করিয়া যথাপ্রচলিত মত, রীতি, নীতি, আচার ও ব্যবহারের সেবা করিতে থাকেন এবং ক্রমে ক্রমে সেই সকল মতাদির উপর তাঁহাদের এ রূপ অন্ধীভূত মমতা উৎপন্ন হয় যে, তাহাতে বাস্তবিক যে সকল দোষ আছে, তাহা দর্শন করিতে পারেন না। পূর্ব্বকালীন মহাত্মারা স্বাধীন ভাবে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন ও যাহা কিছু করিয়াছিলেন, কিছু কাল তাহা কিম্বদন্তী সহকারে বিচরণ করিতে থাকে; এই সময়ে তাহার কিয়দংশ লুপ্ত হয়, কিয়দংশ নূতন সংযোজিত হয় ও রূপান্তর প্রাপ্ত হয়; এই রূপে সেই সকল মত ও সেই সকল কর্ম্ম যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়া উত্তর কালীন জনসমাজের নিকট অভ্রান্ত ঈশ্বর-প্রেরিত ধর্ম্মশাস্ত্র হইয়া উঠে। পূর্ব্ব কালে যে সকল মহর্ষি, রাজা বা বীর পুরুষ তৎকালোচিত জনসমাজের মধ্যে যে কোন বিষয়ে অসাধারণতা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের অনুগত কৃতজ্ঞ পুরুষগণের কৃতজ্ঞতাসূচক কীর্ত্তিগানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা মর্ত্ত্য লোকে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন; কালক্রমে তাঁহাদের কীর্ত্তির সহিত অনেকবিধ অলৌকিক ক্রিয়াসকল সংযুক্ত হওয়াতে উত্তর কালীন মনুষ্যগণের নিকটে তাঁহারা ঈশ্বরের অবতার বা ঈশ্বরবৎ অলৌকিক ক্ষমতাশালী বলিয়া পূজিত হইতে লাগিলেন। জনসমাজের এই রূপ অবস্থায় সেই ব্রহ্মপরায়ণ—"যিনি তাঁহার শরণাগত অনুগত দাস হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনেই তৎপর থাকেন," যিনি জ্ঞান ভাব ইচ্ছাতে ঈশ্বরের সহিত একীভূত হইয়াছেন—সেই ব্রহ্মপরায়ণ জনসমাজের সেই হীন অবস্থা সংশোধনে প্রবৃত্ত হন, তিনি লোকদিগের নিকটে সেই শৃঙ্খলবদ্ধবৎ প্রণালীবদ্ধ ধর্ম্মকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করেন; তাঁহাদিগের রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারের মারাত্মক দোষ সকল প্রদর্শন করেন, অভ্রান্ত বলিয়া প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করেন, অবতার সকলের দেবত্ব উৎসন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে মনুষ্য-শ্রেণীতে অবতারিত করেন; ধর্ম্ম-বাণিজিকদিগের প্রচ্ছন্ন আত্মম্ভরিতা ও গূঢ় চাতুরীর মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে থাকেন; ঈশ্বর মনুষ্যের সাক্ষাৎ পিতা, সাক্ষাৎ মাতা, সাক্ষাৎ গুরু ও সাক্ষাৎ পরিত্রাতা এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যস্থিত মধ্যস্থম্মন্য, ঈশ্বরের নিম্নে ও মনুষ্য জাতির ঊর্দ্ধে সমারূঢ় প্রেরিতম্মন্য ধূর্ত্তদিগকে পদচ্যুত করিতে থাকেন;—ঈশ্বরের সত্য, ঈশ্বরের প্রেম, ঈশ্বরের প্রকৃত অভিপ্রায় প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার বাক্য ও কার্য্যে কুসংস্কৃত

লোকদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়; অন্ধকারপ্রিয় লোকেরা চতুর্দ্দিক হইতে চীৎকার করিয়া উঠে; গ্রন্থের দাসগণ অভিসম্পাত করিতে থাকে, অবতারের ভক্তগণ দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া কটূক্তি করিতে থাকে, ধর্ম্মবাণিজিকগণ আপনাদের সর্ব্বনাশ ভাবিয়া খড়্গ ধারণ করে। ইহাও অসম্ভব নহে যে ধূর্ত্তদিগের চক্রান্তে নিপতিত হইয়া সেই নিরীহ ঈশ্বর-ভক্তকে প্রাণ ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু ঈশ্বরের ভক্ত তাহাতেও ভীত হয়েন না; তিনি জানেন যে, আমি ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছি। সত্য অবলম্বন ঈশ্বরের আজ্ঞা, সদ্ভাবে অবস্থান ঈশ্বরের আজ্ঞা, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান ঈশ্বরের আজ্ঞা; আমি তাঁহার আজ্ঞা সম্পাদন করিতেছি, তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন। বস্তুতঃ ঈশ্বরই তাঁহাকে রক্ষা করেন। যদি বন্ধুবান্ধব তাঁহার শত্রু হন, যদি সমুদায় সমাজ তাঁহার শত্রু হয়; যদি রাজা পর্য্যন্ত তাঁহার বিদ্বেষী হইয়া উঠেন, তথাপি তিনি ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হয়েন না। তিনি আপনার প্রাণ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন, তথাপি ঈশ্বরের আজ্ঞা পরিত্যাগ করিতে পারেন না—সত্য পরিত্যাগ করিতে পারেন না, ন্যায় পরিত্যাগ করিতে পারেন না, ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কেননা ঈশ্বর তাঁহার সকল অপেক্ষা অধিক প্রিয়। যদি মর্ত্ত্য লোকের বিচারে ইহাই স্থির হয় যে, তাঁহার প্রাণদণ্ড করিতে হইবে, তিনি তাহাতেও ভীত নহেন; "সেই প্রিয়তমের আজ্ঞা-পালন-জন্য প্রাণ দেওয়া তাঁহার পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার, অতএব তাঁহাকে কে আর ভয় প্রদর্শন করিতে পারে?"

বস্তুতঃ মঙ্গলস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের রাজ্যে ভয় কি? সত্য ঈশ্বরেরই জ্ঞান, প্রীতি ঈশ্বরেরই ভাব, সাধু ইচ্ছা ঈশ্বরেরই ইচ্ছা। সত্য যে পথে লইয়া যাইবে, প্রীতি যে পথে লইয়া যাইবে, সাধু ইচ্ছা যে পথে লইয়া যাইবে, তাহা ঈশ্বরেরই পথ। ঈশ্বর কি তাঁহার পুত্রকে অপথে লইয়া বিনাশ করিবেন! সত্য বটে, দেশ বিশেষে কাল বিশেষে অবস্থা বিশেষে ঈশ্বরের ভক্তকে অনেকবিধ কষ্ট ভোগ করিতে হয়;—তাঁহার মান সম্ভ্রম বিনষ্ট হইয়া যায়, তাঁহার ধন সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইতে থাকে, তাঁহার পদমর্য্যাদা ক্ষীণ হইতে থাকে, তাঁহার কুলগৌরব ম্লান হইয়া যায়, তাঁহার বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে পরিত্যাগ করে, হয়তো তাঁহার পরিবার মধ্যে মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়া তাঁহার গার্হস্থ্য-সুখ উৎসন্ন করিয়া দেয়, তাঁহার সমাজ তাঁহাকে আশ্রয় দেয় না, হয়তো তাঁহাকে অন্নের জন্যও লালায়িত হইতে হয়, হয়তো তাঁহাকে শারীরিক প্রহারও সহ্য করিতে হয়, যদি বিপদের চূড়ান্ত হয়, তবে হয়তো তাঁহাকে মৃত্যু-যন্ত্রণাও ভোগ করিতে হয়—যদি সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, ঈশ্বরের জন্য বাস্তবিকই এই সকল কষ্ট ভোগ করিতে হয়, ঈশ্বরপরায়ণ আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা সহকারে তাহা বহন করিতে থাকেন। ঈশ্বরের বলে তিনি সমুদায় বিঘ্ন পরাজয় করেন, তিনি মৈত্রী দ্বারা শত্রুতাকে পরাজয় করেন, তিনি প্রেম দ্বারা বিদ্বেষকে পরাজয় করেন। তাঁহার গূঢ় সংকল্প এই—"যদি আসে তাঁর কাজে দিয়াছেন যে প্রাণ; ছাড়ি যাব অনায়াসে তাঁরে করিব দান।"

উন্নতহৃদয় সাধু যাহার বশম্বদ হইয়া ধর্ম্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তাহা অতি মধুময় ও আশ্চর্য্যময় ভাব। তিনি কোন্ বলে এখানকার সুখ দুঃখ ও সম্পদ্ বিপদে অটল থাকিয়া পর্ব্বত-সমান বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া একতান চিত্তে আরব্ধ কার্য্য সম্পাদন করিতে থাকেন, তাহা অন্য লোকে

কিছুই বুঝিতে পারে না। মহৎ মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনেকেই আগ্রহের সহিত অগ্রসর হন এবং বসন্ত কালের প্রজাপতির ন্যায় কএক দিন চাকচক্য বিস্তার করিয়া বাত্যা-রম্ভের পূর্ব্বেই কোথায় পলায়ন করেন। তাঁহাদের কার্য্যারম্ভের আড়ম্বরে যেন ত্রিভুবন কম্পিত হইতে থাকে, পরিশেষে তাহা অজা-যুদ্ধের ন্যায় নিঃশব্দে বিলীন হইয়া যায়। সাধুগণের ভাব ইহার বিপরীত। ঈশ্ব-রের ভক্ত পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকেন; বাত্যা ও বজ্রাঘাত যখন স্থগিত হইয়া থাকে, দাবানল যখন লুক্কায়িত হয়, প্রকৃতি যখন শান্ত ভাবে অবস্থান করে, তখন সেই পর্ব্বত স্থানে স্থানে তরুলতা ফল পুষ্পে মনো-হর কান্তি বিস্তার করিতে থাকে; যখন মহাবাত্যা উত্থিত হইয়া তাহার আভরণ-স্বরূপ তরুলতা সমস্ত ছিন্ন করিয়া দেয়, অথবা দুরন্ত দাবানল তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্দ্দয়রূপে দগ্ধ করে, তখনও সেই পর্ব্বত স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া অন্যবিধ শোভা বিস্তার করিতে থাকে। ঈশ্বরের ভক্ত সর্ব্ব-শক্তিমান ঈশ্বরের বলে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত থাকেন, মর্ত্ত্যলোকের প্রতিব-ন্ধকতা তাহা ক্রটিত করিতে সমর্থ নহে। অবজ্ঞা-সূচক করতালী, বা উপহাসের কো-লাহল অথবা নিষ্ঠুরদিগের নিপীড়ন তাঁহার কার্য্যে ব্যাঘাত দিতে পারে না; প্রতি বাধায় তাঁহার বল দ্বিগুণ হইয়া উঠে। বস্তুতঃ তাঁহার হৃদয়ে ভয় নাই। কেনই বা ভয় থাকিবে? যিনি আপনার মান সম্ভ্রম পদ-মর্য্যাদা ও সাংসারিক সুখ ঈশ্বরের প্রেমে উৎসর্গ করিয়াছেন, বিশেষত যখন সেই ব্রহ্মানন্দ ও সেই ব্রহ্মানন্দের প্রস্রবণ পর্য্য-ন্তের সন্ধান পাইয়াছেন এবং সেই স্রোতেই ভাসমান হইতেছেন, তখন তাঁহার আর কিসের ভয়? যত ক্ষণ আত্মম্ভরিতাই সর্ব্বস্ব, তত ক্ষণই ভয়। অন্য ভয়ের তো কথাই নাই, তিনি মৃত্যুকেও ভয় করেন না। তিনি দেখেন যে, আমার প্রাণ ঈশ্বরের হস্তে রক্ষিত হই-তেছে; "সর্ব্ব সংহারক" মৃত্যুরও তাহাতে অধিকার নাই। আমার শরীরে যে সকল আঘাত হইবে তাহাতে আমার যতই কষ্ট হউক, ঈশ্বরের মহিমার কিছুই ব্যাঘাত হইবে না। বস্তুত কষ্টই প্রেমের পরীক্ষা। যে প্রেম কষ্টের ভয়ে সংকুচিত হয় তাহা প্রেমই নহে। যিনি বাস্তবিক ঈশ্বরের প্রেমে নিমগ্ন হইয়াছেন, তিনিই অভয় লাভ করিয়াছেন। "কেন না তিনি আপনার প্রাণ-দাতার-হস্তে প্রাণ অর্পণ করিয়া নির্ভয় হইয়াছেন, সর্ব্ব সংহারক ভয়ানক মৃত্যু হইতেও তিনি ভয় প্রাপ্ত হন না।"

ব্রাহ্মধর্ম্ম, গুরু ও প্রচারক।

সম্প্রতি কএক জন ব্রাহ্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দের বি-ষয়ে সংবাদ পত্রে ও অন্যান্য স্থানে যে সকল অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা লইয়া সর্ব্বত্রই অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সংবাদ পত্রের পরিহাসপ্রিয় সম্পাদকেরা দিব্য সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের পরিহাস-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছেন। উপহাস-রসিক দুর্জ্জনেরা বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভদ্র-লোকদিগকে বিরক্ত করিতেছেন। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিষদৃষ্টিতে দর্শন করেন, তাঁ-হারা বৈরসাধনের সময় বুঝিয়া উহাতে নানা শাখা পল্লব সংযুক্ত করিতেছেন। ব্রাহ্মগণ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের হিতৈষী বন্ধুগণ আন্তরিক ক্ষোভ প্রাপ্ত হইতেছেন। আমরা পরম্প-রায় ইহাও অবগত হইলাম যে, যাহাঁরা সর্ব্বাংশে কেশবচন্দ্রের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে তাঁহার প্রতি বিরক্ত

হইয়া উঠিয়াছেন, কেহ কেহ বা তাঁহার প্রচার কার্য্যে সাহায্য দান বন্ধ করিয়াছেন। যাঁহারা প্রথমে এই গোলযোগ উত্থাপন করেন, তাঁহারা কেশবচন্দ্রের নিজের লোক; এই জন্যই উহা এরূপ তীব্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। অতএব এ সময়ে কএকটি বক্তব্য প্রকাশ করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

বৌদ্ধ, বৈরাগী, নানকপন্থী, মুসলমান্ ও খৃষ্টান্ প্রভৃতি যত গুলি সম্প্রদায় ব্যক্তি-বিশেষ দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তৎসমুদা-য়ের প্রবর্ত্তকেরা কেহ বা ইচ্ছা পূর্ব্বক কেহ বা অনবধানতা দোষে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে অলৌকিক পদে আরোহণ করিয়া আছেন। প্রতি সম্প্রদায় স্ব স্ব সম্প্রদায়ের আদি প্রব-র্ত্তকদিগের অলৌকিকতা কল্পনায় যতই আ-নন্দিত হউন; তদ্দ্বারা জনসমাজে বাস্তবিক অশুভ ফলই উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথমতঃ, ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে বা তাঁহার সঙ্গে মনুষ্যের উপাসনা করা অপেক্ষা মনুষ্যের পক্ষে অধিক হীনতা আর কিছুই হইতে পারে না। মনুষ্য স্বাধীন ও ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে সম্বদ্ধ এবং ঈশ্বর হইতে বিচ্যুতিই তাহার যথার্থ দুরবস্থা; অতএব ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সেবা পরি-ত্যাগ করিয়া সেই ভাবে মনুষ্য বিশেষের সেবা করা অপেক্ষা ঈশ্বর-বিচ্যুতি ও আধ্যাত্মিক দুরবস্থা অধিক কি হইতে পারে? দেখ ইউরোপীয়েরা অন্যান্য বিষয়ে সকল পৃথিবী অপেক্ষা সমুন্নত হইয়াও উক্তরূপ এক কুসংস্কার নিবন্ধন কি নীচতা প্রদর্শন করি-তেছে। ইউরোপে পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ের উন্নতি স্মরণ করিলে আমরা কত নীচে পড়িয়া আছি বলিয়া ধিক্কৃত হইতে হয়, কিন্তু যখন ইউরোপের ধর্ম্ম লইয়া আলোচনা করি, তখন তাহার সৌন্দর্য্য ব্যাধিগ্রস্ত যৌবনের ন্যায় অতীব দীন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে। তখন ইহা আশ্চর্য্য বোধ হয় যে এমন স্বাধীনবৃত্তি ইউরোপ কেমন করিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে এত অধীন হইয়া আছে। দ্বিতীয়তঃ, কেবল এই সকলই উক্ত কুসংস্কারের সম্পূর্ণ ফল নহে; ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনেও উহা যৎপরোনাস্তি প্রতিবন্ধকতা করিয়া থাকে। মনুষ্য এক বারে ভ্রম-প্রমাদ শূন্য হইবে, ইহা কখনই প্রত্যাশা করা যায় না। যে ধর্ম্মে কোন মনুষ্যকে অলৌকিক ক্ষমতায় ভূষিত ও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা হয়, সে ধর্ম্মের উন্নতি সেই স্থানেই পরি-সমাপ্ত হইল। তাঁহার শিষ্যেরা বা অনুশি-ষ্যেরা অবচ্ছেদাবচ্ছেদে তাঁহার সমুদায় মতকে তীব্রতা সহকারে সমর্থন করিতে যায়, এবং তাঁহার সমুদায় কার্য্যকেই সদাচার বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া থাকে; ইহাতে অনেক সময় অসত্যও সত্য হইয়া পড়ে ও বাস্তবিক অনাচারও সদাচার হইয়া উঠে। ভবিষ্যতে তাহাতে কাহারও আপত্তি হইলে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হয়—তখন ধর্ম্ম সাক্ষাৎ অধর্ম্মের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। বৌদ্ধ, মহম্মদীয় ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ইতিহাস উচ্চৈঃস্বরে ইহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। তৃতীয়তঃ, মনুষ্য বিশেষে অ-লৌকিকতার ভান করিয়া যে ধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তাহার উন্মূলনের হেতু তাহার মূলেই বিদ্যমান থাকে। যখন বিজ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ হইয়া বস্তু সকলের স্বরূপকে উদ্ভাসিত করিবে তখন সেই ধর্ম্ম অন্ধকারের ন্যায় অপসারিত হইবে। বিশেষতঃ যে সকল কৌশল ভবিষ্যৎ পরিবর্ত্তনকে রোধ করি-বার নিমিত্ত প্রস্তুত হয় ভবিষ্যতে তাহাই মহা বিপ্লবের হেতু হইয়া উঠে। জর্ম্মনি ও ফ্রান্স প্রভৃতির চর্চ্চ সকল ইহার সাক্ষী।

মহাত্মা রামমোহন রায় যে ট্রষ্টডিড্ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত হইয়া আছে। তাঁহার পর প্রধান আচার্য্য মহাশয় সেই

ট্রষ্টডিড্ ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত প্রণালী আদর্শ করিয়া আদি সমাজে যে রূপ কার্য্য প্রণালী সংস্থাপিত করিয়াছেন এবং উপনিষদ্ প্রভৃতি হইতে যে সকল মত সংকলন করিয়া ও নিজের বহু অনুসন্ধান দ্বারা যে সকল ভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রচার করিতেছেন, তাহা কাহারও অগোচর নাই। প্রধান আচার্য্য মহাশয় নির্ব্বিবাদ ব্রহ্ম নাম অবলম্বন করিয়া "ব্রাহ্মধর্ম্ম" এই উদার নামে এই ধর্ম্মকে অলঙ্কৃত করিয়া সত্যপ্রিয় ধর্ম্মার্থী মাত্রেরই আদরণীয় করিয়েছেন। এ পর্য্যন্ত পুস্তক পত্রিকা ব্যাখ্যান বক্তৃতা যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সকলেই দেখিতেছেন। যখনই যাহা ভ্রান্তি বলিয়া অবধারিত হয়, তাহা হইতে যত্নের সহিত ইহাকে মুক্ত করা হইতেছে। এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য কি তাহা প্রায় সকলের নিকটেই প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এক্ষণে অনেকের হৃদয়ের ধন ও আরামস্থান হইয়াছেন। ইহার উপর অনেকেরই মমতা নিপতিত হইয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক ও যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের যে সংস্থান প্রণালী সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল, তাহাতে অনায়াসেই প্রতীয়মান হইবে যে, কি গুণে ব্রাহ্মধর্ম্ম দিন দিন অধিকতর উপাদেয় ও উপচীয়মান হইতেছে। ঈশ্বর মনুষ্যকে যে প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহারই সম্যক্ অনুযায়ী। ইহাতে পুস্তক বিশেষকে ঈশ্বরের প্রদত্ত বলিয়া জ্ঞান করিতে হয় না; মনুষ্য বিশেষের একাধিপত্যও অঙ্গীকার করিতে হয় না, এমন কি সকলের পক্ষে গুরুকরণও আবশ্যক হয় না; মনুষ্যের প্রকৃতিই এই ধর্ম্মের শিক্ষা দান করিতেছে—ঈশ্বর স্বয়ংই আচার্য্যের কার্য্য করিতেছেন। তথাপি আমরা সকলে সমান বুদ্ধিমান নই বলিয়া যাঁহারা হিতৈষণা সহকারে আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, আমরা চিরকাল তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়া থাকিব; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম কদাপি তাঁহাদিগকে সীমা অতিক্রম করিতে দিবেন না; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অসমর্থদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম কদাপি তাঁহাকে পিতার আসন গ্রহণ করিতে দিবেন না; "আমি তোমাদের এক মাত্র গুরু, আর তোমরা সকলে পরস্পর ভ্রাতা:" এ দূষিত বাক্য যে গুরুর মুখ হইতে পুনর্ব্বার বিনির্গত হইবে, তিনি এ সময়ে কাহারও শ্রদ্ধাস্পদ হইতে পারিবেন না।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার ব্রাহ্মমাত্রেরই কর্ত্তব্য। ইহাতে এমন নিয়ম নাই যে, ব্যক্তিবিশেষের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষা বা দীক্ষা গ্রহণ না করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে না। অথবা এমন ব্যবস্থাও নাই যে, বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে ভার প্রাপ্ত না হইলে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পাইবেন না। বস্তুতঃ যাঁহারা অন্যান্য সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আছেন সেই সকল বিষয়ী ব্রাহ্মগণ দ্বারাই (যদি বিষয়ী বলা সঙ্গত হয়) বিনাড়ম্বরে অল্পে অল্পে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার হইয়া আসিতেছে। যাঁহারা এরূপ প্রচারে পরিতৃপ্ত না হইয়া অনন্যকর্ম্মা হইয়া কায়ক্লেশ স্বীকার ও সাংসারিক সুখ ভোগের বাসনা খর্ব্ব করিয়া প্রচারব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন ও বহু মানের আস্পদ হইবেন তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদের ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, তাঁহারা ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আপনার মহিমা নহে। খৃষ্ট বা মহম্মদের ন্যায় আপনাদিগকে ভবিষ্যদ্বক্তা বা প্রেরিত বলিয়া প্রচার করিতে গেলে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলোচ্ছেদন হইবে। তাঁহাদের উপর ঈশ্বরের বিশেষ দৃষ্টি হইয়াছে,

অথবা তিনি সাধারণ অপেক্ষা তাঁহার সহিত বিশেষ রূপ যোগ দিতেছেন, এরূপ অভিমান যেন তাঁহাদের মনে স্থান প্রাপ্ত না হয়; এরূপ অভিমান সবিশেষ কুসংস্কার হইতে উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও যোগ সাধারণের উপর যেমন, তাঁহাদের উপরও অবিকল সেইরূপ। যিনি যে কার্য্যে সবিশেষ যত্নের সহিত নিযুক্ত হইয়া থাকেন, তিনিই সেই কার্য্যে সফলতা লাভ করেন। কৃষক, বণিক, শিল্পি, চিকিৎসক কবি ও বিজ্ঞানবিৎ অথবা ধর্ম্মপ্রচারক ইহাঁরা সকলেই স্বস্বকার্য্যে সমভাবেই ঈশ্বরের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং সেই সাহায্যই আধিভৌতিক হউক, আর আধ্যাত্মিক হউক, সাধারণ নিয়ম অনুসারেই উপস্থিত হইয়া থাকে; তদ্বিষয়ে বিশেষ বিধি নাই—ঈশ্বরের সাহায্য বা অনুগ্রহ অথবা যোগ ব্যক্তিবিশেষে একচেটিয়া নহে।

এই সকল বিষয়ে অনবধানতা নিবন্ধন সকল সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকগণই শিষ্য ও অনুশিষ্যদিগকে এক প্রকার ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত করিয়া স্ব স্ব নামের সেবক করিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় সেই সেই প্রবর্ত্তকগণ ঈশ্বর অপেক্ষাও অধিক অথবা তাঁহার সঙ্গে সমান রূপে পূজিত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে উক্ত রূপ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা নাই বলিয়া অনেকে আনন্দিত হইতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান গোলযোগে তাঁহারা সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। মহাত্মা রামমোহন রায় দূরদর্শিতা সহকারে যে ট্রষ্টডিড্ করিয়াগিয়াছেন, তাহাতে আদি সমাজে কাহারও চিন্তার বিষয় নাই। কিন্তু এমন জ্ঞান প্রচারের সময়ে অন্যত্রও যে উহা সংঘটিত হয়, অন্ততঃ উহা লইয়া কথা উৎপন্ন হয়, ইহাও অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি প্রচারকগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের নিমিত্ত যে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতেছেন, তাহাতে সকলেই উপকার স্বীকার করিতেছেন; কিন্তু বর্ত্তমান গোলযোগে সকলেই আশঙ্কিত হইয়াছেন। কএক বৎসর অবধি অনুষ্ঠান ও সমাজ সংস্কার প্রভৃতি লইয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে নানাপ্রকার মত ভেদ যে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আদি সমাজ কাহারও স্বাধীন ভাবে হস্তার্পণ করেন নাই এবং তাহা করিবার প্রয়োজনও বোধ করেন না; বিশ্বাস ও কার্য্যে এক ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়া ব্রাহ্মেরা যদি অন্যান্য বিষয়ে শত সহস্র শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হন, আদি সমাজ তাঁহাদের কোন শাখার বিপক্ষ বা কোন শাখার একাধিপত্যের স্থান হইবেন না; প্রত্যুত সকল শাখাই আদি সমাজের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইবেন। এই উদ্দেশ্য অনুসারে আদি সমাজ কাহারও স্বাধীন চিন্তা বা স্বাধীন কার্য্যে হস্ত ক্ষেপ করেন নাই। সংপ্রতি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে, অন্ততঃ লোকের এই রূপ সংস্কার হইয়াছে। এই জন্যই এই প্রস্তাবের অবতারণা হইল।

কেশবচন্দ্র প্রেরিত বা ভবিষ্যদ্বক্তা হইবার দুরাকাঙ্ক্ষায় নিপতিত হইয়াছেন বলিয়া লোকের যে সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহাতে লোকদিগকে সে রূপ দোষ দেওয়া যাইতেছে না। যে সকল ছিদ্রান্বেষী দুর্জ্জন অসূয়াপরায়ণ হইয়া সকল কথাই শাখা পল্লবে বিস্তারিত করিয়া থাকেন এবং অন্যের পরীবাদে আনন্দ অনুভব করেন, আমরা তাঁহাদের কথা গ্রাহ্য করিতেছি না। তাঁহার উন্নতি দর্শনে যাঁহাদের বিদ্বেষবুদ্ধি হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না এবং যাঁহারা চির কাল তাঁহার মত ও কার্য্যের অনুবর্ত্তন ও সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের কথা লোকে সহসা অগ্রাহ্য করিতে পারি-

তেছেন না। বিশেষতঃ কেশবচন্দ্রের সহিত যদুনাথের যে প্রশ্নোত্তর চলিয়াছিল, তাহা যদি যদুনাথ অবিকল সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে লোকের মনে সেই সংস্কার বদ্ধমুল হইবার কারণেরও অসদ্ভাব নাই। কেশবচন্দ্রের মনে যে দুরাকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে, ইহা আমাদের মনে করিতেও ক্লেশ বোধ হয়; কিন্তু তাঁহার কএক জন সহচর যে তাঁহাকে কিছু অস্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ ও সম্ভাষণ করিয়া থাকেন তাহা হইতেই গোলযোগ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। এক বৎসর অতীত হইল প্রধান আচার্য্য মহাশয় ব্রাহ্মসম্মেলন সভায় উপদেশ দিবার সময়ে ব্রাহ্মগণকে ভূয়োভূয়ঃ এই কথা বলিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে প্রায় গুরু হইলেই অবতার হইয়া থাকে, অতএব ব্রাহ্মেরা যেন সে রূপ কলঙ্কে নিপতিত না হন। "ইহা অলীক বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইতেছে" বলিয়া ইণ্ডিয়ান্ মিরর বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকটে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, তিনি কাহাদিগকেও মনে করিয়া ঐ কথা বলিয়াছেন কি না। কিন্তু কেশবচন্দ্রের সহচর ও অনুচরগণ দ্বারাই সেই বাক্য ভবিষ্যদ্ বাণীর ন্যায় পূর্ণ হইতে লাগিল এবং তিনি তাহা নিবারণ করিতে পারিলেন না, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আমরা কেশবচন্দ্রকে যে রূপ চতুর ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া জানি, তাহাতে তিনি যে শীঘ্র লোকের এই সংস্কার উন্মূলন করিতে চেষ্টা করিবেন ও তাহা করিতেও পারিবেন এবং তাঁহার সহচরগণকেও সত্যের পথে পুনর্ব্বার লইয়া আসিবেন, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ ভরসা করিতেছি।

যাঁহারা অবিবেচনা পূর্ব্বক লোকের নিকটে কেশবচন্দ্রকে উপহাসাস্পদ করিতেছেন এবং অদ্যাপি সেই সকল অন্যায় কার্য্যের সমর্থন করিতেছেন, তাঁহারা এক বার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, তাঁহারা যাহা সম্মান বলিয়া অবধারণ করিতেছেন, তাহা হইতে তাঁহাদের, কেশবচন্দ্রের ও ব্রাহ্মধর্ম্মের অনিষ্টই হইবে। তাঁহারা যেন এ রূপ মনে না করেন যে, মনুষ্যের প্রতি এই রূপ করিতে করিতে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। তাহা হইলে পৌত্তলিকতা কি অপরাধ করিল? যীশু খৃষ্টকে লোকে যে প্রতারক বলিয়া থাকে, তাহার কারণ কি? খৃষ্টানেরা খৃষ্টকে যে রূপ করিয়া লোকের নিকট প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা হইতে সহজেই ঐ সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়। কেশবচন্দ্রের হিতৈষিগণ কি তাঁহাকেও ঐ রূপ কলঙ্কিত করিতে চান? যিনি তাঁহাদেরই জন্য সপরিবারে সামাজিক সুখ বিসর্জ্জন দিতেছেন, তাঁহাদেরই জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন, পরিশেষে তাঁহাদের দ্বারা তাঁহার কি এই পুরস্কার হইবে যে তিনি লোকের নিকট উপহাসাস্পদ ও ধূর্ত্ত বলিয়া পরিগণিত থাকিবেন। তাঁহারা কি যথার্থই এই রূপ মনে করিতেছেন যে, কেশবচন্দ্রের দ্বারা না হইলে ঈশ্বর তাঁহাদের উপাসনা গ্রহণ করিবেন না অথবা তাঁহারা স্বয়ং ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ না পাইবেন, তাহা কেশবচন্দ্রের অনুরোধে ঈশ্বর প্রদান করিবেন। তাঁহাদের মনের ভাব কি, তাহা আমরা প্রকৃত রূপে জানি না, তাঁহাদিগকে কেবল এই মাত্র অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন ইহা যেন বিস্মৃত না হন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাস্থল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৫। কলিগতাব্দ ৪৯৬৯। ১৫ পৌষ সোমবার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তম কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

মাঘ ১৭৯০ শক।

৩০৬ সংখ্যা ব্রহ্মসম্বৎ ৩৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

ঊনচত্বারিংশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ শনিবার ঊনচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত বুধবার ভিন্ন প্রতিদিবস ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের পাঠ ও ব্যাখ্যা হইবে।

১১ মাঘ শনিবার প্রাতঃকালে ৮ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ং কালে ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা ১৭৯০ শক। } শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথম মণ্ডলস্য চতুর্দ্দশানুবাকে তৃতীয়ং সূক্তং।

কুৎস ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা।

১১২৮

১। স প্রত্নথা সহসা জায়মানঃ সদ্যঃ কাব্যানি বড়ধত্ত বিশ্বা। আপশ্চ মিত্রং ধিষণা চ সাধন্দেবা অগ্নিং ধারয়ন্দ্রবিণোদাং।

১। 'সহসা' বলেন 'জায়মানঃ' নির্ম্মথনেন উৎপদ্যমানঃ 'সঃ' অগ্নিঃ 'সদ্যঃ' তদানীং উৎপত্ত্যনন্তরমেব 'প্রত্নথা' প্রত্ন ইব চিরন্তন ইব 'বিশ্বা' বিশ্বানি সর্ব্বাণি 'কাব্যানি' কবেঃ ক্রান্ত দর্শিনঃ প্রগল্ভস্য কর্ম্মাণি 'বট্' সত্যং 'অধত্ত' অধারয়ৎ পূর্ব্বং বিদ্যমান ইব অগ্নিরুৎপত্তিসমকালমেব স্বকীয়ং হবির্ব্বহনাদিকং সর্ব্বং কার্য্যমকরোদিত্যর্থঃ। ইমং অগ্নিং বৈদ্যুতরূপেণ বর্ত্তমানং মেঘেষ্ববস্থিতাঃ 'আপশ্চ' 'ধিষণা চ' যা মাধ্যমিকা বাক্ সা চ 'মিত্রং' সখিভূতং 'সা-

ধন্' সাধয়ন্তি কুর্ব্বন্তি। তমিমং 'দ্রবিণোদাং দ্রবিণস্য ধনস্য দাতারং 'অগ্নিং' 'দেবাঃ' ঋত্বিজঃ 'ধারয়ন্' গার্হপত্যাদিরূপেণ ধারয়ন্তি। যদ্বা দেবাঃ এব ইন্দ্রাদয়ঃ ইমমগ্নিং দ্রবিণোদাং হবির্লক্ষণস্য ধনস্য দাতারং কৃত্বা দূত্যে ধারয়ন ধারয়ন্তি।

১। অগ্নি সহসা উৎপন্ন হন। উৎপন্ন হইয়াই প্রাচীনের ন্যায় স্বকীয় সমস্ত কার্য্য যথার্থতঃ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। জল ও মাধ্যমিক ঋষিদিগের বাক্য এই অগ্নির সহিত মিত্রতা করে। ঋত্বিকেরা এই ধনদাতা অগ্নিকে ধারণ করিয়া থাকেন।

১১২৯

২। স পূর্ব্বযা নিবিদা কব্যতায়োরিমাঃ প্রজা অজনয়ন্মনূনাং। বিবস্বতা চক্ষসা দ্যামপশ্চ দেবা অগ্নিং ধারয়ন্দ্রবিণোদাং।

২। 'সঃ' অগ্নিঃ 'পূর্ব্বযা' প্রথময়া অগ্নি র্দেবেদ্ধ ইত্যাদিকয়া 'নিবিদা' 'কব্যতা' গুণিনিষ্ঠগুণাভিধান লক্ষণাং স্তুতিং কুর্ব্বতা 'আযোঃ' মনোঃ সম্বন্ধিনোক্তেন চ স্তূয়মানঃ সোঽগ্নিঃ 'মনূনাং' সম্বন্ধিনীঃ 'ইমাঃ' প্রজাঃ 'অজনয়ৎ' উদপাদয়ৎ মনুনা স্তুতঃ সন্ মানবীঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অজনয়ৎ ইত্যর্থঃ। তথা 'বিবস্বতা' বিবাসনবতা বিশেষেণ আচ্ছাদয়তা 'চক্ষসা' আত্মীয়েন তেজসা 'দ্যাং' দ্যুলোকং 'অপশ্চ' অন্তরিক্ষং চ ব্যাপ্নোতীতি শেষঃ। অন্যৎ সমানং।

২। সেই অগ্নি মনুর প্রথম স্তুতি দ্বারা সংস্তুত হইয়া তাঁহার এই সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আবরণশীল স্বীয় তেজ দ্বারা দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষকে ব্যাপ্ত করেন। ঋত্বিকেরা সেই ধনদাতাকে ধারণ করিয়া থাকেন।

১১৩০

৩। তমীড়ত প্রথমং যজ্ঞসাধং বিশ আরীরাহুতমৃঞ্জসানং। ঊর্জঃ পুত্রং ভরতং সৃপ্রদানুং দেবা অগ্নিং ধারয়ন্দ্রবিণোদাং।

৩। হে 'বিশঃ' সর্ব্বে মনুষ্যাঃ 'আরীঃ' অগ্নিং স্বামিনং গচ্ছন্ত্যঃ যূয়ং 'তং' অগ্নিং 'ঈড়ত' স্তুদ্ধং। কীদৃশং 'প্রথমং' সর্ব্বেষু দেবেষু মুখ্যং 'যজ্ঞসাধং' যজ্ঞস্য দর্শপূর্ণমাসাদেঃ সাধকং নিষ্পাদকং 'আহুতং' হবির্ভিস্তর্পিতং 'ঋঞ্জসানং' স্তোত্রৈঃ প্রসাধ্যমানং 'ঊর্জঃ' অন্নস্য 'পুত্রং' ভুক্তেন অন্নেন জাঠরাগ্নের্বর্দ্ধনাৎ অগ্নেরন্নপুত্রত্বং 'ভরতং' হবিষাং ভর্ত্তারং যদ্বা প্রাণরূপেণ সর্ব্বাষাং প্রজানাং ভর্ত্তারং। শ্রূয়তে চ এষ প্রাণোভূত্বা প্রজা বিভর্ত্তি তস্মাদেষ ভরত ইতি। 'সৃপ্রদানুং' সর্পণশীল দানযুক্তং অবিচ্ছেদেন ধনানি প্রযচ্ছন্তং ইত্যর্থঃ।

৩। হে মনুষ্যগণ! তোমরা অগ্নির স্তব কর। এই অগ্নি সকল দেবতার প্রধান, যজ্ঞের সাধক, হবি দ্বারা তৃপ্ত, স্তোত্র দ্বারা স্তূয়মান, অন্নের পুত্র ও প্রজাদিগের ভর্ত্তা। ইনি নিরন্তর ধন দান করেন। ঋত্বিকেরা এই ধনদাতা অগ্নিকে ধারণ করিয়া থাকেন।

১১৩১

৪। স মাতরিশ্বা পুরুবারপুষ্টির্বিদদ্গাতুং তনয়ায় স্বর্বিৎ। বিশাং গোপা জনিতা রোদস্যোর্দেবা অগ্নিং ধারয়ন্দ্রবিণোদাং।

৪। 'সঃ' অগ্নিঃ 'তনয়ায়' অস্মদীয়ায় পুত্রায় 'গাতুং' অনুষ্ঠানমার্গং 'বিদৎ' লম্ভয়তু। কীদৃশঃ 'মাতরিশ্বা' মাতরি সর্ব্বস্য জগতঃ নির্ম্মাতরি অন্তরিক্ষে শ্বসন্ বর্ত্তমানঃ 'পুরুবারপুষ্টিঃ' পুরুভিঃ বহুভিঃ 'বারা' বরণীয়া পুষ্টিঃ অভিবৃদ্ধিঃ যস্য স তথোক্তঃ 'সর্ব্বিৎ' স্বঃ স্বর্গস্য যাগদ্বারেণ লম্ভয়িতা 'বিশাং' সর্ব্বাসাং প্রজানাং 'গোপা' গোপায়িতা রক্ষিতা 'রোদস্যোঃ' দ্যাবাপৃথিব্যোঃ 'জনিতা' উৎপাদয়িতা।

৪। অগ্নি অন্তরিক্ষে অবস্থান করেন। বহু লোকে ইহাঁর পুষ্টি সম্পাদন করিয়া থাকে। ইনি স্বর্গদাতা ও সকলের রক্ষক এবং ইহাঁ হইতে ভূলোক ও দ্যুলোক উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে এই অগ্নি আমাদিগের পুত্রকে অনুষ্ঠান পথ প্রদর্শন করুন। ঋত্বিকেরা এই ধনদাতাকে ধারণ করিয়া থাকেন।

১১৩২

৫। নক্তোষাসা বর্ণমামেম্যানে ধাপয়েতে শিশুমেকং সমীচী। দ্যাবাক্ষামা রুক্মো অন্তর্বিভাতি দেবা অগ্নিং ধারয়ন্দ্রবিণোদাং। ১। ৭। ৩।

৫। 'নক্তোষাসা' রাত্রিঃঅহশ্চ 'বর্ণং' স্বকীয়ং স্বরূপং 'আমেম্যানে' পরস্পরং পুনঃ পুনঃ হিংসন্ত্যৌ 'সমীচী' সংগতে সংশ্লিষ্টে এবম্ভূতে অহস্ত্রিযামে 'একং শিশুং' অঙ্কঃ পুত্রং অগ্নিং 'ধাপয়েতে' হবীংষি পায়য়েতে 'রুক্মঃ' রোচমানঃ সোঽগ্নিঃ 'দ্যাবাক্ষামা' দ্যাবাপৃথিব্যোঃ অন্তর্ম্মধ্যে 'বিভাতি' বিশেষেণ প্রকাশতে। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। ১। ৭। ৩।

৫। দিবা ও রাত্রি বার বার আপনার আপনার স্বরূপকে হিংসা করত সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে। সেই দিবা ও রাত্রি এক মাত্র পুত্র অগ্নিকে হবি পান করাইয়া থাকেন। এই দীপ্তিশীল অগ্নি ভূলোক ও দ্যুলোকের মধ্যে সবিশেষ প্রকাশিত হন। ঋত্বিকেরা এই ধনদাতাকে ধারণ করিয়া থাকেন। ১। ৭। ৩।

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

৭ পৌষ রবিবার ১৭৯০ শক।

" আবিরাবীর্ম্মএধি। "

আমরা গৃহ-কার্য্যেই আবদ্ধ থাকি, কর্ম্ম ক্ষেত্রেই বিচরণ করি, অথবা অধ্যয়ন অধ্যাপনাতেই কালাতিপাত করি, আমারদের আত্মা সেই অকৃত—অমৃতের জন্যই সর্ব্বক্ষণ ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। বট বীজের ন্যায় যদিও আমরা ধরাতলে বালু-কণার সহিত মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছি, আমারদের অন্তর্নিহিত আত্মা বট বৃক্ষের ন্যায় সেই অনন্ত আকাশ অভিমুখেই উত্থিত হইবার জন্য উন্মুখ রহিয়াছে। আমারদের শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতিকে সংসার প্রতিক্ষণ আপনার প্রতি আকর্ষণ করিতেছে কিন্তু আত্মা সেই সমস্ত বাধা বিঘ্নের মধ্যে এই সংসার-অরণ্যেই সেই অনাদ্যনন্ত ভূমাকে অন্বেষণ করিতেছে। বিষয়-বাসনা যদিও আমারদিগের হৃদয়কে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে কিন্তু ঘটনা ক্রমে সেই বন্ধন ঈষৎ শিথিল হইলেই আত্মা অমনি দিগ্‌দর্শন শলাকার ন্যায় স্বাভাবিক ভাবে অবস্থান করে—সেই ভূমার অভিমুখীন হইয়া পড়ে। ঈশ্বর আমারদিগের আত্মার এমনি উন্নত প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, যে সে এই ক্ষুদ্র মর্ত্ত্যলোকবাসী হইয়া পক্ষীর ন্যায় দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিয়াও অনন্তের জন্য দিবারাত্র পিপাসিত রহিয়াছে। সে এখানে সংসারের অন্ন-জলে পরিপোষিত হইতেছে, সংসারীর স্নেহ মমতাতেই পরিপালিত হইতেছে, কিন্তু প্রতিক্ষণ পিঞ্জর-বদ্ধ পক্ষীর ন্যায় আকাশ-বিহারের জন্যই চেষ্টা করিতেছে। এখানকার বন্ধন-শৃঙ্খল ছেদ করিবার জন্যই সর্ব্বদা সচেষ্ট রহিয়াছে। চাতকের ন্যায় ধরাতলে বসতি করিয়া সেই ব্রহ্ম-প্রীতি-সুধার জন্য ঊর্দ্ধ্বমুখে ভূমাকে আহ্বান করিতেছে। ক্ষুদ্র হইয়া সেই মহানকে, পরিমিত হইয়া সেই অপরিমিতকে, মর্ত্ত্যজীব হইয়া সেই অমৃতকে পাইবার নিমিত্তই সমুৎসুক রহিয়াছে। মনুষ্য শরীরের এমন বলবীর্য্য নাই, যে সেই অশরীর অজ আত্মার নিকটবর্ত্তী হয়, তাহার বাক্যেরও এমন সামর্থ্য নাই, যে তাঁহাকে সম্যক্ নির্ব্বাচন করিতে পারে, তাহার জ্ঞানেরও এমন প্রভাব নাই, যে সেই অনন্ত জ্ঞানকে প্রকাশ করে, তথাপি তাহার আত্মা ব্রহ্ম-গত-প্রাণ হইয়া রহিয়াছে। সাংসারিক সম্পদ আপাতরম্য হইলেও, বিষয়-সুখ আশু তৃপ্তি বিধান করিলেও মনুষ্যের আত্মা সেই অনির্দ্দেশ্য সুখ-সাগরের প্রতিই সস্পৃহ-নেত্রে দৃষ্টি করিতেছে, সে সেই বাক্য-মনের অগোচর নিরতিশয় মহানকে পাইবার জন্য এখানকার হস্তগত সমুদায় সুখ সম্পদ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াও

প্রফুল্ল হইতেছে। ঈশ্বর আত্মার এমনি হৃদয়-রঞ্জন প্রিয় ধন, যে তাঁহাকে এখানে সম্যক্ লাভ করিতে না পারিলেও তাঁর অপার কারুণ্য স্বরূপের সমালোচনাতেও অসামান্য সুখ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। তাঁর অপার জ্ঞান চর্চ্চা হইতে নিবৃত্ত হইয়া যদি মানব-হৃদয় সমগ্র সংসার-সুখে নিমগ্ন হয়, তাহা হইলেও তাহার আন্তরিক অতৃপ্তি নিরাকৃত হয় না। কিন্তু সেই অমৃতের অন্বেষণে, সেই অনন্তের অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হইয়া কৃতকার্য্য না হইলেও তাহার চিত্ত প্রসাদ লব্ধ হয়, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলেই তাহার হৃদয় দুঃখ গ্লানিতে বিদ্ধ হইতে থাকে। ধর্ম্ম আচরণে প্রবৃত্ত হইয়া নিষ্পীড়ন নির্যাতনে ক্ষতবিক্ষত হইতে থাকিলেও তাহার আন্তরিক বল বর্দ্ধিত হয়, আলোড়িত জ্বলন্ত ইন্ধনের ন্যায় তাহার উৎসাহ অনুরাগ আরও প্রজ্বলিত হইতে থাকে। কিন্তু বিষয়ের সুখ স্বচ্ছন্দতার মধ্যে তাহাকে রক্ষা করিতে গেলে সে দিন দিন হীন-বল ও মুমূর্ষু হইতে থাকে।

ঈশ্বর আত্মার জীবন-জ্যোতি হইলেও তাঁহার সহিত তাহার এত নৈকট্য সম্বন্ধ থাকিলেও সে বিষয়-বিষে জর্জ্জরিত হওত মৃতকল্প হইয়া পড়িলেই তাঁহাকে বিস্মৃত হয়। ক্ষুদ্র বিষয়-কূপে আবদ্ধ হইলেই সে তাঁহার বিশ্ব-ব্যাপ্ত অতুল মঙ্গল-জ্যোতি দেখিতে পায় না। সে পাপ-কলঙ্কে বিকৃত হইলেই আপনার প্রকৃতি আপনি বুঝিতে পারে না। সে তন্তু-কীটের ন্যায় আপনার বন্ধনে আপনি আবদ্ধ হইয়া অন্ধীভূত হয়। সে সূর্য্যালোকের মধ্যে থাকিয়াও আপনি অন্ধকারে বাস করে। যখন সে দেব-প্রসাদে, আত্ম-প্রভাবে জাগরিত হয়, আপনার কর্ম্ম-দোষে, আপনার অন্ধতা বুঝিতে পারে, তখনই সে তন্তু কীটের ন্যায় আগ্রহের সহিত বহু আয়াস-নির্ম্মিত হৃদয়-গ্রন্থি ও মোহ-জাল ছেদ করিয়া আলোকে বহির্গত হয়। যখন সেই পবিত্র স্বরূপের প্রেমালোক সংস্পর্শে তাহার চির-নিদ্রা ভঙ্গ হয়, দিব্য জ্ঞান লাভ হয়, তখন তাহার অন্তরতম প্রদেশ হইতে এই প্রার্থনা-বাক্য নির্গত হইতে থাকে "আবিরাবীর্ম্মএধি।" তাঁর প্রসন্ন-মুখের বিমল-জ্যোতিতেই যখন সে আপনার ক্ষুদ্রতা মলিনতা, হীনতা দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারে— আপনাকে অসহায় ও অনন্যগতি জানিতে পারে, তখনই সে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া বলিতে থাকে "হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও।"

আত্মাকে জাগরিত রাখিতে পারিলেই, তাহাকে পাপ, তাপ ও সংসারাসক্তি হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেই, নদী যেমন সহজেই সমুদ্রাভিমুখে গমন করে, আত্মাও তেমনি সরল-ভাবে ঈশ্বরাভিমুখে উত্থিত হয়। প্রবাস-প্রমুগ্ধ ব্যক্তি যেমন স্বদেশ-সংবাদ শ্রবণ করিলে—স্বদেশের যাত্রীকে সন্দর্শন করিলে তাহার চৈতন্য হয়—স্বদেশানুরাগে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তেমনি যেখানে প্রকৃত স্বদেশের কথা সর্ব্বদা সমালোচিত হইতেছে, যেখানে ব্রহ্ম-ধামের যাত্রী সকল একত্রিত হইয়া মনের আনন্দে স্বদেশের গুণ ব্যাখ্যা করিতেছে, বিষয়-বিমুগ্ধ সংসারাসক্ত আত্মাকে এক এক বার তাদৃশ স্থানে লইয়া গেলে তাহারও মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হয়, তাহারও সেই করুণা-পূর্ণ পিতার সেই স্নেহময়ী মাতার অসদৃশ করুণা স্মরণ হইয়া অবিরল অশ্রুপাত হইতে থাকে। এই ব্রাহ্ম-সমাজ—এই পবিত্র উপাসনা-গৃহ সেই অমৃত ধামের যাত্রীদিগের সম্মিলন স্থল। এই সেই উন্নতি-পথের পথিকদিগের পান্থ-নিবাস। এখানে দাঁড়াইলেই সংসারের পরপার—সেই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধাম সন্দর্শন করা যায়। এখানে উপনীত হইলেই হৃদয় মন স্বদেশ

যাত্রার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। আমরা সেই জন্যই এই সুরম্য সময়ে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই সাধু সজ্জন-সমাজে প্রবেশ করাতেই হৃদয় এখন ব্রহ্ম লাভের জন্য অস্থির হইতেছে। আমারদের দোষ গ্লানি—পাপ মলিনতা সকলই স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে, অতএব এস সকলে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই, গতি-মুক্তির জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি।

হে দেব! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। আমি দুঃখ তাপে অবসন্ন হইয়া সংসার-অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছি, আমি পাপ প্রলোভনে অন্ধ হইয়া পথ-হারা পথিকের ন্যায় বিপথেই চালিত হইতেছি, তোমাকে ভুলিয়া এই প্রবাস-সুখে প্রমুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি। তুমি তোমার প্রসন্ন মুখের বিমল জ্যোতি বিকীর্ণ কর যে গম্য পথ দেখিতে পাই। তুমি অভয় দান কর যে, ভগ্ন নিরাশ হৃদয়ে আশা-রশ্মির সঞ্চার হউক, এই প্রাণ-শূন্য হৃদয়ে জীবন জ্যোতির আবির্ভাব হউক; দুঃখ-রজনীর অবসান হউক যে তোমার প্রসন্ন মূর্ত্তি সন্দর্শন করি। তোমাকে আর কি বলিব—তোমার নিকটে আর কি প্রার্থনা করিব, সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত এই যাচ্ঞা করি যে, হে স্বপ্রকাশ! তুমি আমার নিকট প্রকাশিত হও। তুমি আমাকে তোমার সেই দিব্য-ধামে লইয়া চল, যেখানে অবিচ্ছেদে তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাই, যেখানে অনিমিষলোচনে তোমার মঙ্গল-মূর্ত্তি দেখিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য।

জগদীশ্বরের প্রতি বিশ্বাস সকল ধর্ম্ম-মূলক তত্ত্বের অগ্রভাগে নিহিত আছে, এই বিশ্বাসকে কেহই ত্যাগ করিতে পারে না। অতীব অসভ্য জাতি মধ্যেও কোন না কোন প্রকারে এই বিশ্বাসের অস্তিত্ব দেখা যায়। পুরাবৃত্ত আলোচনায় আমরা অতি প্রাচীন জাতি মধ্যেও এই বিশ্বাসের নিদর্শন প্রাপ্ত হই[১]। পৃথিবীতে এখন যত প্রকার ধর্ম্ম-প্রণালী প্রচলিত আছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট দেখা যায় যে, ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও পারসীগণের ধর্ম্ম, আর আর সকল ধর্ম্ম-প্রণালীর মূলাধার। ইহাদিগেরই শাখা প্রশাখা নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই ছয় প্রকার ধর্ম্ম মধ্যে ইহুদী, পারসী এবং হিন্দু ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন; পারসী ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি পৃথিবী মধ্যে অতি অল্প। খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্ম ইহুদী ধর্ম্মের দুই প্রধান শাখা বলিলেও বলা যাইতে পারে এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মের এক মহত্তর শাখা মাত্র। হিন্দু-বৈদিক ও ইহুদীদিগের ধর্ম্ম পুস্তকে নিরাকার একমেবাদ্বিতীয়ং ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয় স্পষ্টই দেখা যায়; কিন্তু তথাচ এই দুই ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ মধ্যে পৌত্তলিকতার প্রভাব দেখা যায়। মূসা বারম্বার পৌত্তলিকতার নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন; ইহুদীর ধর্ম্ম-যাজকেরা বারম্বার পৌত্তলিকতার উপর বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন, তথাচ ইহুদীগণ-মধ্যে বারম্বার পৌত্তলিকতার প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয়। পুরাতন ভারতবর্ষীয় মুনিগণ যদিও সাধারণ মধ্যে পৌত্তলিকতা নিবারণ জন্য কোন কালে উৎসাহী হইয়াছিলেন, এরূপ দেখা যায় না, তথাপি তাঁহারা যে একেশ্বরবাদী ছিলেন তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ সংস্কৃত শাস্ত্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অতএব এই দুই ধর্ম্মের ধর্ম্ম-

১ Rawlinson's Ancient Monarchies, Vol 2nd. Page 228 Chapter VIII. Max Muller's chips. from a German Workshop Semitic Monotheism.

যাজকেরা কি নিমিত্ত পৌত্তলিকতা নিবারণে কৃতকার্য্য হয়েন নাই তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ব কালে গ্রীস, রোম, ও ইজিপ্ট দেশে পৌত্তলিকতার প্রভাবই সর্ব্বতোভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। প্রাচীন কালে কি জন্য যে এই রূপ পৌত্তলিকতার প্রভাব দেখা যায়, তৎপ্রতি বিশেষ রূপ আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, প্রাচীন কালের লোকেরা আপনাদের জ্ঞানান্ধ আত্মাতে নিরাকার জগদীশ্বরের ভাবের ধ্যান ধারণা করিতে সমর্থ হইত না। যদিও মধ্যে মধ্যে কোন কোন মহাত্মা নিরাকার পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণা জন্য উপদেশ দিয়া, ঈশ্বর-জ্ঞান বিষয়ক মহা সত্য সকল জ্বলন্ত অক্ষরে বিকীর্ণ করিয়া, মনুষ্যগণের নিকট তাহার প্রভা প্রতিভাত করিয়াছিলেন; তথাপি তাহা কোন রূপেই তাহাদিগকে চিরকালের জন্য অধিকার করিতে পারে নাই। বাস্তবিক পুরাবৃত্তের অন্ধতম প্রদেশ সকল যতই অন্বেষণ করা যায়, ততই জড় বস্তুতে ঐশী শক্তির বিশ্বাস দৃষ্টিগোচর হয়[২]। এবং এই রূপই যে হইবে, তাহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কেন না, নিরাকার পরমেশ্বরের চিন্তা, তাঁহার উপাসনা, যদিও ধর্ম্মের প্রধান উপদেশ, তথাপি জ্ঞান-যোগ ভিন্ন ইহা মনে ধারণ করা অতীব কঠিন ব্যাপার। জড় বস্তুকে ধ্যান করা, জড় বস্তুর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া মানসিক প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করা এত সহজ ব্যাপার, যে অসভ্য জাতিরা প্রথমেই তাহাতে প্রবৃত্ত হয়। প্রস্তরের কাঠিন্য, বৃক্ষের সুস্নিগ্ধ ছায়া, পর্ব্বতসমূহের উন্নত শিখর, নদী-প্রবাহের ভয়ানক তরঙ্গ দেখিয়া প্রথমেই ইহাদিগকে—এই জড়বস্তুদিগকে মনুষ্য হইতে সমধিক প্রতাপশালী মনে হইয়া উপাস্য বোধ হয়। আবার মধ্যে মধ্যে যে সকল প্রস্তরকে স্বাভাবিক নিয়মে আকাশ হইতে পতিত হইতে দেখে, তাহাকে যে ঐশী শক্তি বিশিষ্ট বলিবে ইহাও বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ক্রমে জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের মন ঐ সকল জড় বস্তুতে আপনাদের প্রতিকৃতি নিক্ষেপ করে, এবং সেই সকল প্রতিকৃতিতে অমানুষ শক্তি কিম্বা অমানুষ গুণ যোগ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে ঐশী শক্তি কিম্বা ঐশী গুণ যুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করে। পৌত্তলিকতার এই টুকু প্রমার্জ্জনও জ্ঞানের কার্য্য[৩]। জ্ঞান দ্বারা জড় প্রকৃতির উপর যত টুকু প্রভুত্ব স্থাপিত হয়, মনুষ্য ততই জড় বস্তুর প্রতি ভক্তি করিতে বিরত হয়। পুরাতন কালের সমুদায় জাতির মধ্যে জ্ঞানের প্রভাব অতি অল্প ছিল; এই জন্যই পৌত্তলিকতার প্রভাব দেখা যায়। ইহুদী জাতির ধর্ম্ম-যাজকগণ দ্বারা পৌত্তলিকতার বারম্বার নিষেধ সত্ত্বেও উহা মধ্যে মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল[৪]; কিন্তু ঐ রূপ ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে এই রূপ দেখা যায় যে, তাঁহারদিগের মনে ঈশ্বরের ভাব পৌত্তলিকদিগের অপেক্ষা কিছু উন্নত ছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা জগদীশ্বরকে নিরাকার বলিয়াও সাকার-স্বরূপ কল্পনা করিতেন। জগদীশ্বরের নিকট হইতে মূসার ধর্ম্ম-নিয়ম প্রাপ্ত হওয়া, পৌত্তলিকতার প্রভাব দেখিয়া ঈশ্বরের বারম্বার

২ Page 208. Lecki's Rise and Influence of Rationalism in Europe, Vol. 1st.

৩ Page 213, Rise of Leckie's Influence of Rationalism in Europe.

৪ Max Muller's chips from a German Workshop Page 365.

Leckie's Rise and Influence of Rationalism in Europe Page 215. Thus it was that the doctrine of one God taught to the Hebrews of old; remained for many centuries altogether inoperative. Buckle's History of Civilization.

ক্রোধ ও তজ্জন্য নগর সকল উচ্ছিন্ন করা, পাপী নৃপতির সম্মুখে ঈশ্বর-প্রেরিত জ্বলন্ত অক্ষর সকল বাস্তবিক প্রতিভাত হওয়া, এই সকল পাঠ করিলে তাহাদিগের ঈশ্বর-জ্ঞান, মঙ্গল-স্বরূপের জ্ঞান হইতে কত বিভিন্ন ছিল তাহা স্পষ্টই প্রতিভাত হয়[৫]। তথাচ নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা মনুষ্য মধ্যে প্রচলিত করিবার জন্য তাঁহারা যে কিছু লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতে হয়। ইহুদি জাতি মধ্যে যে ঐ রূপ উপাসনা বহুদিবসাবধি প্রচলিত ছিল, তাহার আর একটি বিশেষ কারণ আছে। তাঁহারা মিশর দেশ পরিত্যাগ করিয়া যখন পালেষ্টাইন দেশে আসিয়া বাস করিলেন, তখন চতুর্দ্দিকস্থ অন্যান্য জাতি এই জাতিকে উচ্ছেদ করিবার জন্য প্রবল সংগ্রাম উপস্থিত করিয়াছিল এবং ইহুদিদিগের ধর্ম্ম-যাজকেরা ঐ সময়ে এক ঈশ্বরের উপাসনা স্বদেশ-প্রেমের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া উহাকে নূতন বল প্রদান করিয়াছিল। ইহুদী জাতীয় ধর্ম্মযাজকেরা এক দিকে নিরাকার মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বরের কল্পনাকে, সাকার ভাবে প্রতিভাত করিলেন এবং আর এক দিকে আপনাদের ঐ ধর্ম্মকেই স্বজাতির অস্তিত্বের সহিত মিলন করিয়া দিলেন; এই রূপে তাঁহারা ইহুদী ধর্ম্মকে কোন রূপে রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু এ রূপ সুবিধা সত্ত্বেও ইহুদি জাতিরা মধ্যে মধ্যে পৌত্তলিকতার বশবর্ত্তী হইতেন।

পৃথিবীতে মধ্যে মধ্যে এমন এমন মহাপুরুষ সকল জন্ম গ্রহণ করেন যে তাঁহাদের ধর্ম্ম-যাজনা দ্বারা মনুষ্য জাতির মহৎ উপকার সাধিত হয়। তাঁহারা যে সকল জ্বলন্ত অক্ষর দ্বারা আপনাদের মনের ভাব ব্যক্ত করেন, তাহা দ্বারা অনেকেরই মনে ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ স্বর্গীয় অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। তাঁহারা ভবিষ্যৎকে উল্লঙ্ঘন করিয়াই যেন ধর্ম্ম-যাজনায় প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তন্মধ্যে কেহ কেহ ধর্ম্ম-বলে বলী হইয়া, ঈশ্বর-জ্ঞানে চরিতার্থ হইয়া, ধর্ম্ম-যাজনায় প্রবৃত্ত হওত ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আপনাদেরও কীর্ত্তি এবং নাম প্রচারে কৃতসংকল্প হয়েন। তাঁহারা ধর্ম্ম-প্রচারকের প্রকৃত সীমা উল্লঙ্ঘন করত কেহ বা ঈশ্বরের এক মাত্র প্রিয় পুত্র, কেহ বা ঈশ্বর-প্রেরিত এক মাত্র গুরু, এই বলিয়া আপনাদের উপাসনাও মনুষ্য মধ্যে প্রচলিত করিতে যত্নশীল হয়েন। জগদীশ্বরের ধর্ম্ম যাজনায় প্রবৃত্ত হইয়া আপনাকে উপাস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা অপেক্ষা ঘৃণিত লজ্জাকর ও অধার্ম্মিক ব্যবহার আর কিছুই নাই। ইসা ও মহম্মদ ইহার প্রকৃত দৃষ্টান্ত-স্থল। ইসা ইহুদী জাতি মধ্যে অতি নীচ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও ধর্ম্ম-যাজনায় স্বীয় প্রভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ইসার হৃদয়ে ঈশ্বরের ভাব ইহুদী জাতীয় অন্যান্য ধর্ম্ম-যাজকগণ অপেক্ষা বোধ হয় উন্নততর ছিল এবং এই জন্যই তাঁহাকে ভয়ানক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছিল; কিন্তু কালের গুণে তিনিও আপনার ধর্ম্মে একটি ভয়ানক কলঙ্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি পৌত্তলিকতার নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি যে ঈশ্বরের একমাত্র প্রিয় সন্তান ও মনুষ্যের উপাস্য এই বিষয়ের নিষেধ কিম্বা সম্মতি কিছুই প্রকাশ করেন নাই; প্রত্যুত, যদ্যপি বাইবলের নিউটেষ্টমেণ্টের সকল স্থানে বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে ইঙ্গিতে তাঁহার সম্মতিই প্রকাশ পায়[৬]। যাহা হউক মহাত্মা ইসার সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ, বিশেষতঃ

৫ Bible Old Testament.

৬ Newman's Phases of Faith, Chapter 7th Moral Perfection of Jesus.

সেণ্ট পল ইসার ধর্ম্ম ইহুদী মধ্যে নিবেশিত না রাখিয়া পৃথিবীতে প্রচারিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা ইসাকে কুমারী মেরীর গর্ভজাত ও নিরাকার জগদীশ্বরের এক মাত্র প্রিয় সন্তান বলিয়া তাহাকে মধ্যস্থ করত নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা প্রচলিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। পৌত্তলিকতা আর এক উন্নত সোপানে পদ নিক্ষেপ করিল। এই ঘটনায় সেণ্ট পলের অনেক কর্ত্তৃত্বই প্রকাশ পায়। সেণ্ট পলের জীবন-চরিত দেখিলে বোধ হয় যে তিনি গ্রীক-জ্ঞানে জ্ঞানবান ছিলেন ও এই রূপ ঘটনার সূত্রপাতে প্রবৃত্ত হওয়া বোধ হয় তাহারই ফল। গ্রীক জাতি পৌত্তলিক হইয়াও জ্ঞান-প্রভাবে ক্রমে পৌত্তলিকতাকে যে রূপ প্রমার্জ্জিত করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় পুরাবৃত্ত-পাঠক মাত্রই জ্ঞাত আছেন। রোম সাম্রাজ্য ইউরোপের বহু স্থান জয় করিয়া গ্রীক্ জ্ঞান দ্বারা শোভিত হয়েন; তাহাদের জয়ের সঙ্গে গ্রীক-ভাষা পৃথিবী মধ্যে প্রচলিত হইয়া, গ্রীক্ জাতীয় মহা পণ্ডিতগণের জ্ঞান-গর্ভ পুস্তক সকল ইহুদী ও তৎপার্শ্বস্থ অন্যান্য জাতি মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। বাইবলের নিউটেষ্টমেণ্ট গ্রীক্ ভাষায় রচিত হইয়াছিল এবং এই রূপ রচনা-প্রণালীই গ্রীক-জ্ঞানের প্রাদুর্ভাবের স্বল্প চিহ্ন মাত্র।

মনুষ্য জাতির যে রূপ জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাতে এই ঘটনার উৎপত্তি বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। গ্রীক-জাতীয় পণ্ডিতগণের গ্রন্থে জড় প্রকৃতির নিয়ম সকল আলোচিত হইয়াছিল। দর্শন-শাস্ত্র জ্ঞানের ঊর্দ্ধতম পরিসীমা—এই দর্শন শাস্ত্রের আলোচনাও গ্রীক্ জাতি মধ্যে বাহুল্য রূপে বিস্তৃত ছিল। গ্রীক-পণ্ডিতগণ অনেকেই নিরাকার জগদীশ্বরের প্রকৃত তত্ত্ব সকল অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণের ন্যায় তাঁহারা নিরাকার ঈশ্বরের প্রকৃত তত্ত্ব সাধারণের দুর্জ্ঞেয় বলিয়া সাধারণের নিকট ঐ সকল সত্যের উপদেশ প্রদানে বিরত ছিলেন, এবং ঐ রূপ উপদেশ দিলেও যে তাহা ফলবান্ হইত এরূপ বোধ হয় না।

খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ক্রমে ইউরোপে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইল; কিন্তু তৎকালে রোমীয় সাম্রাজ্য হীনবল হইয়া দুরন্ত অসভ্য জাতির হস্তে নিপতিত হওয়াতে জ্ঞানের চর্চ্চা রহিত হইয়াছিল, সুতরাং খৃষ্টীয় ধর্ম্মে পৌত্তলিকতার ঘোর প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; ক্রমে ইসা ও পরে তাঁহার জননী মেরীর প্রতিমূর্ত্তি সকল পূজিত হইতে লাগিল। হায়! কোন কোন ছবিতে ঈশ্বরের হস্ত সকলও চিত্রিত হইতে লাগিল! কিন্তু সৌভাগ্যশালী ইউরোপ খণ্ডে জ্ঞানের স্রোত আবার প্রবাহিত হইল, মুদ্রাযন্ত্র প্রস্তুত হইল, গেলিলিও ও কোপর্নিকস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জড় বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব সকল নির্ণয় করিতে লাগিলেন, জ্ঞান-প্রভা উদ্দীপিত হইল, মহাত্মা লুথর ধর্ম্ম-যাজনায় প্রবৃত্ত হইলেন, প্রতিমূর্ত্তি ও চিত্রপট সকল কারুকরের ও চিত্রকরের নিপুণতার চিহ্ন মাত্র হইল, নিরাকার ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপিত হইল; কিন্তু ইসা যে ঈশ্বরের এক মাত্র প্রিয় সন্তান ছিলেন এবং তিনি যে দয়া করিয়া পৃথিবীতে মনুষ্য জাতির পরিত্রাতা রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই বিশ্বাস অন্তর্হিত হইল না। এই রূপ পৌত্তলিকতা নিরাকরণ জন্য জ্ঞান-মূলক সত্যের প্রাদুর্ভাব হইতে আরম্ভ হইল; ধর্ম্ম-যাজকেরা আপনাদের প্রভুত্ব রক্ষার জন্য বাইবলের অক্ষর সকলের নানার্থ ঘটাইতে লাগিলেন, এ দিকে ভূতত্ত্ব বিদ্যা ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা মহা সত্য সকল নির্ণয় করিয়া বাইবল লিখিত

ঘটনা সকলকে অপ্রাকৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। ক্রমে বাইবল পরিত্যাগ করত খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-যাজকেরা নূতন বূহ রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা ইসার প্রকৃত চরিত্র ঐশী ভাব-পূর্ণ বলিয়া তর্ক করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইসারই চরিত্র ধর্ম্ম-ভাবের এক সীমা এই বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু ইউরোপে ইহাও রক্ষা করা তাঁহাদের কঠিন হইয়া উঠিতেছে। এই রূপ তর্কের এক সুবিধা এই যে জ্ঞান-বলে আমরা যতই উন্নত হই, এবং ধর্ম্ম-বলে আমরা যতই বলীয়ান হইয়া আমাদের প্রকৃত ধর্ম্ম-ভাব উন্নত করি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-যাজকেরা তাঁহাদের আদর্শ ইসাকে তাহারই চূড়ান্ত আদর্শ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু সাহস এই যে ঈশ্বরের প্রকৃত পরম মঙ্গল-স্বরূপ যতই মনুষ্য মনে জাগরূক হইবে ততই মনুষ্য-আদর্শ অতি অকিঞ্চিৎকর হইবে। জ্ঞান-মূলক মহাসত্য সকল জগদীশ্বরের মঙ্গল ভাবেরই আবিষ্কারে প্রবৃত্ত আছে।

হিন্দুধর্ম্ম যে কি, ইহা নির্দ্দেশ করা অতি সুকঠিন। হিন্দুধর্ম্ম অনেক সম্প্রদায়ে বিভক্ত: কিন্তু এই সকল সম্প্রদায় মধ্যে একটি সাধারণ সূত্র আছে যাহা অবলম্বন করিলে এই সকল গ্রন্থিকে ভেদ করা যাইতে পারে। হিন্দুধর্ম্ম সম্প্রদায় সকলই বেদকে সনাতন ও ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ইহাকে এক প্রকার বৈদিক ধর্ম্ম বলিলেও বলা যায়। সমুদায় বেদ আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, বেদান্ত-প্রণেতা মুনিগণ ঈশ্বর-জ্ঞানে অন্যান্য দেশের পণ্ডিতগণের অপেক্ষা উন্নত-তর ছিলেন। বেদান্ত-প্রণেতা মুনিগণ যে বৈদিক ঋষিগণের পরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের এই রূপ মানসিক ভাবই তাহার একটী প্রমাণ মাত্র। বৈদিক ঋষিগণ বোধ হয় অনেকেই ইন্দ্র-অগ্নি প্রভৃতির উপাসক ছিলেন সুতরাং তাঁহাদিগকে পৌত্তলিক বলা বাহুল্য মাত্র এবং তাঁহারা যে পৌত্তলিক হইবেন তাহাও বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কেন না তাঁহাদের মানসিক অবস্থা যে অন্যান্য প্রাচীন জাতিগণের মানসিক অবস্থা হইতে উন্নততর তাহাও বোধ হয় না। কিন্তু বেদান্তের আলোচনা করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়; কেন না বেদান্ত-প্রণেতা মুনিগণ অত্যল্পকাল মধ্যে আলোচনার বলে জ্ঞান-বলে ঈশ্বর-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যখন তাঁহারা এই ঈশ্বর জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন তখন তাঁহারা ঈশ্বরকে ইহুদীগণের ন্যায় আর সাকার ভাবে নিরীক্ষণ করিতেন না; প্রত্যুত গ্রীক পণ্ডিতগণের ন্যায় সেই জ্ঞান সাধারণের পক্ষে অতি দুর্জ্ঞেয় বলিয়াই তন্মধ্যে প্রচলিত করিতে সযত্ন হয়েন নাই। হিন্দু জাতির চতুষ্পার্শ্বের ভাবও এই ঘটনার সাহায্য প্রদান করিয়াছিল। হিমালয় এবং ভারতবর্ষের সীমান্বিত সমুদ্র সকল ইহাকে যেন আততায়িক সংগ্রামশালী জাতির পক্ষে অতি ভয়ানক দুর্গ-বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিল সুতরাং স্বদেশ-প্রেম ব্রাহ্মণগণের এক প্রকার অননুভূত পদার্থ বলিয়াই গণ্য করা যাইতে পারে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম [৭] বেদ সনাতন নয় এই

[৭] Such was the state of the Hindu mind when Buddhism arose or rather, such was the state of the Hindu mind which gave rise to Buddhism. Buddha himself, went through the school of Brahmans. He performed their penances, he studied their philosophy, he at last claimed the name of the Buddha, or the enlightened, when he threw away, the whole ceremonial with it's sacrifices, superstitions, penances, and caste's as worthless, and changed the complicated system of philosophy into a short doctrine of salvation. This doctrine of salvation has been called pure Atheism and nihilism, and it no doubt was liable to

প্রমাণ করিতে প্রথমে ব্রতী হয়। বৌদ্ধেরা ক্রমে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি, আঘাত করিল। ব্রাহ্মণগণকে অপদস্থ করিয়া ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী হইয়া ধর্ম্ম-মূলক সত্যের কতক গুলি সত্য সাধারণ মধ্যে প্রচলিত করিতে গিয়া ব্রাহ্মণগণের বিদ্রোহাচরণে বৌদ্ধেরা ভয়ানক সংকটে পতিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা ঐ ধর্ম্মকে ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হইতে না দেওয়ায় তাহা পৃথিবীস্থ অন্যান্য জাতি মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ জাতি ভারতবর্ষীয় অন্যান্য অসভ্য জাতিগণকে স্ববশে আনয়ন করিয়াও আপনাদের প্রভুত্ব স্থিরীকৃত করিয়া, তাহাদের জ্ঞান-দ্বার প্রায় রুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতি জ্ঞানোপার্জ্জনে এত দূর ব্রতী হইয়াছিলেন যে তাঁহারা অত্যল্প কাল মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান সকল লাভ করিয়া উন্নততম ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; কিন্তু সাধারণের জ্ঞান-দ্বার রুদ্ধ হওয়াতে যে পৌত্তলিকতার প্রভাব তাহাই রহিল। সাধারণে এই রূপ পৌত্তলিকতার প্রভাব ও জ্ঞান প্রভাবে মুনিগণের একেশ্বর-বিশ্বাস অবশ্যই জ্ঞান-মূলক সত্যেরই উপকারিত্বের প্রমাণ স্থল। এই রূপে ভারতবর্ষে এক অনন্যসাধারণ অদ্ভুত ব্যাপার প্রাদুর্ভূত হইল। এক দিকে উন্নততম ঈশ্বর-জ্ঞান, আর দিকে ঘোর পৌত্তলিকতা। এক দিকে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" এই মহা সত্যের প্রতি বিশ্বাস, আর এক দিকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ও তাহাদের প্রত্যেকের ভূরি ভূরি অবতারের প্রাদুর্ভাব ও তাহাদের প্রতিমূর্ত্তির উপাসনা। সাধারণের এই বিশ্বাস যে জ্ঞান-জ্যোতি দ্বারা ক্রমে প্রমার্জ্জিত হইবে তাহারও দ্বার ব্রাহ্মণ জাতি দ্বারা রুদ্ধ ছিল।

ইসার পর মহম্মদ। তিনি আরব দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী আপনার জাতিকে প্রথমে ঈশ্বরের পথে আনয়ন করেন। মহম্মদের জীবন-চরিত্র ও তাঁহার প্রণীত কোরাণ পাঠ করিলে তিনি ইহুদীদিগের ও ইসার ধর্ম্ম পুস্তক হইতে যে অনেক সাহায্য লইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে মহাত্মা মহম্মদ ইসার ন্যায় ঈশ্বর-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর পৌত্তলিক বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি এক বারও ঈশ্বরের এক মাত্র প্রিয় সন্তান বলিয়া আপনাকে কীর্ত্তিত করেন নাই এবং পৌত্তলিকতার নিষেধ এত স্পষ্টাক্ষরে উপদেশ দিয়াছিলেন যে মানব-নির্ণীত সমুদায় ধর্ম্ম-মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মকেই এক প্রকার অপৌত্তলিক বলা যাইতে পারে। কিন্তু কোরাণকে

both charges in it's metaphysical character, and in that form in which we chiefly know it. It was Atheistic, not because it denied the existence of such Gods as Indra and Brahma. Buddha did not even condescend to deny their existence. But it was called Atheistic, like the *Sankhya* Philosophy, which admitted but one subjective self, and considered creation as an illusion of that self imaging itself for a while in the Mirror of Nature. As there was no reality in creation, there could be no real creator.

All that seemed to exist was the result of ignorance, to remove that ignorance was to remove the cause of all that seemed to exist. How a religion which sought the anihilation of all existence, of all thought, of all individuality and personality, as the highest object of all endeavours could have laid hold of the minds of millions of human beings, and how at the same time, by enforcing the duties of morality, justice, kindness, and self-sacrifices, it could have exercised a decided beneficial influence, not only on the Natives of India, but on the lowest barbarians of Central Asia, is a riddle which no one has been able to solve. We must distinguish, it seems, between Buddhism as a religion and Buddhism as a Philosophy. The former addressed itself to millions, the latter to a few isolated thinkers. *Max Muller on Buddhist Pilgrims.*

ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া তিনি আর এক প্রকার পৌত্তলিকতার সংস্থাপন করেন এবং আপনাকে যদিও ঈশ্বরের এক মাত্র প্রিয় পুত্র বলেন নাই, তথাপি ঈশ্বর-প্রেরিত এক মাত্র গুরু এই রূপ বলিয়া গিয়াছেন, পৌত্তলিকতার এই আর এক সোপান।

প্রথমে প্রস্তর বৃক্ষাদির পূজা বোধ হয় পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত ছিল। পরে মেঘ বিদ্যুৎ বায়ু উষা অরুণ অগ্নি সূর্য্য ও নদ-নদীস্থ দেবতাগণের উপাসনা, পরে ইসার উপাসনা এবং তৎপরে মহম্মদের গুরু অবতার এই রূপে পৃথিবীতে ক্রমে ক্রমে পৌত্তলিকতার প্রমার্জ্জনা দেখা যাইতেছে। পৃথিবী মধ্যে জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পৌত্তলিকতার প্রমার্জ্জন দেখা যায়। গ্রীক এবং হিন্দু জাতিকেই পুরাকালে এই জ্ঞান বৃদ্ধির কর্ত্তা বলিতে হইবে। গ্রীক জ্ঞান দ্বারা ইহুদী জাতি মধ্য হইতে খৃষ্টান ধর্ম্ম পৃথিবীতে বিকীর্ণ হয় ও ভারতবর্ষে বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনার ধর্ম্ম আসিয়াতে বিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন।

মহম্মদ যে অগ্নি আরব দেশে নিক্ষেপ করেন সেই অগ্নি ক্রমে প্রজ্বলিত হইয়া, পারস্য দেশ হইতে পারসী-ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন করত ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল। পারসী-ধর্ম্ম ভারতবর্ষে আশ্রয় লইল এবং ভারতবর্ষও মুসলমানগণের অধীন হইল। যখন মহম্মদের ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রবেশ করিল, ব্রাহ্মণগণ তখন আপনাদের ধর্ম্ম স্বদেশ-প্রেমের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দিলেন এবং পৌত্তলিকতাকে আশ্রয় দিয়া হিন্দু জাতিকে মুসলমানগণ হইতে পৃথক রাখিতে সচেষ্ট হইলেন।

এই রূপে মানব-নির্ণীত ধর্ম্ম প্রণালীরও ক্রমশঃ প্রমার্জ্জন দেখা যাইতেছে। অতীব অসভ্য জাতির পৌত্তলিকতা ক্রমে সংশোধিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইহা যে জ্ঞান-মূলক সত্য সকলের প্রভাবে হইতেছে তাহার আর কোন সন্দেহই নাই। যত অজ্ঞান-অন্ধকার দূরীকৃত হইয়াছে ততই ঈশ্বর-জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ইহাতে এই প্রকাশ পাইতেছে যে ধর্ম্ম-মূলক সত্য সকলের উদ্দীপনও জ্ঞান-মূলক সত্য সকলের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে; সাহায্য আবশ্যক, কিন্তু ধর্ম্ম-মূলক সত্য যদি একেবারে না থাকিত তাহা হইলে জ্ঞান-মূলক নিয়ম সকল অকর্ম্মণ্য হইত এবং জ্ঞান-মূলক সত্য না থাকিলেও ধর্ম্ম-মূলক সত্যের উদ্দীপনের ব্যাঘাত জন্মিত। জ্ঞান ও ধর্ম্ম এই উভয় বিষয়ের উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি। আমাদের ভারতবর্ষ মুসলমান দ্বারা অধিকৃত হইলে, ভারতবর্ষীয়েরা যদ্যপি প্রগাঢ় মোহান্ধকারে নিপতিত হইয়াছিল, তথাচ আকবর প্রভৃতি মুসলমান নরপতিগণের গুণে ক্রমে মুসলমান শাস্ত্রও হিন্দুদিগের দ্বারা আলোচিত হওয়াতে ঈশ্বর-জ্ঞানের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। যদিও হিন্দু-জাতি পৌত্তলিকতা ত্যাগ করে নাই, তথাচ কবীর দাদু চৈতন্য ও নানকের শিক্ষা ও উপদেশ সকল পাঠ করিলে বোধ হয় যে মুসলমানগণের শাস্ত্র সকল তাহাদের দ্বারা পঠিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ নানকের ধর্ম্ম-প্রণালী যে কত দূর পরিশুদ্ধ তাহা এখানে বলা বাহুল্য। কিন্তু নানকের যে রূপ মতই থাকুক না কেন, শিখ্ জাতি মধ্যে আর এক রূপ পৌত্তলিকতা ক্রমে প্রচারিত হইল। তাঁহারা আদি গ্রন্থকে ক্রমে ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। কাল ক্রমে ভারতবর্ষ হিন্দু, বৌদ্ধ, পারসী ও মুসলমান এই চারি ধর্ম্মেরই আবাস স্থান হইয়াছিল। পোর্ত্তুগিস জাতি পৌত্তলিক খৃষ্টীয় ধর্ম্মও এখানে প্রচার করিলেন। পরে ইংরাজেরা ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন ও খৃষ্টীয় মিসনরিরা আপনাদের ধর্ম্ম প্রচার কামনায় ইউরোপীয়

বিদ্যা দানে প্রবৃত্ত হইলেন। আমরা এখানে নিঃশঙ্কিত চিত্তে বলিতে পারি যে, যদ্যপি পুরাতন মুনি ঋষিগণের ধর্ম্ম-শাস্ত্র, দর্শন-শাস্ত্র ও উপনিষদ সকল পৃথিবীতে প্রচারিত না থাকিত, যদ্যপি মুসলমানগণের ধর্ম্ম-শাস্ত্র সকল হিন্দু জাতির ভদ্র-সমাজ মধ্যে প্রচলিত না থাকিত, যদ্যপি ইংলণ্ডীয় বিদ্যার ও ইউরোপীয় জ্ঞান-গর্ভ পুস্তক সকল বঙ্গদেশীয় লোকগণের আত্মাকে আকর্ষণ না করিত, তাহা হইলে এক্ষণকার প্রচলিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মও এত দিন এখানে জন্ম গ্রহণ করিত না। মহাত্মা রামমোহন রায় আপনার অসাধারণ বুদ্ধিবলে সংস্কৃত ভাষায় আমাদের প্রচীন উপনিষদ সকল পাঠ করিয়া আরব ভাষায় মুসলমানগণের ধর্ম্ম-শাস্ত্র আলোচনা করিয়া পারস্য ভাষায় পারসীদিগের ধর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া, হিব্রু ও গ্রীক ভাষায় ইহুদীর ও ইসার ধর্ম্ম পুস্তক সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ও তিব্বত প্রদেশে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মকে প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। এই বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, উপরোক্ত সমস্ত মানব-ধর্ম্মের পৌত্তলিকতার প্রতিরোধী ও উপরোক্ত সমস্ত ধর্ম্মের বিশুদ্ধ আচরণের আদর স্থান। ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্ঞানের ও ধর্ম্মের শেষ সীমা। জ্ঞান-মূলক নিয়ম সকল যতই মহাসত্য সকল আবিষ্কৃত করিয়া মনুষ্য জাতির প্রকৃত উন্নতি সাধনে যত্নশীল হইবে ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকট ততই তাঁহারা প্রশংসনীয়। ধর্ম্ম-মূলক নিয়ম সকল যতই উদ্দীপিত হইবে ততই মনুষ্যগণ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পবিত্র আশ্রয় গ্রহণ করিবে। অন্যান্য ধর্ম্মে জ্ঞান ও ধর্ম্মের বিরোধ উপস্থিত হয় এই ধর্ম্মে তাহার সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হয়। যাহারা পুত্তলিকা প্রস্তুত পূর্ব্বক তাহার উপাসনা করে, জ্ঞান তথায় এই বিরোধ উপস্থিত করে, যে পুত্তলিকা জড় মাত্র, উহা বাস্তবিক মনুষ্যগণেরই অধিকৃত পদার্থ, উহাতে ঈশ্বর-শক্তি কিরূপে থাকিতে পারে। হিন্দু, গ্রীক, ও পুরাতন অন্যান্য পৌত্তলিক ধর্ম্মকে জ্ঞান এই বলিয়াই পরাভূত করত পৃথিবীর উপকার সাধন করিয়াছে।

খৃষ্ট ধর্ম্মে জ্ঞানের এই বিরোধ উৎপন্ন হয়, যে ইসা মনুষ্য, ঈশ্বরের এক মাত্র প্রিয় পুত্র হইতে পারেন না। সকল মনুষ্যই তাঁহার পুত্র, সাধু গুণে ভূষিত হইলেই ঈশ্বরের প্রিয় হয়; কিন্তু কেহই ঈশ্বরের এক মাত্র প্রিয় পুত্র নহেন। ইসা অপ্রাকৃত অদ্ভুত ব্যাপার প্রদর্শন দ্বারা অপনার ঐশী-শক্তির যে পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা ভ্রম মাত্র; কারণ ঈশ্বরের নিয়ম অলঙ্ঘনীয় ও অচিন্তনীয়। জগদীশ্বর সর্ব্বশক্তিমান বটেন কিন্তু পৃথিবীর প্রত্যেক ঘটনা তাহার নিয়ম-সূত্রে গ্রথিত, এই বিরোধ উপস্থিত হইলে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ও পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। মহম্মদের ধর্ম্মের সহিত জ্ঞানের এই বিরোধ উপস্থিত হয় যে কোন বিশেষ পুস্তক কখনই নিরাকার জগদীশ্বরের প্রণীত হইতে পারে না, কেন না এই বিশ্ব সংসারই তাঁহার প্রকৃত পুস্তক ও ইহার আলোচনায় যে সত্য পাওয়া যায়, তাহা কোরাণ এবং অন্য সকল মানব-প্রণীত ধর্ম্ম-পুস্তকের কাল্পনিক বৃত্তান্তের সহিত সম্পূর্ণ অনৈক্য। পুরাতন ইহুদী জাতীয় ধর্ম্ম-যাজকগণের সহিত জ্ঞানের এই অনৈক্য যে জগদীশ্বরের সৃষ্টি মধ্যে নিয়ম-সূত্রই বলবান। এই নিয়ম-সূত্র এবং ইহুদীগণের ঈশ্বরের ভাব সম্পূর্ণ অনৈক্য, এই জন্য জ্ঞানের সহিত তাহার সম্পূর্ণ বিবাদ। হিন্দু ও গ্রীক পণ্ডিতগণের সহিত জ্ঞানের এই বিবাদ, যে ঈশ্বর দুর্জ্জেয় নহেন; বাস্তবিক, তিনিই যথার্থ জ্ঞেয় পদার্থ। অতএব সাধারণ মধ্যে, সংসার মধ্যে, ইহা প্রচলিত করাই আবশ্যক।

ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত জ্ঞানের বিবাদ নাই। জ্ঞানের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম সঙ্কুচিত হয়েন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম অশঙ্কিতচিত্তে মনুষ্যকে জ্ঞানোপার্জ্জনে যত্নশীল হইতে আদেশ করেন; কেন না, জগদীশ্বরের নিয়ম সকল যতই আবিষ্কৃত হইবে, ততই তাঁহার পরমমঙ্গল স্বরূপের আবির্ভাব আমাদের আত্মাতে জাগরূক হইবে। ব্রহ্ম-জ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই মনে নিহিত আছে, মোহ তাহাকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছিল, জ্ঞান সেই সকল মোহকে দূরীকৃত করিতেছে। দেবদেবীর পূজা নিবারণ, মনুষ্য-বিশেষের পূজা নিবারণ ইহাই জ্ঞানের প্রভাব এবং জ্ঞান যতই ঈশ্বরের নিয়ম সকল আবিষ্কৃত করিয়া তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপ মনুষ্য নিকটে দেখাইয়া দিবে, মনুষ্য জাতি ততই উন্নত হইয়া মনুষ্যের আদর্শকে অতি অকিঞ্চিৎকর মনে করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্ঞান-প্রভাবে ধর্ম্ম-প্রভাবে পৃথিবীস্থ সমুদায় জাতির মনুষ্য-পূজাকে নিরাকৃত করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যের আদর্শ হইতে আর এক উন্নততর উন্নততম আদর্শ পৃথিবীতে বিস্তার করিতে ব্রতী হইয়াছেন। অনন্ত কাল মনুষ্য সম্মুখে রাখিয়া উন্নত হইবে। পূর্ণ মঙ্গল জগদীশ্বরই সেই আদর্শ। তাঁহার পথে চলিলেই আমাদের মুক্তি হইবে। অতএব তিনিই পরিত্রাতা, তিনিই কৃপা করিয়া আমাদের সম্মুখে তাঁহার আদর্শ রাখিয়াছেন। অতএব তিনিই দয়ালু, তিনিই গুরু, তিনিই করুণাময় প্রভু। অপূর্ণ মনুষ্য আমাদের পরিত্রাতা নহে, অপূর্ণ মনুষ্য আমাদের সম্পূর্ণ আদর্শ নহেন। ইসা ও মহম্মদের ধর্ম্মাবলম্বিগণ ইসা ও মহম্মদ এই দুই মনুষ্যকে আপনাদের পূর্ণ আদর্শ বলে। ব্রাহ্মধর্ম্ম-জগদীশ্বরকে ব্রাহ্মগণের পূর্ণ আদর্শ বলেন। যাঁহারা ঈশ্বরের নিয়ম সকল আলোচনা করিতে করিতে জ্ঞান-দর্পে দর্পিত হইয়া ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয়েন, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহাদিগকে এই উপদেশ প্রদান করেন, যে তোমরা নিয়ম দেখিতে দেখিতে অন্ধ হইয়া নিয়ন্তাকে বিস্মৃত হইয়াছ [৮]।

পুনরায় যাঁহারা জ্ঞানকে তুচ্ছ করেন, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এই উপদেশ প্রদান করেন, যে তোমরা জ্ঞান উপার্জ্জন করিলে প্রকৃত ঈশ্বর-জ্ঞানে উন্নত হইয়া, নানা ভ্রম

৮ When all the motions of the heavenly bodies have been reduced to the dominion of gravitation, gravitation itself remains an insoluble problem. Why it is that matter attracts matter we do not know—we perhaps never shall know. Science can throw much light upon the laws that preside over the development of life; but what life is, and what is its ultimate cause, we are utterly unable to say. The mind of man, which can track the course of the comet and measure the velocity of light, has hitherto proved incapable of explaining the existence of minutest insect or the phenomena in ascertaining their sequences and their anologies, its acheivements have been mervellous; in discovering ultimate causes, it has ablolutely failed. An impenetrable mystery lies at the root of every existing thing. The first principle, the dynamic force, the vivifying powers, the efficient causes of those successions which we term natural laws, elude the utmost efforts of our research. The scalpel of the anatomist and the analysis of the chemist are here at fault. The microscope, which reveals the traces of all pervading, all ordaining, intelligence in the minutest globube, and displays a world of organized and living beings in a grain of dust, supplies as solution of the problem. We know nothing or next to nothing of the relations of mind to matter, either in our own persons or in the world that is around us; and to suppose that the progress of natural science eliminates the conception of a first cause from creation, by supplying natural explanations is completely to ignore the sphere and limits to which it is confined. Leckie's Rise and influence of Rationalism in Europe.

প্রমাদ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে, অতএব জ্ঞান দ্বারা হৃদয়-স্থিত প্রকৃত ঈশ্বর-জ্ঞানকে দৃঢ়ীকৃত কর, ইহাতে তোমাদের মহৎ উপকার সাধিত হইবে। পূর্ব্বে অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত হইয়া কেহ কেহ পুত্তলিকাকে কেহ কেহ বা মনুষ্যকে পূজা করিয়াছে, জ্ঞান উপার্জ্জন করিলে তোমারদের আত্মা নূতন বল ধারণ করিবে, তোমাদের বিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতি অটল অচল হইবে ও ভ্রম প্রমাদ শূন্য হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিবে। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এই রূপে জ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য স্থাপনে ব্রতী হইয়াছেন।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে প্রাচীন হিন্দু ও গ্রীক জাতীয় পণ্ডিতগণ ঈশ্বর-জ্ঞান অতি দুর্জ্ঞেয়, সাধারণ লোক ইহার ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হইতে পারে না, সাধারণ মনুষ্য সম্মুখে কোন প্রাকৃতিক বস্তু না রাখিলে জগদীশ্বরের ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হইতে পারে না, সাধারণে পুত্তলিকা কিম্বা মনুষ্যকে আশ্রয় না করিয়া ঈশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে পারে না এই যে তাহাদিগের একটি ভ্রম ছিল, ইহা যে ভ্রম মাত্র, ভারতবর্ষের লোকগণ বঙ্গ দেশের লোকগণ ইহা যেন আপনাদের কার্য্য দ্বারা পৃথিবীতে প্রথমে প্রচার করেন।

এলাহাবাদ ব্রাহ্ম-সমাজ।

১৭৮২ শকে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কতিপয় ব্রাহ্মের যত্নে এই স্থানে প্রথম একটি ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপিত হইয়া প্রায় ৫ বৎসর পরে তাহা রহিত হয়। তদনন্তর ১৭৮৭ শকের ২৩ শ্রাবণ দিবসে শ্রীযুক্ত বাবু হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকটি ব্রাহ্মের উৎসাহে শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মিত্র মহাশয়ের ভবনে সমাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। পরে উহা নগরের মধ্যবর্ত্তী স্বতন্ত্র বাটিতে আনীত হইয়া নিয়মিত রূপে চলিতেছে। উপাসনা কার্য্য কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রণালী অনুসারে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান আচার্য্য মহাশয় কাশ্মীর হইতে প্রত্যাগমন কালে প্রয়াগে কয়েক দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহার অবস্থিতি কালে সমাজ গৃহে বিগত ১৫ ই অগ্রহায়ণ দিবসে মহা সমারোহ পূর্ব্বক এক সমাজ হয়। তাহাতে তিনি নিম্ন লিখিত মর্ম্মে একটি বক্তৃতা করেন।

"ব্রহ্ম নাম ভারতবর্ষের চিরন্তন ধন। যখন হিন্দু জাতি হিন্দু নাম প্রাপ্ত হয় নাই—যখন তাহারা আর্য্য নামে বিখ্যাত ছিল, তখনও এই ব্রহ্ম নাম বিদ্যমান ছিল। বৈদিক কর্ম্ম কাণ্ডের প্রাদুর্ভাব তাহাকে বিলুপ্ত করিতে পারে নাই—পৌরাণিক পৌত্তলিকতাও তাহাকে বিনাশ করিতে পারে নাই—মুসলমানদিগের অত্যাচারও তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারে নাই—মিশনরিদিগের খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম প্রচারও তাহাকে উন্মূলন করিতে পারে নাই। ব্রহ্ম নাম ভারতবর্ষের চির ভূষণ। কি বেদ, কি স্মৃতি, কি পুরাণ, কি তন্ত্র সকল হিন্দু শাস্ত্রই ব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন করিতেছে। ব্রহ্মোপাসনা নূতন প্রকার উপাসনা নয়, এ উপাসনা ভারতবর্ষে চির প্রসিদ্ধই আছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের সনাতন ধর্ম্ম।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আত্মার ধর্ম্ম। উহা আত্মাকে ঊর্দ্ধমুখ করিয়া রাখে। যখনই মনুষ্য পরিমিত দেবতার উপাসনা করিতে ইচ্ছুক হয়, তখনই ব্রাহ্মধর্ম্ম আত্মাকে অনন্ত দেবের দিকে আকর্ষণ করে। ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব অবিনশ্বর অক্ষরে মানব-হৃদয়ে চিরকাল মুদ্রিত আছে। যখনই কোন ধর্ম্ম বিকৃত

আকার ধারণ করে, তখনই ব্রাহ্মধর্ম্মের সেই অবিনশ্বর ভাব জাগরূক হইয়া তাহার পবিত্রতা সম্পাদন করে। পরিমিত দেবতার উপাসনা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে—যখনই পরিমিত দেবতার উপাসনা আরম্ভ হয়, তখনই ব্রাহ্মধর্ম্ম অন্তর্হিত হয়। সাবধান! ব্রাহ্ম হইয়া যেন পরিমিত দেবতার উপাসনা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে কলঙ্কিত না কর। যিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন।

ঈশ্বরই পাপের পরিত্রাতা। ঈশ্বরই কেবল মনুষ্যকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন। মনুষ্য কখনো মনুষ্যকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে না। পাপপ্রপীড়িত আত্মার ভার কেবল ঈশ্বরই মোচন করিতে পারেন; মনুষ্য কখনো তাহা মোচন করিতে সমর্থ হয় না। যখন আমরা পাপ-তাপে কাতর হইয়া ঈশ্বরের নিকট পলায়ন করি, তখনই করুণাময় ঈশ্বর তাঁহার অমৃত ক্রোড়ে আমাদিগকে স্থান দিয়া, পাপ তাপে দহ্যমান আত্মাকে শীতল করেন। আমরা যদি পাপ হইতে পরিত্রাণ জন্য কোন মনুষ্যের নিকট প্রার্থনা করি, তাহা হইলে তাহা পৌত্তলিকতা হয়। রাজা রামচন্দ্র দুষ্ট-দমন ও শিষ্ট-পালন জন্য বিখ্যাত ছিলেন—রাজা রামচন্দ্র ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন বলিয়া তিনি সকলেরই সম্মান যোগ্য। এই সম্মান ভাব বিগর্হিত নহে, কিন্তু যদি রামচন্দ্রকে ঈশ্বর মনে করিয়া পাপ হইতে পরিত্রাণ জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, তাহা হইলেই তাহা পৌত্তলিকতা হয়। সাধু মনুষ্যকে ভক্তি করা কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু ঈশ্বরের সিংহাসনে তাঁহাকে স্থাপন করা বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বিধান নহে।"

বন্ধু।

শেষ।

তোমা বিনা মনোদুঃখ কব আর কারে।
তোমা বিনা কে বা তাহা নিবারিতে পারে ॥
তোমা বিনা হৃদয়ের বন্ধু কে বা আছে।
হৃদয়ের দ্বার খুলে কান্দি কার কাছে ॥
তোমা হতে কে বা আর আছে হে আপন।
তোমা হতে কে বা আছে বিশ্বাস-ভাজন ॥
ভয়-শূন্য হয় প্রাণ তোমাকে সঁপিয়া।
বিপদে সাহস পাই তোমাকে দেখিয়া ॥
জটিল কুটিল চিন্তা কত আসে মনে।
তন্ন তন্ন করি তাহা তোমার স্মরণে ॥
রোগের ঔষধ তুমি শোকের সান্ত্বনা।
পাপের দমন আর কে বা তোমা বিনা ॥
তুমি হে ক্ষুধার অন্ন পিপাসার জল।
বিশ্রামের তরুতল পথের সম্বল ॥
হৃদয়-রঞ্জন তুমি নয়ন-অঞ্জন।
কণ্ঠের ভূষণ তুমি কিরীট-রতন ॥
তব সম নাহি পাই খুজে ত্রিভুবন।
সখা হে আমার তুমি মনের মতন ॥
যাবতীয় প্রিয় বস্তু হতে তুমি প্রিয়।
আত্মীয় হইতে তুমি পরম আত্মীয় ॥
পিতা মাতা ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন।
কে করিতে পারে দয়া তোমার মতন ॥
কাল পূর্ণ হলে যবে সকলে ত্যজিবে।
আপনার বলি তুমি গ্রহণ করিবে ॥
রোগ শোক জরা মৃত্যু করি নিবারণ।
নিত্য পূর্ণ আনন্দেতে করিবে মগন ॥
ঘুচাইয়ে এক বারে সকল দুর্গতি।
করিবে অনন্তকাল অনন্ত উন্নতি ॥
ওহে সখা তোমা বিনা আর কেহ নাই।
আমার মনের কথা তোমারে জানাই ॥
এসেছি তোমার ভবে তোমার ইচ্ছায়।
পেয়েছি মানব দেহ তোমার কৃপায় ॥
যা করি করাও তুমি কৌশল করিয়া।
তোমার কি অভিপ্রায় না পাই ভাবিয়া ॥
তব ইচ্ছা সিদ্ধি হোক আমি এই চাই।
কখন তোমাকে যেন ভুলে নাহি যাই ॥
তোমার কাজের জন্যে এসেছি হেথায়।
মন যেন ভাবে তাই কাজের বেলায় ॥
তব অনুচর হয়ে মন যেন থাকে।
মন যেন তোমাকে হে দিবানিশি ডাকে ॥
তব কার্য্যে অবসর পাইব যখন।
দিও যেন দয়া করি চরণে শরণ ॥
যত করিয়াছি দোষ করিয়া মার্জ্জনা।
এখন পূরাও এই মনের বাসনা ॥
এস হে হৃদয়-সখা হৃদয়-মাঝারে।
সখা বলে আলিঙ্গন করিহে তোমারে ॥
প্রেমানন্দে যোগানন্দে হয়ে নিমগন।
প্রাণ-ভরি দেখি তব প্রসন্ন বদন ॥

তুমি হে প্রাণের প্রাণ জগতের প্রাণ।
সুধার আধার তুমি প্রেমের নিধান॥
মোহ-অন্ধ হৃদয়ে তোমারে যদি পাই।
আর কিবা চাই তবে আর কিবা চাই॥
কাজ নাই রাজ-গৃহে কুটীরে রহিব।
পর্য্যঙ্কে কি প্রয়োজন ভূতলে শুইব॥
বসন অভাবে নয় বল্কল পরিব।
সামান্য শাকান্নে নয় উদর পূরিব॥
কারেও না পাই যদি একা মাত্র রব।
তোমারে হৃদয়ে দেখে দুঃখে সুখী হব॥

বিজ্ঞাপন

আগামী ১১ মাঘ ঊনচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল নগদ মূল্যে শতকরা ২৫ টাকা কমিসন বাদ বিক্রয় হইবে।

সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	॥০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (বাঙ্গলা অক্ষরে)	।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম খণ্ড (তাৎপর্য্য সহিত)	॥০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ড	৵০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত ..	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান দ্বিতীয় প্রকরণ	॥০
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি	॥০
মাঘোৎসব	১
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ...	॥০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৵০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা	॥০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ..	।৵০
তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ	১॥০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা—প্রথম ভাগ ...	১
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা দ্বিতীয় ভাগ ..	১
আত্মোৎকর্ষ বিধান	১।৵০
প্রশ্ন মঞ্জরী	॥০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৶০
ব্রহ্মোপাসনা	৴০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	৴০
ব্রহ্ম-স্তোত্র	৴১০
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	।০
ধর্ম্ম-শিক্ষা	৵০
পৌত্তলিক প্রবোধ	।০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষদ দেবনাগর অক্ষরে	৵০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	৵০
ভবানীপুর ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের উপদেশ ১।২।৩।৪।৫।৬। সংখ্যা একত্র	।০
ধর্ম্ম চর্চ্চা	।০
প্রবচন সংগ্রহ	৴১০
প্রার্থনা এবং সঙ্গীত	৴০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত	।০
সংগীত মুক্তাবলী	।০
সুতাব সঙ্গীত	।০
উদ্বোধনাঞ্জলি	৴০
গৃহ কর্ম্ম	৶০
স্তোত্রমালা	।০
ধর্ম্ম দীক্ষা	৴০
ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা ১৭৮৭ শকের একত্র বাঁধান	৸০
ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা ১৭৮৬।৮৭ শকের	১॥০
ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা ১৭৮৮ শকের ..	৸০
দীপ্ত-শিরার অভিষেক	(১০
ব্রহ্মসাধন	৴১০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৴০
ব্রাহ্মব্যবহার	৴০
দুর্গোৎসব	৴০
বর্ণমালা—প্রথম সংখ্যা	(১০
বর্ণমালা দ্বিতীয় সংখ্যা	৴০

	Rs.	As.
Defence of Brahmoism and the Brahmo Somaj		4
Selections from Vaidanta		2
Hindoo Theism.		1
Theists Prayer Book		1
Signs of the Times		1
Vaidantic Doctrines Vindicated ..		2
Doctrine of Christian Ressurrection		2
Physiology of Idolatry		2
Lectures on Patholgy of Fever....................	1	4

পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সকল (যাহা উপস্থিত আছে) এবং তত্ত্বপ্রকাশ (যাহার মূল্য৶০) অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রীত হইবে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৫। কলিগতাব্দ ৪৯৬৯। ১ মাঘ বুধ বার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তম কল্প
দ্বিতীয় ভাগ।
ফাল্গুন ১৭৯০ শক।

৩০৭ সংখ্যা । ব্রাহ্মসম্বৎ ৩৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঊনচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ ১৭৯০ শক।

প্রাতঃকালে ৮ ॥০ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির ব্রাহ্মগণ কর্ত্তৃক পরিপূর্ণ হইলে নিম্ন লিখিত সঙ্গীত হইল।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

আজি আমারদের মহোৎসব। আজ আনন্দের
সীমা কি।
সব সুহৃদে মিলে ডাকি সখারে। আজ
আনন্দের সীমা কি।

সঙ্গীত শেষ হইলে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া এই বক্তৃতা করিলেন।

“বঙ্গবাসী ভারতবাসীগণ! অদ্য তোমরা সকলে হৃদয়ের সহিত এই মহোৎসবে যোগ দেও। ইহাই তোমারদের প্রকৃত উৎসবের দিন। এই পুণ্য মাসে, এই পুণ্য বাসরে, ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম রূপ স্বর্গীয় বীজ বঙ্গভূমির উর্ব্বর ক্ষেত্রে রোপিত হয়; তাহা এক্ষণে শাখা পল্লবে বিস্তৃত হইয়া শত শত আত্মাকে ছায়া দান করিতেছে। তোমরা যদি প্রকৃত মঙ্গল চাও; আপনার উন্নতি, পরিবারের উন্নতি, জনসমাজের উন্নতি সংসাধন করিতে চাও, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মকে অবহেলা করিও না। এক্ষণে ভারত-গগন ঘন তিমিরে আচ্ছন্ন—চতুর্দ্দিক্ হইতে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, সৌভাগ্য রবি অস্তমিত হইয়াছে, ক্ষত্রিয়েরা নির্ব্বীর্য্য, ব্রাহ্মণেরা নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে; হিন্দু সমাজ বিকলেন্দ্রিয়, মৃতপ্রায়; ধর্ম্ম, বাহ্যাড়ম্বর অর্থ শূন্য প্রলাপ বাক্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে;—এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মই এক মাত্র আশা। ইনি অল্পে অল্পে হিন্দু সমাজে, নূতন জীবন নূতন স্ফূর্ত্তি, নূতন বল সঞ্চারিত করিতেছেন—যে সকল জটিল শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া, হিন্দু সমাজ নিষ্পন্দ, অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা একে একে ছিন্ন হইতেছে;—উন্নতির পথ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে রূপ উৎকৃষ্ট উপাদানে নির্ম্মিত, তাহাতে ইহাই যে কালে পৃথিবীর ধর্ম্ম হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ব্রাহ্মধর্ম্ম যে জন সমাজের

পত্তন ভূমি হইবে, সে সমাজ যে পৃথিবীর আদর্শ হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে বিচিত্র কি ?

প্রথমতঃ। ব্রাহ্মধর্ম্ম উন্নতির ধর্ম্ম—ইনি উন্নতির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়েন না ; সত্য যেখান হইতে আসুক না কেন, ইনি আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম আত্মার ধর্ম্ম। আত্মা যে পরিমাণে ঈশ্বরের স্বরূপ অবগত হইবে; জ্ঞান ধর্ম্ম প্রীতিতে উন্নত হইতে থাকিবে, নূতন নূতন সত্য সকল উপার্জ্জন করিবে, সেই পরিমাণে ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিপুষ্ট হইবে। আত্মা যে রূপ উন্নতিশীল, ব্রাহ্মধর্ম্মও সেই রূপ উন্নতি-সাপেক্ষ ধর্ম্ম। এই পৃথিবীতেই আমারদের জ্ঞান ধর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয় না—এই জীবনেই আমরা ঈশ্বরের সকল স্বরূপ অবগত হইতে পারি না; এ দেহ ত্যাগ করিয়া যত আমরা উন্নত হইতে উন্নততর লোকে গমন করিব, ততই ঈশ্বরের স্বরূপ, ঈশ্বরের মহিমা অধিক রূপে উপলব্ধি হইতে থাকিবে। আমরা এখানে থাকিয়াও যত সত্য উপার্জ্জন করিব, তাহা সকলি ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পত্তি হইবে। আমারদের ধর্ম্ম গ্রন্থ-বিশেষে আবদ্ধ নাই—ইহার উপর কালের হস্ত নাই, কীটেরও উৎপাত নাই। আত্মার বিনাশ না হইলে আর ব্রাহ্মধর্ম্মের বিনাশ হয় না। আমারদের ধর্ম্ম কতকগুলি অক্ষর মাত্রে পর্য্যবসিত নহে—মুখ-পরম্পরাগত প্রবাদ মাত্রও নহে—কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনাবলিও ইহার সার নহে—ইহার সত্য-সকল সমর্থন করিবার নিমিত্ত কোন বাহ্য সাক্ষীরও আবশ্যক করে না—মনুষ্যের আত্মাই তাহারদের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই জীবন্ত ধর্ম্মের অভাবে সুসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও কত উন্নতির ব্যাঘাত হইতেছে—ধর্ম্ম পুস্তকের সহিত ঐক্য হয় না বলিয়া কত সত্যকে জলাঞ্জলি দিতে হইতেছে—স্বাধীন আত্মার স্ফূর্ত্তি উদ্যমের কত লাঘব হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ। ব্রাহ্মধর্ম্ম উদার সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। যেমন ঈশ্বর এক, তেমনি ধর্ম্মও এক। যেমন একই বায়ু সকল প্রাণিদিগের দেহ চেষ্টা সকল বিধান করিতেছে; একই সূর্য্য সমস্ত জগৎকে আলোকিত করিতেছে; সেই রূপ একই ধর্ম্ম সকল আত্মার ক্ষুৎ পিপাসা মোচন করিতেছে। যে সকল সত্য সকল-ধর্ম্মেরই মূলে বর্ত্তমান, সকল ধর্ম্মেরই সাধারণ সম্পত্তি, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। এই হেতু ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সহিত অন্য ধর্ম্মের বিরোধের সম্ভাবনা নাই। ইনি উন্নত ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া, পক্ষপাতশূন্য হইয়া, সকল মনুষ্যকেই প্রীতিনয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন। এই পৃথিবীতে ধর্ম্মের নামে কত অধর্ম্মই না হইতেছে। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পিতা, পুত্রের প্রতি কঠোরতাচরণ করিতেছে; স্বামী, ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিতেছে; ভ্রাতায় ভ্রাতায় ঘোর বিবাদ হইতেছে—কত দেশে কত সমাজে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইতেছে। কোথায় ঈশ্বর ধর্ম্মকে সুনির্ম্মলা শান্তির উদ্দেশে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন, না ধর্ম্মই অশান্তির কারণ হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মই সেই শান্তির রাজ্য বিস্তার করিবার নিমিত্ত এখানে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ব্যক্তি বিশেষের বিষয়-ক্ষতিলাভের সহিত যখন ধর্ম্মকে জড়িত করা হয়, তখনই ধর্ম্ম জীর্ণ শীর্ণ মলিন হইয়া স্বার্থপরতায় পরিণত হয়। অতএব, ব্রাহ্মগণ সাবধান! আমরা যেন নির্ম্মল, উদার ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্বীয় বৈষয়িক ক্ষতিলাভের সহিত লিপ্ত করিয়া, ইহাকে সংকীর্ণ মলিন করিয়া না ফেলি। আমরা যেন ধর্ম্মের নামে নিজ স্বার্থপরতাকে চরিতার্থ না করি। আমরা যেন সেই অনন্ত ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করিতে গিয়া, আমা-

দের ক্ষুদ্র যশোমান বিস্তারে নিযুক্ত না থাকি। ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত স্বার্থপরতার লেশ মাত্র সংস্রব নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম এক হস্তে প্রলোভন ও অপর হস্তে বিভীষিকা ধারণ করিয়া আমারদিগকে ধর্ম্মের পথে আকর্ষণ করিতেছেন না; তিনি স্নেহ প্রদর্শন পূর্ব্বক ধর্ম্মের মধুময় রাজ্যে—ঈশ্বরের প্রেম রাজ্যে আহ্বান করিতেছেন। তিনি আমারদিগকে উপদেশ দিতেছেন, নিষ্কাম ভাবে ধর্ম্মের জন্যই ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিবে; ঈশ্বরকে লাভ করিবার নিমিত্তই, ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইবে।

তৃতীয়তঃ। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে এই আর একটী সত্য পাইতেছি যে ঈশ্বরের সহিত আমারদিগের অতি নৈকট্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। তিনি আমারদের পিতা মাতা, আমরা সকলেই তাঁহার পুত্র; তাঁহার নিকট যাইতে হইলে কোন মধ্যস্থের আবশ্যক করে না, তিনি পাপী তাপী সকলকেই তাঁহার অমৃতময় ক্রোড়ে আহ্বান করিতেছেন—এই ভাবটী যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মে জাজ্বল্যমান এমন আর কোন ধর্ম্মে নাই। বস্তুতঃ এই ভাবটী আমাদের এ দেশীয় ধর্ম্মের ভাব। আমারদের পূর্ব্ব পুরুষেরা, ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র ওতপ্রোত ভাবে দৃষ্টি করিতেন, গিরি গুহা কানন সমুদ্রে, সর্ব্বত্রই তাঁহার সত্তা অনুভব করিতেন—প্রতি ঘটনায় তাঁহার হস্ত বিদ্যমান দেখিতেন। যেমন ঈশ্বর ও মনুষ্য মধ্যে ব্যবচ্ছেদ স্থাপন করা ইহুদি দেশীয় ধর্ম্মের, সেই রূপ এই সৃষ্টির সহিত স্রষ্টার অতি নিগূঢ় নৈকট্য যোগ স্থাপন করা অস্মদ্দেশীয় ধর্ম্মের মূল ভাব। কিন্তু আমারদের পূর্ব্ব পুরুষেরা এই ভাবটি এত দূর লইয়া গিয়াছিলেন, যে তাঁহারা যুক্তির সীমা লঙ্ঘন করিয়া, একটী মহৎ ভ্রমে নিপতিত হইলেন। তাঁহারা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কিছু-মাত্র ব্যবধান রাখিলেন না; তাঁহারা ভাবিলেন যখন সকলই ব্রহ্মময়—তখন ব্রহ্মই জগৎ, জগৎই ব্রহ্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই ভ্রম বিনাশ করিয়া পরমাত্মার সহিত আত্মার বাস্তবিক নৈকট্য যোগটী সম্যক্ রূপে রক্ষা করিয়াছেন। আমাদের সহিত ঈশ্বরের অনন্ত যোগ। আমরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ পিতা মাতা বিধাতা ও পাপের মোচয়িতা জানিয়া, যেন তাঁহারই শরণাপন্ন হই ও সংসারের ভয়াবহ স্রোত-সকল অতিক্রম করিয়া কল্যাণ পথে উন্নতি লাভ করিতে থাকি।

চতুর্থতঃ। ব্রাহ্মধর্ম্ম সমগ্র ধর্ম্ম। ঈশ্বরকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই যে তাঁহার প্রকৃত উপাসনা, এই ভাবটী ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন। প্রীতিবিহীন হইয়া আমরা তাঁহার যে কার্য্য করি, তাহা যেমন বাহ্যাড়ম্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে; সেই রূপ যে প্রীতি কার্য্যেতে প্রকাশ না পায়, সে প্রীতি প্রীতিই নহে। আমরা ঈশ্বর হইতেই সকল সুখ সৌভাগ্য লাভ করিতেছি—তাঁহার অজস্র করুণায় আমরা জীবিত রহিয়াছি—অথচ আমরা তাঁহাকে এক বার মনেও করি না—আমরা ঈশ্বরের কার্য্য করি অথচ কাহার কার্য্য করিতেছি, আমরা তাহা জানি না—এই সাংসারিক ভাব যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ; সংসার হইতে পলায়ন করিয়া, তাঁহার আদিষ্ট সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন না করিয়া শুদ্ধ ধ্যানেতেই নিমগ্ন থাকা—অথবা বৈরাগী হইয়া আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া, অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করা—এই সন্ন্যাসিক ভাবও ব্রাহ্মধর্ম্মের তেমনি বিরোধী। ঈশ্বর আমারদিগকে এই অভিপ্রায়ে সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন, যে আমরা সংসারের উন্নতি সাধন করি, তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য সম্পন্ন করি, সাংসারিক প্র-

লোভনের সহিত প্রতি মুহূর্ত্তে সংগ্রাম করিয়া আত্মাকে দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ করি। ঈশ্বরের যাহা অভিপ্রায় তাহাই মঙ্গল, তাহাই ধর্ম্ম। অতএব হে ব্রাহ্মগণ! আমরা যেন স্বাধীন ভাবে, ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া সংসারের তাবৎ হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকি; আপনার উন্নতি, পরিবারের উন্নতি, দেশের উন্নতি; জগতের উন্নতি সাধনে আগ্রহ পূর্ব্বক অগ্রসর হই। ধর্ম্মকে কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া না রাখি। আমরা যেন কিছুতেই উদাসীন না থাকি। ঔদাসীন্যই হিন্দুদিগের পতনের অন্যতর কারণ। আমারদের দেশের অনেকেই সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অরণ্যে বাস করাই ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা মনে করিয়া থাকেন। এই রূপ উদাসীন ভাব বহু অনর্থের মূল; ইহাতে আত্মার প্রবৃত্তি সকল, যথোচিত রূপে পরিচালিত না হওয়াতে, মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়—ধর্ম্ম অঙ্গহীন হইয়া থাকে—জন সমাজের উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়—জ্ঞান ও সভ্যতা তিরোহিত হইয়া যায়।

হে পরমাত্মন্! তোমার এই উদার পরিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মকে জগৎময় প্রচার কর—তোমার পবিত্র আসন প্রতি আত্মাতে স্থাপন কর—তোমার সিংহাসন প্রতি পরিবারে প্রতিষ্ঠিত কর—এই আমার প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

পরে প্রধান আচার্য্য মহাশয় এই উদ্বোধন দ্বারা উপাসনা আরম্ভ করিলেন।

উদ্বোধন।

"যিনি অসীম আকাশে স্থিতি করিতেছেন, যিনি হৃদয়ে হৃদয়ে বর্ত্তমান, যিনি সকল আত্মার অন্তরাত্মা, যিনি প্রীতির এক মাত্র নিকেতন, যিনি শ্রদ্ধার পরম ভাজন, যিনি গুরু পিতা পাতা—তিনি এই ব্রাহ্মসমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি এই ১১ মাঘের উৎসবের উৎসাহ দাতা। আমরা যেমন তাঁহার উপাসনার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি, সংবৎসর পরে উৎসবের উদয়ে যেমন আমরা এক-হৃদয় হইয়া তাঁহার চরণে শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রীতি-পুষ্প-অঞ্জলি দিবার জন্য এখানে সমাগত হইয়াছি—তেমনি সেই মহান্ বিভু সর্ব্বাশ্রয় একমেবাদ্বিতীয়ং পূর্ণ পুরুষের প্রীতি-নয়ন এখানে আমারদের সকলের উপরে রহিয়াছে, তিনিও এই উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে আমারদের মধ্যে ক্রীড়া করিতেছেন, এখানে পবিত্র সমীরণ তাঁহার পবিত্রতার সঙ্গে বহমান হইতেছে, সেই জ্ঞান-জ্যোতি এখানকার এই জ্যোতিকে বিদীর্ণ করিয়া আমারদিগকে অবলোকন করিতেছেন, এই জ্যোতির মধ্যে বিশ্বতশ্চক্ষুর চক্ষু-সকল উন্মীলিত রহিয়াছে, তাঁহার মাতৃ-স্নেহ-দৃষ্টি আমারদিগকে উৎসাহ দিতেছে, সেই উৎসাহে পূর্ণ হইয়া তাঁহার সিংহাসনের অভিমুখে যাইতেছি। তিনি এখানে বর্ত্তমান, যেন তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি দিতে কিছুমাত্র কৃপণতা না করি—শ্রদ্ধা ভক্তিকে উজ্বল করিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত করি।"

উদ্বোধনের পর এই ব্রহ্ম-সঙ্গীত গীত হইল।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

সবে মিলে গাও তাঁহার মহিমা। আজ কর
রে জীবনের ফল লাভ।
হৃদয়-থাল-ভার, ভক্তি-পুষ্প-হার, প্রভুচরণে
ছাও রে ছাও।
নব নব রাগ রচিত বন্দন মালা, গাঁথি গাঁথি
দে উপহার।
বিশ্বাধার প্রভু সেই, যশোগীত তাঁরি প্রচার
সকল সংসার।

পরে স্বাধ্যায়ান্ত ব্রহ্মোপাসনা সমাপ্ত হইলে এই গান গীত হইল।

রাগিণী দেবগিরি—তাল একতালা।

নয়ন খুলিয়ে দেখ নয়নাভিরামে। হৃদয়-
কমল বিকাশে যাঁর নামে।
গগনে ভানু সহস্র কর বিস্তারি জগত মন্দিরে
বিরাজেন স্বপ্রকাশ।
দেখ দেখ প্রেমাকরে, দিবাকর জিনিয়ে
সুন্দর উজ্জ্বল অনুপমে।

অনন্তর ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েকটী শ্রুতি তাৎপর্য্যের সহিত পাঠ হইলে শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াসী মহাশয় এই বক্তৃতা করিলেন।

"ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যন্তরে অতি মহান্ উদ্দেশ্য সন্নিবিষ্ট আছে। ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে, মনুষ্যের মলিন কামনা সাধনের জন্য নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মকে তাঁহার আপনার প্রভাবে সঞ্চরণ করিতে দাও; আপনাদের ক্ষুদ্র ভাবে ইহাঁর সৌন্দর্য্য কলঙ্কিত করিও না। জ্ঞান প্রচার ও প্রেম বিস্তার করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের পথ পরিষ্কৃত করিতে থাক; দেখিবে ইহাঁর সৌন্দর্য্যে মর্ত্ত্য লোক কি সুন্দর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে।

যখন যৌবনের মত্ততা, রিপুগণের উত্তেজনা ও সম্মুখের প্রলোভন চক্ষুকে অন্ধ করিয়া রাখে, কর্ণকে বধির করিয়া দেয় এবং সমুদায় বিচার শক্তি অপহরণ করিয়া লয়; তখন ঈশ্বরের পবিত্র নাম, ধর্ম্মের উপদেশ ও কল্যাণের পথ তুচ্ছ বোধ হয়, পাপের মূর্ত্তি সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে, এবং স্বেচ্ছাচার পৌরুষ বলিয়া পরিগৃহীত হয়—তখন স্নেহ ও হিতৈষণার অবতার-স্বরূপ জনক-জননীর পবিত্র মূর্ত্তিও যেমন অবমানিত হয়, ধর্ম্মও সেই রূপ অবজ্ঞাত হইতে থাকেন। কিন্তু ঈশ্বর তখন কোমল হস্তে তাঁহারদিগকে প্রতিপালন করেন। যদি আপনার সংকট বুঝিতে পারিয়া তখন তাঁহারা ঈশ্বরকে ডাকেন, ঈশ্বর তখনই—তাঁহাদের দগ্ধ হৃদয়ে অমৃত সিঞ্চন করেন। এমন ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিওনা; ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম উপদেশ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবন ও মৃত্যুর পথ পৃথক্ করিয়া সকলের নিকট প্রদর্শন করিতেছেন, এবং মৃত্যু হইতে জীবনের পথে আনয়ন করিবার জন্য নির্ব্বিশেষে সকলকেই আহ্বান করিতেছেন। কাহাকেও সুখ ভোগে বঞ্চিত করা ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে; প্রত্যুত নিত্য সুখের পথ প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই ব্রাহ্মধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়াছেন। যদি সেই সুখ-ধামের সরল পথ চাও, তবে সমুদায় অবৈধ সুখ-সম্ভোগ এখনই পরিত্যাগ কর, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরোধ। ধনোপার্জ্জন কর, যশোবিস্তার কর, মান সম্ভ্রমে সমুন্নত হও, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতি বন্ধক নহেন; ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ এই যে, সত্য পথ পরিত্যাগ করিওনা, ন্যায় পথ পরিত্যাগ করিওনা, ধর্ম্ম পথ পরিত্যাগ করিওনা। যে কর্ম্ম করিলে পরিণামে সন্তাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে, তাহা এখন অবধিই পরিত্যাগ কর। বিষয়-সুখ ক্ষণকালের জন্য, তাহা আত্মার অন্ন স্বরূপ; শরীর যেমন অন্ন পানে পুষ্ট হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে বল পায়;—আত্মা সেই রূপ পরিমিত বিষয়-সুখ ভোগ করিয়া স্ফূর্ত্তি লাভ করে এবং শরীর ও মনের অভাব-সকল পূর্ণ থাকিলে মনুষ্য সহজে ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইতে পারেন; এই উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া বিষয়-সুখ ও ইন্দ্রিয়-সুখ পরম পুরুষার্থ ভাবিয়া তাহাতেই নিমগ্ন থাকা কর্ত্তব্য নহে। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ।

বিষয়-সুখ অপেক্ষা আর এক উন্নততর সুখের অধিকারী হইয়া মনুষ্য জন্ম গ্রহণ

করিয়াছে; যথার্থ পাত্র হইয়াও সে অধিকারে বঞ্চিত থাকা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের অভিপ্রায় নিরূপণ করিয়া প্রীতির সহিত সেই অভিপ্রায় অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে আত্মাতে অনির্ব্বচনীয় প্রসন্নতা উপস্থিত হয়। সেই আত্ম-প্রসাদ বিষয়-সুখ অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট ও পরিমাণে গুরু। ঈশ্বর মনুষ্যকে ধর্ম্মজীবী করিয়াছেন; মনুষ্য পশুদিগের ন্যায় কেবল আত্মম্ভরি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে নাই। অন্যের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রীতি ভাব বিস্তার করিয়া, ন্যায় ও হিতৈষণার আদেশ অনুসারে অন্যের অহিতাচরণ হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া, সকলের দুঃখ নিবারণ ও সুখ বর্দ্ধন করিয়া, মনুষ্য এই মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়াই স্বর্গ সুখ ভোগ করিতে পারেন। ইহার জন্য যদি কখন বিষয়-সুখ বিসর্জ্জন করিতেও হয়, তাহাতেও পরাঙ্মুখ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরোধ।

মনুষ্য যখন ধর্ম্মানুষ্ঠানে পবিত্র হইয়া আত্ম-প্রসাদ ভোগ করিতে থাকেন, তখন তাঁহার নিকট আর এক উচ্চতর সৌভাগ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। তিনি তখন অনায়াসে পরমাত্মাতে আত্মার সমাধান করিয়া জীবন ধারণের চরম ফল ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে পারেন। জড়ের ধর্ম্ম, শরীরের ধর্ম্ম, ও মনের ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া— অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষ ভেদ করিয়া, বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থান পূর্ব্বক, সেই বিজ্ঞানময় আত্মাতে যে আনন্দময় পরমাত্মা বিরাজমান আছেন, তাঁহার সহিত সমাগত হইয়া মনুষ্য ইহ জীবনেই শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন এবং হৃদয় গ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হইয়া মোক্ষরস পান করিতে থাকেন। আত্মা যখন ঈশ্বরেতে অবস্থান করিবে,—তখন উচ্চপর্ব্বতে আরোহণ করিলে ভূপৃষ্ঠের বৃহৎ বস্তুও যেমন ক্ষুদ্র বোধ হয়, সেই রূপ শৈশবের ক্রীড়া ও যৌবনের বিলাস এবং পশু প্রবৃত্তির পরিচারণা ও পাপ পথে সঞ্চরণ অতীব হেয় ও জঘন্য বলিয়া আপনা হইতে প্রতীয়মান হইবে। কি প্রকারে ঈশ্বরের সহবাস চিরস্থায়ী হয়, তখন তাহারই জন্য ব্যাকুল হইয়া উপায়-সকল অনুসন্ধান করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই রূপে জীবনের পথ প্রদর্শক হইয়া, মনুষ্যকে অবৈধ বিষয়-সুখ পরিহার পূর্ব্বক পাপ হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত আত্ম-প্রসাদে অভিষিক্ত করিবেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে এই পৃথিবীও আপ্যায়িত হইতে থাকিবে, সমাজ-সকল সুসংস্কৃত হইবে, দেশাচার পরিশোধিত হইবে, রাজনীতি সমুৎকৃষ্ট হইবে, ভ্রাতৃভাব বিস্তারিত হইবে, সুখ স্বচ্ছন্দতা পরিবর্দ্ধিত হইবে এবং সভ্যতা ও স্বাধীনতা পরিব্যাপ্ত হইবে। কিন্তু যেমন অদ্যকার উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য সেই ধর্ম্ম ও শান্তির প্রেরয়িতা পরমেশ্বরকে সবান্ধবে উপাসনা করা, আর সমুদায় তাহার আনুসঙ্গিক শোভা; সেই রূপ ঈশ্বরের সঙ্গে অবস্থান করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে আরোহণ করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য; বাহ্য বিষয়ের উন্নতি তাহার আনুসঙ্গিক ফল। প্রথমে ঈশ্বরকেই চাই। তাঁহার প্রেম-মুখ দর্শন করিতে না পাইলে আর সকলই নিরর্থক হইবে। হৃদয় তাঁহারই প্রেম সুধা পান করিবার নিমিত্ত লালায়িত হইয়া আছে। তাঁহাকে লইয়া বরং পর্ণকুটীরেও অবস্থান করিব; তাঁহাকে ছাড়িয়া অট্টালিকার প্রয়োজন নাই। পর্ব্বতে পর্ব্বতে পরিভ্রমণ কর, বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া থাক, চীর খণ্ড পরিধান কর, ফল মূল খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি কর; যদি হৃদয় কন্দরে সেই জ্যোতি

বিরাজিত থাকে, সকল দুঃখ, সুখ হইয়া উঠিবে। আজি আমরা সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই মহোৎসব আমারদিগকে বিবিধ সুখ প্রদান করিতেছে। ধার্ম্মিকগণের মনোহর মুখশ্রী, এক দেবতার উপাসক বান্ধবগণের সমাগম, এবং তৃপ্তিকর সঙ্গীত মাধুরী অন্তরে পবিত্র সুখ বর্ষণ করিতেছে; ঈশ্বরের আদেশে— ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশে এই মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেছি স্মরণ করিয়া প্রচুর আত্ম প্রসাদ লাভ হইতেছে, এবং যখন দেখিতেছি সেই অমৃতময় তেজোময় পুরুষ এই উৎসবের প্রাণ-রূপে অবস্থান করিতেছেন, বাহিরে সমুদায় আকাশ অন্তরে সমুদায় আত্মা তাঁহারই দ্বারা পূর্ণ হইয়া আছে, তিনি পিতার ন্যায় মাতার ন্যায় গুরুর ন্যায় বন্ধুর ন্যায় সমস্ত দিন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন; তখন অনুপম ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া ধন্য হইতেছি।

"অনাদিমৎ ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা।" হে অনাদি মৎ পরমাত্মন্! সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছ, তোমা হইতে সমস্ত ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি সমুদায় বস্তুতে গূঢ় রূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছ; তুমি অসীম আকাশে অনন্ত রূপে বিরাজ করিতেছ; তুমি আমাদের আত্মাতে আনন্দ রূপে দীপ্যমান আছ। আজি তোমারই আদেশে এই উৎসবে সমাগত হইয়া তোমার ও তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের সৌন্দর্য্য পান করিতেছি। যে উৎসবে তোমার ভাব নাই, তাহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। হৃদয়ের উন্নত কামনা কেবল তোমারই সমাগমে পরিপূর্ণ হয়। হৃদয়ে যদি তোমার জ্যোতি দেখিতে পাই, তবে সকলই জ্যোতির্ম্ময় হয়। হে জ্যোতির্ম্ময়! তোমারই জন্য হৃদয় সমুৎসুক হইয়াছিল। মুক্ত কণ্ঠে যে তোমার নাম গান করিতেছি, ইহাই আমাদের মহোৎসব; তোমাকে লইয়াই যে অদ্যকার দিবস অতিবাহিত করিব, ইহাই আমাদের মহোৎসব; তোমার ভক্তগণে যে পরিবেষ্টিত হইয়া আছি, ইহাই আমাদের মহোৎসব। হে জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; তোমার কৃপায় এই ব্রাহ্মধর্ম্ম লাভ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে বল দাও; তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মকে জীবনের পথ প্রদর্শক করিয়া তোমার পবিত্র সন্নিধানে উপনীত হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

তৎপরে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় এই উপদেশ প্রদান করিলেন।

"অদ্য যেমন এই উৎসব-দিনে মেঘ-আবরণ ভেদ করিয়া নবতর সূর্য্য আকাশ হইতে সমুজ্জ্বলিত হইল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল সৃষ্টি প্রকাশিত হইল—সেই প্রথম দিনে, সেই আদি দিনেও এই প্রকারেই এই সূর্য্যের উদয় হইয়াছিল এবং এই জগৎ সংসার প্রসূত হইয়াছিল। সেই দিন প্রথম উৎসবের দিন—সেই প্রথম দিন হইতে অদ্যাবধি এই জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যের কিরণ সমুদয় জগতে বিকীর্ণ হইতেছে—সেই প্রথম দিন হইতে ঈশ্বরের সংকল্প সিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। সেই প্রথম দিনের আনন্দ, সেই প্রথম দিনের মঙ্গল ভাব, সেই প্রথম দিনের সংকল্প, অদ্যাপি বহমান রহিয়াছে। যেমন অদ্যকার এই প্রাতঃকালের সূর্য্য-কিরণে সমুদয় পৃথিবী উজ্জ্বলিত হইয়াছে; সেই প্রকার সেই প্রেমময়ের আনন্দ-জ্যোতিতে নব বল ধারণ করিয়া আমারদের সমুদয় আত্মা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। সূর্য্যের কিরণের শেষ নাই—ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের বিরাম নাই। এই এক মঙ্গলময়ের প্রভাবে

সকলের উন্নতি। দেখ, যে মঙ্গলময়ের প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া এই সমুদায় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই প্রেমের উপরে নির্ভর করিয়াই এখনো সকল চলিতেছে। তিনি অদ্যাপি লোক-ভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু-স্বরূপ হইয়া সমুদয় ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। "এষসেতুর্বিধরণএষাং লোকানামসম্ভেদায়।" তিনি আপনার করতলে সকল ধরিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার পবিত্র মঙ্গল ভাব অনুভব কর। আমরা সেই পবিত্র-স্বরূপের মঙ্গল ভাব দেখিয়া ধন্য হইয়াছি। যখন পৃথিবীতে প্রথম আসিয়াছিলাম, তখন সকলি অন্ধকার দেখিয়াছিলাম। জ্ঞান আচ্ছন্ন ছিল, ভাব মুকুলিত ছিল—মাতৃ ক্রোড়ে শয়ান ছিলাম। ক্রমে জ্ঞান প্রকাশিত হইল, হৃদয়ের ভাব স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল, কর্ত্তব্য-কর্ম্মের শাসনে আত্মা উন্নতও পবিত্র হইল, তার সঙ্গে সঙ্গে সত্য-সুন্দর-মঙ্গলকে বুঝিতে পারিলাম। একই দিনে এই সকল আমরা পাই নাই, কিন্তু এই সকল পাইব বলিয়া পূর্ব্ব হইতে সকলি প্রস্তুত ছিল। সেই রূপ যদিও মনুষ্য-সমাজে বিশুদ্ধ-রূপে ঈশ্বরের উপাসনা এত দিন প্রচলিত হয় নাই; কিন্তু তাহা যে হইবে না, এমন কখনই নহে। ক্রমে ক্রমে মনুষ্য-সমাজ উন্নত হইতেছে, ক্রমে ক্রমে পৌত্তলিকতা চলিয়া যাইতেছে—এমন দিন আশা করিতেছি, যখন সকলে এক স্বরে একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের গুণ গান করিবে। এই সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। যখন ঈশ্বরের সঙ্কল্পের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের যোগ রহিয়াছে, তখন ইহা নিঃসংশয় বাক্য যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিবার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবেই হইবে। আমি আপনার জীবন-পুস্তক পাঠ করিয়াও দেখিতেছি যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্য-জ্যোতি ও নিষ্কাম প্রীতি প্রেরণ করিয়া আমার তমসাচ্ছন্ন পাপ-দূষিত আত্মাকে ক্রমাগত পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করিতেছেন। সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের হস্ত যে কেবল আমার উপরেই, তাহা নহে—তাহা সকলের উপরেই রহিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলের আত্মাকেই পবিত্র করিয়া ব্রহ্মের দিকে লইয়া যাইতেছেন। অদ্য তাঁহারই আহ্বানে তোমরা এখানে সমাগত হইয়াছ। ইহাতে কি তোমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের আকর্ষণ ও ঈশ্বরের করুণা অনুভব করিতেছ না? এখানে এখন সত্য ও প্রেমের হিল্লোল উঠিয়া আত্মাকে কেমন মধুময় করিতেছে—ইহার জন্য সকলে মিলিয়া হৃদয়-থাল-ভার ভক্তি-পুষ্প-হার সেই প্রেমদাতার চরণে অর্পণ কর। "যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং নমোভিঃ" নমস্কার পূর্ব্বক তোমারদের এবং আমারদের চিরন্তন ব্রহ্মের সহিত সমাধান করি—স্বীয় আত্মাকে সেই পরমাত্মার সহিত যোগ করি। "অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা" হে অনাদিমৎ! তুমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ—তোমা হইতে এই সমুদয় ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে। এই সত্য সকলেই উল্লেখ করিতেছে—এই সত্য সত্য-স্বরূপের নিকট হইতে আসিয়াছে। তোমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য-সকল পোষণ কর—নিষ্কাম প্রীতির সহিত ঈশ্বরের সেবা কর।

হে পরমাত্মন্! তুমি দুর্ব্বলের বল, নতুবা তোমার মহিমা কীর্ত্তন করি এমন আমার কি সাধ্য! আমার যাহা কিছু গ্রহণ কর। তোমাকে যে প্রেম দিতে পারিতেছি, এই আমার সৌভাগ্য। হে দেব! যাঁহারা এই উৎসব-ক্ষেত্রে অদ্য তোমার সত্য আহরণ করিবার জন্য, তোমার প্রেম পান করিবার জন্য, আগমন করিয়াছেন; তাঁহারা যেন শূন্য হস্তে, শূন্য হৃদয়ে না যান। প্রতি জনের আত্মাতে তোমার সত্যের আদর্শ প্রেরণ কর,

তোমার পবিত্র প্রেম প্রেরণ কর। হে পরমেশ্বর! তোমার যে কি এক অপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তি আছে, সেই শক্তি দ্বারা এই উৎসব-ক্ষেত্রে প্রতি জনের হৃদয়কে আকর্ষণ কর। তোমার সত্য গ্রহণ করিতে উৎসাহী কর, তোমার সত্য ধারণ করিতে উৎসাহী কর, তোমার সত্য প্রচার করিতে উৎসাহী কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

শেষে নিম্ন লিখিত কয়েকটী ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইয়া প্রাতঃকালের উপাসনা ভঙ্গ হইল।

সঙ্গীত।

রাগিণী আসা—তাল ঠুংরি।

বলিহারি তোমারি চরিত মনোহর গায়
সকল জগতবাসী।
প্রভু দয়ার অবতার, অতুল গুণ-নিধান, পূর্ণ
ব্রহ্ম অবিনাশী।
না ছিল এ সব কিছু, আঁধার ছিল অতি ঘোর
দিগন্ত-প্রসারি।
ইচ্ছা হইল তব, ভানু বিরাজিল, জয় জয়
মহিমা তোমারি।
রবি চন্দ্র পরে জ্যোতি তোমার হে আদি-
জ্যোতি কল্যাণ।
জগত পিতা জগত পালক তুমি সকল মঙ্গলের
নিদান।

রাগিণী টোড়ী—তাল চৌতাল।

তুমি তো জীবনের আধার।
ডাকি তোমায়, সংসার-মোহ-কোলাহলে দেও
নিস্তার।
রয়েছো সকল ভুবন করি আলো, নিরঞ্জন
সনাতন, যত আর সকলি অসার।

রাগিণী টোড়ী—তাল চৌতাল।

দীননাথ! প্রেম-সুধা দেও হৃদে ঢালিয়ে।
তপ্ত হৃদয় শান্ত হবে, রাখে কে নিবারিয়ে॥
তব প্রেম-নীরে আহা শুষ্ক তরু মুঞ্জরে।
উৎস যত উৎসারিত মরু-ভূমি-প্রস্তরে।
অমৃত-ধার মুক্তি-জনন সেই প্রেম জানিয়ে,
যাচি নাথ বিন্দু তার শোক-দগ্ধ অন্তরে।
সংসার ঘোর ছাড়ি আর বিপদ-জাল কাটিয়ে,
জুড়াব প্রাণ, পরম সখা! তোমার প্রেম
গাইয়ে॥

রাগিণী গৌড়শারঙ্গ—তাল আড়াঠেকা।

আঁখি-অঞ্জন! ডাকি হে তোমারে।
তোমা তরে তৃষিত হৃদয়, প্রেম সুধা পিয়াও
আমারে।
চঞ্চল চপলা সম চমকি নয়ন, কোথা গেলে
ফেলিয়ে আঁধারে।

——:০:——

মধ্যাহ্ন কালে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে নিম্ন লিখিত ব্রহ্ম-সঙ্গীত গীত হইল।

রাগিণী লুম ঝিজিট—তাল যৎ।

উথলিল প্রেম-সুধা, আজ, অহো সাধু!
আন আন বিমল আধার

নিদ্রা না এসে, প্রেম জলে ভাসে,
নয়ন সবার।

যেথা সেথা ব্রহ্ম নাম, হলো দেখি ব্রহ্ম ধাম,
রস-স্বরূপের নাম বদনে সবার।

জ্ঞান-জল নিধির বেলা, এ আনন্দের মেলা
জোলা,
চক্ষু মন শীতল হলোরে সবার।

——:০:——

সায়ংকালে ব্রহ্মোপাসনা।

সায়ংকাল ৮ ঘণ্টার সময়ে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবন আলোক-মালায় উজ্জ্বল ও ব্রাহ্মগণে পরিপূর্ণ হইলে প্রথমত এই ব্রহ্ম-সঙ্গীত হইল।

গান

রাগিণী শঙ্করা—তাল আড়াঠেকা।

আজ আমাদের মহোৎসব।
আজ আনন্দের সীমা কি।
সব সুহৃদে মিলে ডাকি সখারে।
আজ আনন্দের সীমা কি।

পরে শ্রীযুক্ত বাবু গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া এই উৎসব-জনিত হৃদয়ের আনন্দ সুমধুর গম্ভীর-স্বরে ব্যক্ত করিলেন।

"আজ বন্ধুগণের সহিত ব্রহ্ম নাম এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম আলোচনা করিতে করিতে মনে হইল যে আমরা কি নিমিত্ত এই দিনে আহ্লাদিত হই। মহাত্মা রামমোহন রায় এই দিনে ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং আমরা সেই সমাজের সহিত যোগ রাখিয়া জগদীশ্বরের পথে চলিতেছি—অদ্যকার আনন্দের এই এক কারণ আমার মনে প্রথমেই প্রতিভাত হইল; কিন্তু হৃদয়ের তাহাতেও তৃপ্তি হইল না। রামমোহন রায়ের উপর কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইল; কিন্তু আনন্দের সমস্ত কারণ বুঝিতে পারিলাম না। জগদীশ্বরের পথে চলিলেই বিমলানন্দ, ও তাহা হইতে বিচ্যুতিই বিষাদ—ইহা তো জীবনের প্রতি দিনের সহিত সম্বন্ধ রাখে—তবে আজ কেন আমার হৃদয় প্রফুল্ল, ব্রাহ্মগণের মুখ উজ্জ্বল। ইহার কারণ কি?

ভাবিয়া দেখিলাম, যে অদ্য সেই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয় যে ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে আমাদের মনুষ্য নামের গৌরব হয়—এইটিই আনন্দের প্রকৃত কারণ। রামমোহন রায় মনুষ্য হইয়া মনুষ্যের উপকারের জন্য এই ধর্ম্মের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই আমরা আনন্দিত; আমারদের সহিত তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে যোগ, তাহাই অদ্য প্রতিভাত হইতেছে। মহাত্মা রামমোহন রায় আমারদের প্রিয়তম ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সহিত আমাদের আর এক সম্বন্ধ আছে। এই দেশ-কাল-ধর্ম্ম সংযোগে অদ্য তাঁহার নাম মনে হয়ই হয়। বাস্তবিক মনুষ্যের আত্মা যে দিন সৃজিত, সেই দিনেই এই ধর্ম্মের প্রকৃত উৎপত্তি। সকল ধর্ম্ম হইতেই মোহান্ধকার দূরীকৃত হইলে এই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইতে পারে; সকল ধর্ম্মেতেই কিছু না কিছু সত্য প্রচ্ছন্ন-ভাবে নিহিত আছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্য ধর্ম্ম—অন্যান্য ধর্ম্মে এই ধর্ম্মের আংশিক সত্য-সকল প্রচ্ছন্ন-ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম সমগ্র ধর্ম্ম—ইহা এইক্ষণে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন হইয়া পরিস্ফুটিত হইয়াছে। এই জন্যই অদ্য আমারদের আনন্দ।

প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন ভূতকালের সম্ভজনীয় ছিল, তেমনি আবার সমুদয় ভবিষ্যৎ কালেরও পূজনীয়। যত জ্ঞান বৃদ্ধি হউক না কেন, ধর্ম্ম-তত্ত্ব-সকল মনুষ্যের মনে যতই প্রতিভাত হউক না কেন; ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ উন্নত থাকিবেই। যে ধর্ম্মের আদর্শ অনন্ত-স্বরূপ, তাহার সীমাকে কে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে? ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে মনুষ্যের আত্মা ধর্ম্ম বলে বলী হইয়া, জ্ঞান যোগে সত্য জানিয়া যতই উন্নত হইবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিরাকার, একমেবাদ্বিতীয়ং সেই বরণীয় অনন্ত পুরুষের পবিত্র ভাবের প্রতি প্রীতি, ভক্তি, ও শ্রদ্ধা পৃথিবী হইতে ততই উত্থিত হইতে থাকিবে। এই ভাবিয়াই অদ্য আমারদের আনন্দ।

জড় জগৎ না জানিয়া তাঁহার আজ্ঞা বহন করে, আত্মা তাঁহাকে জানিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছে। অগণ্য অগণ্য নক্ষত্র—সৌর জগৎ সমেত দীপ্তিমান সূর্য্য—মহা সমুদ্র ও পর্ব্বত-শ্রেণী তাঁহার শাসনে থাকিয়া অহরহ তাঁহার মহিমা প্রচার করিতেছে; মনুষ্যগণ পৃথিবীতে ও সংসারে তাঁহার মঙ্গল স্বরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারই উপাসনা করিতেছে; মনুষ্য হইতে উন্নত ভাবাপন্ন দেবতারা তাঁহারই পূজাতে নিমগ্ন রহিয়াছে। ঈশ্বর কালে অনন্ত, দেশে অনন্ত, অতএব ঈশ্বর চিরকাল সর্ব্বত্রই পূজনীয় ও উপাস্য। অনন্তকাল তাঁহার গান উত্থিত হইতেছে ও উত্থিত হইবে। সর্ব্ব স্থানে, সর্ব্ব কালে, সর্ব্ব লোকে বলিতেছে যে "গাও তাঁরে গাও সদা।" অদ্য আমরা একতানে সেই গানের সহিত যোগ দিয়া এমন বিমলানন্দ উপভোগ করিতেছি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে এই সঙ্গীত হইল।

গান

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল চৌতাল।

তুমি জ্ঞান, প্রাণ; তুমিই সত্য, তুমি সুন্দর,
তুমি মঙ্গল, তুমি ভেলা ভবার্ণবে; তুমি দীন-
শরণ, তুমি গুরু পিতা পাতা।
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি জ্যোতি-স্বরূপ,
তুমি সর্ব্বসুখদাতা।
তুমি নিত্য তুমি পুরাণ, তুমি পরম, তুমি
অমৃত-সেতু; তুমি অগম্য অপার।
প্রপঞ্চ-বিষয়াতীত, অনাদি অস্তুত-কারণ, তুমি
সকলের মূলাধার।

উদ্বোধনের পর এই সঙ্গীত-সহকারে উপাসনা আরম্ভ হইল।

গান

রাগিণী জয় জয়ন্তী—তাল চৌতাল।

প্রথম নাম ওঁকার, ভুবন-রাজ দেব-দেব,
জ্ঞান-যোগে ভাব হে তিনি তোমার সঙ্গে।
ভুবনময় যে বিরাজে, ভকত হৃদয় তাঁর সাথ,
প্রাণ-প্রাণ হৃদয়-নাথ, ভুলো না রে তাঁরে।
রাগ সঙ্গীত মানে, মিলিয়ে অনন্ত ধ্যানে,
তাঁর নাম একতানে, গায় ত্রিভুবনে।
ভয় কি, অভয় দানে, তোষেন জগত জনে,
ডাক হে আনন্দময়ে, তিনি তোমার সঙ্গে।

পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা সমাপ্ত হইলে এই সঙ্গীত হইল।

গান

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে।
কি ভয় সংসার-শোক ঘোর-বিপদ-শাসনে॥
অরুণ উদয়ে আঁধার যেমন যায় জগত
ছাড়িয়ে,
তেমনি দেব তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরা-
জিলে,
ভকত হৃদয় বীত-শোক তোমার মধুর সান্ত্বনে।
তোমার করুণা, তোমার প্রেম, হৃদয়ে প্রভু
ভাবিলে,
উথলে হৃদয় নয়ন বারি রাখে কে নিবারিয়ে।
জয় করুণাময়, জয় করুণাময়, তোমার গুণ
গাইয়ে, যায় যদি যাক প্রাণ তোমার কর্ম্ম
সাধনে॥

অনন্তর ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েকটী শ্রুতি তাৎপর্য্যের সহিত ব্যাখ্যাত হইলে শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই বক্তৃতা করিলেন।

"অসীম আকাশে যিনি বর্ত্তমান, অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যিনি বিরাজমান; এই গৃহের পরিমিত আকাশ-মধ্যে সেই অনাকাশ স্বপ্র-

কাশ পরমেশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন। সূর্য্য-চন্দ্রের অভ্যুদয়ে, শীত-বসন্তের সমাগমে যাঁহার অনুপম কৌশল-কলাপ বিলোকন করিয়া প্রেমোৎফুল্ল হৃদয়ে যাঁহাকে ধন্যবাদ দিই। পরিবারের মধ্যে সম্পদ সৌভাগ্য-বিকাশে যাঁহার অসীম-করুণা প্রত্যক্ষ করিয়া ভক্তি-ভরে যাঁহার চরণে প্রণত হই; আজ সাধারণের একত্রীভূত গৃহ-স্বরূপ ভারত-ভূমির এই উৎসব উপলক্ষে সেই অনাদিমৎ পরমেশ্বরের অপরিসীম দয়া মূর্ত্তিমতী দেখিয়া তাঁহাকে পূজার উপহার প্রদান করিতে এখানে সকলে সম্মিলিত হইয়াছি।

যিনি সূর্য্যে জ্যোতিঃ, চন্দ্রে কান্তি, পুষ্পে সৌন্দর্য্য, ওষধি বনস্পতিকে ফল ফুল প্রদান করিয়া দ্যুলোক ভূলোককে মনোহর ভূষণে বিভূষিত করিতেছেন, যিনি পরিবারের মধ্যে সুখ সম্পদ প্রেরণ করিয়া আমোদ আহ্লাদে সকলকে প্রফুল্লিত করিতেছেন; সেই ধর্ম্মাবহ অখিল-বিধরণ পরমেশ্বর আপনি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়া প্রতি আত্মাতে ধর্ম্ম-বল শুভবুদ্ধি প্রেরণ করত জন-সমাজকে জাগ্রৎ ও জীবন্ত রাখিতেছেন।

বৃক্ষলতা যেমন রৌদ্র জলে বর্দ্ধিত হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন অন্ন পানে পরিপোষিত হয়; মানব-আত্মা তেমনি বিশুদ্ধ ধর্ম্ম দ্বারাই সমুন্নত হইয়া থাকে, পরিশুদ্ধ আনন্দ উৎসব দ্বারাই তেমনি সমগ্র জনসমাজ জাগ্রত হইয়া উঠে। রৌদ্র জলের অসদ্ভাবে যেমন তরু-গুল্ম সকল পরিশুষ্ক হয়, অন্ন পানের ব্যতিক্রম দ্বারা যেমন শারীরিক বল বীর্য্যের ব্যাঘাত হয়, তেমনি জীবন্ত ধর্ম্ম, বিশুদ্ধ আনন্দ উৎসব অভাবে মানব-আত্মার সমষ্টি স্বরূপ প্রকাণ্ড জন-সমাজও অবসন্ন হইয়া পড়ে। যতক্ষণ শরীরে প্রাণ থাকে, ততক্ষণই যেমন শারীরিক ক্রিয়া সকল সুন্দর-রূপে সম্পন্ন হয়, বিবিধ পরমাণু-পুঞ্জ একত্রীভূত হইয়া এক শরীর-রূপে প্রতিভাত হয়; তেমনি যতক্ষণ জনসমাজ মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রাণ-স্বরূপ সুনির্ম্মল ধর্ম্ম-সমীরণ সঞ্চরণ করিতে থাকে, ততক্ষণই জন-সমাজের বাহিরে শৌর্য্য বীর্য্য, সম্পদ স্বাধীনতা, অন্তরে জ্ঞান প্রীতি, শ্রদ্ধা ভক্তি, সদ্ভাব একতা স্রোতঃ প্রবাহিত হইতে থাকে। ধর্ম্ম মলিন ভাব ধারণ করিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে জন-সমাজের শ্রী সৌন্দর্য্য সকলই অন্তরিত হয়—ধর্ম্ম হত হইলেই মনুষ্যের সকলই নিহত হইয়া থাকে। ধর্ম্মের উত্থান অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আবার সকলেই উত্থিত অভ্যুদিত হয়।

বসন্ত-বায়ু-প্রবহনের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন শুষ্ক তরুলতা সকল মুকুল-পল্লবে শোভমান হয়, তেমনি দেখ—সকলে প্রত্যক্ষ দেখ—বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাবে এই ক্ষীণ মলিন পরাধীন বঙ্গবাসীগণের দুর্ব্বল-শরীরে নূতন-বলের আবির্ভাব হইতেছে, অবসন্ন হৃদয়ে নবানুরাগ, নূতন উদ্যম উৎসাহ অবতীর্ণ হইয়া এই শ্রী-হীন বঙ্গ-রাজ্যে এই সমস্ত স্বর্গীয় আনন্দ-উৎসব-দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সহস্র সহস্র আত্মাকে এক ভাবে এক লক্ষ্যে নিয়মিত করিয়া সেই এক অদ্বিতীয় সৎ-স্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত করিতেছে। এই পাপ-মলিন বঙ্গ-ভূমিতে এক ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাবে জ্ঞান প্রেম সত্যের সহস্র উৎস উৎসারিত হইতেছে। আজ ঊনচত্বারিংশ বৎসর পূর্ণ হইল, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিমল-জ্যোতি এখানে যথা বিধি বিকীরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উদয়াচল সদৃশ এই আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকৃত পদ্ধতি ক্রমে স্বকীয় মঙ্গল জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—উদার ভাবে সকলকে ঈশ্বরের প্রেমালোকে আনয়ন করিতেছেন—নিরপেক্ষ ভাবে সকলের আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা

নিবারণ করত অমৃত ধামের প্রতি অগ্রসর করিতেছেন। পূর্ব্বে যে ভারত ভূমির এক একটি জনপদের মধ্যে প্রকৃত ব্রহ্ম-বাদী ব্রহ্মোপাসক নির্ব্বাচন করা দুর্ঘট ছিল, সেই ভারতবর্ষের বঙ্গ-দেশের এখন এমন প্রসিদ্ধ স্থানই নাই যে সে খানে সময়ে সময়ে বহু সংখ্যক ব্রহ্মোপাসক লক্ষিত না হন। এই পরিমিত গৃহই আজ কত দুর দুরান্তর সমাগত ব্রহ্মোপাসক দ্বারা পরিবৃত হইয়াছে।

আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য ঈশ্বরের করুণা। এই ঊনচত্বারিংশ বৎসর মধ্যে নানা উৎপাতের মধ্যেও যেমন বঙ্গ ভূমি এখনও ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তেমনি বঙ্গের শিরোভূষণ—ভারতের অক্ষয়-কীর্ত্তি-স্তম্ভ-স্বরূপ ব্রাহ্মসমাজও নানা উৎপাত উপদ্রবে অবিচলিত থাকিয়া দিন দিন উজ্জ্বল জ্ঞান, উন্নততম সত্য সকল প্রচার করিতেছেন, জ্বলন্ত ইন্ধনের ন্যায় প্রতি আঘাতেই জ্ঞান প্রেম সত্যে আরো প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছেন। প্রতি প্লাবনেই যেমন ভূমি উর্ব্বরা হইয়া উঠে, তেমনি প্রতি উপপ্লবেই এই আদি ব্রাহ্মসমাজ সারবান্ ব্রহ্মবান্ হইয়া উঠিতেছেন।

কেন না ব্রাহ্মসমাজ উন্নতি পথে উত্থিত হইবে? কেন না নিষ্কলঙ্ক ব্রাহ্মধর্ম্ম দিন দিন পূর্ণ-প্রভায় দীপ্তি পাইবে? যিনি ত্রিভুবন পরিপালক, তিনি স্বয়ংই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। মাতা যেমন সন্তানকে আপন ক্রোড়ে রক্ষা করেন, এবং তাহার ভোজ্য সুধা যত্নের সহিত হৃদয়ে ধারণ করেন; তেমনি সেই বিশ্ব-জননী তাঁহার অতি যত্নের ধন মানব আত্মাকে স্বীয় নিরাপদ ক্রোড়ে রক্ষা করিতেছেন, তাহার অনন্ত কালের উপজীবিকা ধর্ম্মকে স্বহস্তে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

হে মানব! এক বার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া তাঁহার প্রসন্ন মুখ সন্দর্শন কর; তাঁহার অপার প্রেম, অনুপম স্নেহ অনুভব করিয়া হৃদয়ের ক্ষীণতা দুর্ব্বলতা পরিহার কর। সেই ধৃত-ব্রত সত্য-কাম সত্য-সঙ্কল্প পরমেশ্বরের মহান্ লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিঃশঙ্ক হও। তাঁর নদী যেমন ব্যাঘাত পাইলে পর্ব্বত প্রান্তর ভেদ করিয়া প্রবাহিত হয়, তাঁর সূর্য্য যেমন সূচী-ভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া উদিত হয়; তেমনি তাঁর ধর্ম্ম-স্রোত সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চির দিনই প্রবাহিত হইতেছে—তাঁর সত্য-সকল অব্যাহত থাকিয়া নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়াও দীপ্তি পাইতেছে। তিনি ধর্ম্মের জয়, সত্যের জয়, চির দিনই বিধান করিতেছেন। "সত্যমেব জয়তে নানৃতং।"

হে পরমাত্মন্! তোমার শরণাগত হইতেছি—তুমি আমারদের জ্ঞান ধর্ম্মকে উন্নত কর, আমারদের অনুরাগকে তোমার প্রতি আকর্ষণ কর, তোমার বিশুদ্ধ প্রেমে আমারদের হৃদয়কে পবিত্র কর। এই পৃথিবীতে সত্যের জয় হউক, মঙ্গলেয় জয় হউক, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হউক—সকলেই এক মনা হইয়া তোমার আরাধনাতে নিযুক্ত থাকুক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

অনন্তর শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় এই বক্তৃতা করিলেন।

"দিবসের পর দিবস, মাসের পর মাস, বর্ষের পর বর্ষ যেমন ক্রমে ক্রমে অতিক্রান্ত হইতেছে; সেই রূপ এক সোপান হইতে সোপানান্তরে আরোহণ করিয়া দিন দিন অগ্রসর হইতে হইবে। মৃত্তিকা ও প্রস্তর স্তব্ধ হইয়াই থাকুক; বৃক্ষ ও লতা এক স্থানেই অবস্থান করুক; পশু ও পক্ষী পৃথিবীতেই ঘূর্ণমাণ হউক; কেন না, তাহাই তাহাদের স্বভাব—কিন্তু মনুষ্য অন্যবিধ পদার্থ; মনুষ্যের প্রকৃতি অন্যবিধ; মনুষ্যের গতিও

অন্যবিধ হইবে। মনুষ্যের জীবন ঈশ্বরের প্রেমাস্পদ কর্ম্ম-ভূমি ও আনন্দের বিহার-স্থান। মনুষ্যের মুখশ্রী যেমন সুন্দর, মনোহর ও প্রীতিকর; প্রভাতের সূর্য্যও সেরূপ মনোহর নহে, বসন্তের পুষ্পও সেরূপ কান্তি-যুক্ত নহে, শরতের চন্দ্রও সেরূপ সুন্দর নহে। যে মৃত্তিকায় সমুদায় জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে, মনুষ্যের শরীরে সেই মৃত্তিকাই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সেই শরীর ভেদ করিয়া যে জ্যোতি বিনির্গত হইতেছে, তাহা আর কোন পদার্থে দৃষ্টি-গোচর হয় না। মনুষ্যের মুখশ্রীতে যে মহত্ত্বের চিহ্ন-সকল প্রকটিত হইয়া আছে, তাহাই মনুষ্যকে পৃথিবীর সমুদায় পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া দিতেছে। তিনি পৃথিবীর রাজা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; সমস্ত পৃথিবী তাঁহার পরিচারণা করিতেছে—তথাপি তাঁহার তৃপ্তি নাই। তাঁহার উন্নত আশার নিকট পৃথিবীর সমুদায় পদার্থ অতীব ক্ষুদ্র বোধ হয়! সেই উন্নত আশাই তাঁহার মহত্ত্বের প্রধান চিহ্ন; সেই তৃপ্তির অভাবই তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পূর্ব্ব লক্ষণ; বর্ত্তমান অবস্থা অতিক্রম করিবার জন্য তাঁহার যে ব্যগ্রতা, তাহাই তাঁহার অলৌকিক জীবনের চিহ্ন; ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হওয়াই তাঁহার স্বাভাবিক গতি। তিনি এ রূপ উন্নতিশীল প্রকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাঁহার সংসর্গে নির্জীব পৃথিবীও দিন দিন উন্নত বেশে অলংকৃত হইতেছে।

মনুষ্যের গতি কেন এ প্রকার হইল? পূর্ণ স্বরূপ পরমেশ্বর জীবনের আদর্শ হইয়া প্রতি মনুষ্যের অন্তরে বিরাজমান আছেন। মনুষ্য জানিয়াই হউক, আর না জানিয়াই হউক, সেই আদর্শের সহিত আপনার জীবনের মিল করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। এক বার পৃথিবীর পৃষ্ঠোপরি সমুদায় লোকালয় চিন্তা করিয়া দেখ, কেহই নিশ্চিন্ত নাই, কেহই নিষ্কর্ম্মা নাই; সকলেই ব্যস্ত, সকলেই ধাবমান। সম্রাটের প্রাসাদ, কৃষকের শস্য ক্ষেত্র, ছাত্রের বিদ্যালয়, পণ্ডিতের পুস্তকাগার, বণিকের বিপণি ও শিল্পীর শিল্পশালা অনুসন্ধান কর; সকলেই সেই হৃদয়গত আদর্শে উত্থান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আছেন। মধুমক্ষিকা জগতের কি উপকার করিতেছে, না জানিয়াই যেমন মধুচক্র নির্ম্মাণ ও মধু সঞ্চয় করে; সেই রূপ অনেকে কোথায় যাইতেছি এবং কোন্ পথে যাইতেছি, তাহা না জানিয়াই ধাবমান হইতেছে। তাহারা লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই, কেবল হৃদয়ের ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছে এবং ধন মান ইন্দ্রিয় সুখ প্রভৃতি পার্থিব উপকরণ সকল আহরণ করিয়া সেই ব্যাকুলতা শান্তি করিবার চেষ্টা পাইতেছে। দীন হীন পৃথিবীর কি সাধ্য যে সেই গভীর ব্যাকুলতা পরিতৃপ্ত করিতে পারে? পৃথিবীর অতুল ঐশ্বর্য্য, প্রভূত সুখ সমৃদ্ধি, অসুলভ ভোগ সামগ্রী একটি আত্মারও সেই গভীর ব্যাকুলতাতে পর্য্যাপ্ত হয় না। যখন সেই পূর্ণ আদর্শ হৃদয়কে ব্যাকুলিত করে, তখন দরিদ্র পর্ণ কুটীর ও সম্রাট্ সিংহাসন সমভাবে পরিত্যাগ করেন। তখন বিদ্বান্ ও মূর্খ সমভাবে ক্রন্দন করিয়া উঠেন। তখন পুরুষ ও স্ত্রী সমভাবে আর্ত্তনাদ করেন। সেই আদর্শের আকর্ষণ এমনি প্রবল যে, তাহার নিকটে পৃথিবীর সমুদায় আকর্ষণ ছিন্ন হইয়া যায়—এবং সেই আদর্শের অনুরোধ এমনি প্রবল যে, তাহার জন্য সমুদায় সংসারই সুন্দর হইয়া উঠে। তাহার আকর্ষণে পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। তাহার আকর্ষণে স্বামী পত্নীকে ও পত্নী স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। তাহার আকর্ষণে

পৃথিবীর সমুদায় বন্ধুতা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; পৃথিবীর সমুদায় অনুরোধ শিথিল হইয়া পড়ে—এবং তাহারই অনুরোধে পিতা পুত্রকে স্নেহ করেন ও পুত্র পিতাকে ভক্তি করেন। তাহারই অনুরোধে জায়া পতী পরস্পরে প্রেম বন্ধন করেন। তাহারই অনুরোধে সমুদায় সংসার প্রণয় ভাজন হয়। সেই আদর্শের আভাস পাইয়াই বিজ্ঞানবিৎ বিজ্ঞান-শাস্ত্রে নিমগ্ন থাকেন। প্রভাতের সূর্য্যে, শরতের চন্দ্রে ও বসন্তের পুষ্পে সেই আদর্শের আভাস পাইয়াই কবি তাহাতে আসক্ত হন। জ্ঞানবান্ গুরু, ন্যায়বান্ রাজা, পরহিতৈষী দয়ালু ও ধর্ম্ম পরায়ণ সাধু সেই আদর্শের আভাস ধারণ করেন বলিয়াই লোকের হৃদয় আকর্ষণ করেন। যখন দেখি, মনুষ্য সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মিথ্যার সহিত প্রণয় বন্ধন করিতেছে, সাধুতা ও ভদ্রতা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভ্রষ্ট হইতেছে, স্বার্থ পিশাচের চরণ পূজাতে ন্যায় সত্য দয়া ধর্ম্ম বলিদান দিতেছে; তখন হৃদয় কেন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে? ইহার এই মাত্র কারণ যে, অন্তরে যে উন্নত আদর্শ নিহিত হইয়া আছে, তাহার সহিত মিল দেখিতে পাই না।

জড় জগৎ ও পশু প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তি হইতে প্রবাহিত হইয়াও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিল না। তিনি মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন আর মনুষ্য তাহার পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আভাস পাইয়া অমনি প্রণত হইল ও তাঁহার আরাধনা করিতে লাগিল। তিনি আদর্শ হইয়া মনুষ্যের জীবনকে নিয়মিত করিতে লাগিলেন। মনুষ্য যখনি সেই আদর্শে দৃষ্টিপাত করে, তখনই আপনার ক্ষুদ্রতা অনুভব করিয়া উন্নতির জন্য ব্যাকুল হয়। ইহাঁরই আকর্ষণে পৃথিবীর মুখ-শ্রী দিন দিন উজ্জ্বল হইতেছে এবং প্রত্যেক মনুষ্য পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইহাঁরই প্রবর্ত্তনায় পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও শিল্প উন্নত হইবে, ন্যায় ও প্রেম বিস্তারিত হইবে, সভ্যতা ও স্বাধীনতা প্রসারিত হইবে এবং ইহাঁরই প্রবর্ত্তনায় প্রতি আত্মা জ্ঞান ও ধর্ম্মে ভূষিত, প্রেম ও দয়াতে বর্দ্ধিত এবং পাপ তাপ হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য ধামের উপযুক্ত হইবে।

নিভৃত ভাবে আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, আত্মা সেই তাঁহারই সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া আছে। যখন আমরা ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তির সেবাতেই সর্ব্বান্তঃকরণে নিযুক্ত হইয়া থাকি, তখন আত্ম বিস্মৃত হইয়া সংসার স্রোতেই মজ্জমান হই; কিন্তু তাহা হইতে অবসৃত হইলেই দেখিতে পাই, আত্মার জ্ঞান তৃষ্ণা, প্রেম পিপাসা তাঁহারই জন্য প্রজ্বলিত হইতেছে এবং তাঁহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সে জীবন ধারণ করিতেছে। যত ক্ষণ সেই সত্য-স্বরূপে উপনীত না হই, তত ক্ষণ জ্ঞান তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি হয় না; সমুদায়ই প্রহেলিকার ন্যায় দুর্ব্বোধ হইয়া থাকে। আমি জানিলাম যে, এই সকল জড় পরস্পর মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু কোথা হইতে এই সমুদায় বস্তু শূন্য আকাশকে পরিপূর্ণ করিল, এ জিজ্ঞাসা আর কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। আমি জানিলাম যে এই নির্জীব জড় হইতেই বৃক্ষ লতা সমুৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু কোথা হইতে তাহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হইল, ইহা কে বুঝাইতে সমর্থ হয়? আমি জানিলাম যে পৃথিবী হইতেই পশু পক্ষী জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু কোথা হইতে তাহাদের মধ্যে মন উৎপন্ন হইল, কার সাধ্য এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করেন? কি প্রকার উপাদানে পৃথিবীর ভূষণ স্বরূপ মনুষ্য বিনির্ম্মিত হইলেন? তাঁহার জ্ঞান স্মৃতি কল্পনা, প্রেম ভক্তি দয়া, আশা ও কামনা কোথা হইতে

উৎপন্ন হইল। কে তাঁহার প্রকৃতিকে উন্নতিশীল করিয়া দিলেন? তাঁহার মুখশ্রীতে মহত্ত্বের চিহ্ন সকল কোথা হইতে আবির্ভূত হইল? মর্ত্ত্য লোকে অবস্থান করিয়া কেন মনুষ্য অমৃতের জন্য উৎকণ্ঠিত হন? কেন তিনি আপনার সুখ ভোগ সংকুচিত করিয়া অন্যের সুখ বর্দ্ধন করিতে যান? কেন তিনি দুর্ব্বিসহ ক্লেশ রাশি সহ্য করিয়াও ধর্ম্ম সাধনে অগ্রসর হন? ঈশ্বরকে না পাইলে কে এই জ্ঞান পিপাশার শান্তি পূর্ণ করিতে পারে? কে বা এই সকল জিজ্ঞাসা একেবারে রুদ্ধ করিতে পারে? ইহার জন্য আত্মা স্বভাবতই ঈশ্বরের দিকে প্রধাবিত হয়। হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর, সে কোন্ প্রেমসুধা পান করিবার নিমিত্ত লালায়িত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে? সংসার কি তাহার প্রেম পিপাশা পূর্ণ করিতে পারে? সংসারের প্রেম ও বন্ধুতার মধ্যে সাংঘাতিক আত্মম্ভরিতা লুক্কায়িত হইয়া থাকে। তুমি যদি সংসারের নিকট প্রেম ও বন্ধুতা চাও, অগ্রে তাহার আত্মম্ভরিতার তুষ্টি সাধন কর; তবে তাহার নিকট শরতের মেঘ তুল্য ছিন্ন ভিন্ন ও অব্যবস্থিত প্রেমের বিন্দু মাত্র লাভ করিতে পারিবে। হায়! হৃদয় কি এই রূপ প্রেমের প্রত্যাশায় ঘূর্ণমান হইতেছে? কখনই না—সে নিভৃত হইয়াই ঈশ্বরের প্রেম ভিক্ষা করিতেছে এবং সেই প্রেম শিক্ষা করিবার জন্যই এখান হইতে প্রস্তুত হইতেছে। সমুদায় আত্মাকে জিজ্ঞাসা কর, সে কাহার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। রোগীর রোগ যন্ত্রণা, দরিদ্রের অভাব ও শোকাতুরের হৃদয় জ্বালা শত গুণ বর্দ্ধিত হইত, যদি সেই দয়া অন্তরে সান্ত্বনা প্রদান না করিত। অকৃত্রিম বন্ধু, অকৃত্রিম মন্ত্রী, অকৃত্রিম হিতৈষী জনক জননী যখন জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করেন; তখন পুত্র কোন্ দয়ার উপর নির্ভর করিয়া সংসারে অবগাহন করেন? জনক জননী স্নেহের পুত্তলিকাগণকে কোন্ দয়ার উপর সমর্পণ করিয়া পরলোক যাত্রা করেন? স্বামী মৃত্যু কালে কোন্ দয়ার উপর আপনার পতিব্রতার ভারার্পণ করিয়া যান? পতিব্রতা তাঁহার প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিয়া কোন্ দয়ার উপর আত্ম-সমর্পণ করিয়া শ্মশান হইতে পুনরায় গৃহে গমন করেন। যখন চতুর্দ্দিক বিপৎসাগরে উচ্ছলিত হয়, যখন বন্ধুবান্ধব অসাধ্য ভাবিয়া প্রস্থান করেন, যখন সংসারের সাহায্যে আর কোন প্রত্যাশা থাকে না, তখন মনুষ্য কোন্ দয়ার উপরে সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করেন? যখন পাপী আপনার জঘন্য অবস্থা বুঝিতে পারে, যখন আত্মকৃত পাপাচার স্মরণ করিয়া নরক যন্ত্রণায় অস্থির হইতে থাকে, যখন মর্ত্ত্য লোক আর সান্ত্বনা দিতে পারে না; তখন কোন্ দয়া তাহাকে আশা দান করিয়া জীবিত রাখিতে পারে? আর তাঁহার দয়ার কথা কি বলিতেছি! জীবনের একটি নিমেষও তাঁহার দয়া ব্যতীত অতিবাহিত হয় না। পরোপকারী দয়ালু, শিষ্য-বৎসল আচার্য্য, ভৃত্য-বৎসল প্রভু, সুনিপুণ চিকিৎসক, ন্যায়বান্ রাজা, সেই আদর্শ হইতেই শিক্ষা লাভ করিয়া, সেই দয়াময়ের প্রতিনিধি হইয়া, সকলের দুঃখ মোচনে নিযুক্ত হইয়া আছেন।

সেই সত্য-স্বরূপ মঙ্গল-স্বরূপ পূর্ণ পুরুষ কৃপা করিয়া মনুষ্যের সম্মুখে আপনাকে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন। মনুষ্যের প্রকৃতি বল পূর্ব্বক মনুষ্যকে তাঁহারই দিকে লইয়া যাইতেছে। তিনিই জগতের স্রষ্টা ও পাতা, তিনিই মনুষ্যের পিতা মাতা ও সৌভাগ্যের বিধাতা। তাঁহার প্রেমই আমাদের উপজীবিকা। তাঁহার করুণাই আমাদের শোকানলের শান্তি বারি। তিনিই এই সংসার মরুভূমির একমাত্র ছায়া। তাঁহাকে জানাই জ্ঞান শিক্ষার পরিসমাপ্তি। তাঁহাকে প্রীতি করাই সাধু ভাবের পরাকাষ্ঠা। তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করাই একমাত্র ধর্ম্ম। তাঁহার অনন্ত জ্ঞানই আমাদের জ্ঞান শিক্ষার আদর্শ; তাঁহার মঙ্গল ভাবই আমাদের সাধুতা লাভের আদর্শ; তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের আদর্শ। তাঁহার মুক্ত ভাবই আমাদের মুক্তি লাভের আদর্শ। তাঁহার শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ স্বরূপ আমাদের পবিত্রতার আদর্শ। তিনি আমাদের জীবনের অনুকরণীয় সম্পূর্ণ আদর্শ। তাঁহারই অভিমুখে গমন করিবার নিমিত্ত মনুষ্য-সমাজ ব্যাকুল হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে।

এই পূর্ণ আদর্শে উত্থান করিবার জন্য মনুষ্য জাতি ক্রমাগত প্রস্তুত হইতেছে; এবং পরিণামে প্রত্যেক মনুষ্যই এই লক্ষ্য স্থানে উত্তীর্ণ হইবে। পর্ব্বত হইতে নদী-সকল পৃথিবী পৃষ্ঠে পতিত হইয়া যতই ঘূর্ণমাণ হউক, পরিশেষে সমুদ্র ব্যতীত সে আর কোথায় বিশ্রাম পাইবে? মনুষ্যের জীবন-স্রোত সরল পথ পরিত্যাগ করিয়া ইতস্তত যতই পর্য্যটন করুক, পরিণামে সেই পূর্ণ জীবনের সমুদ্রেই তাহার শেষ গতি হইবে—তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সৌভাগ্যের দিন আপনা হইতে কখনই উপস্থিত হইবে না; আমারদিগকেই ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া সেই সৌভাগ্য উপার্জ্জন করিতে হইবে। যদি অবহেলা করি, অবশ্যই তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। এখন যিনি অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া নিশ্চিন্ত আছেন; তিনি জ্যোতির জন্য ব্যাকুলিত হইবেন। যিনি অজ্ঞানের পরিচারণায় নিযুক্ত আছেন, তিনি জ্ঞানের জন্য আর্ত্তনাদ করিবেন। যিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রবৃত্তির দাসত্ব শৃংখল পরিধান করিয়া আছেন, সেই শৃংখল ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে রোদন করিতে হইবে। যে স্বেচ্ছাচার সুখের আলয় বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাই যন্ত্রণার নিদান হইয়া উঠিবে। যে পাপাচার সুমিষ্ট বলিয়া সেবিত হইতেছে, তাহাই গরল তুল্য হইয়া হৃদয়কে দগ্ধ করিতে থাকিবে। যে মিথ্যা ও অন্যায় জীবনের অবলম্বন বলিয়া প্রণয়-ভাজন হইয়াছে, তাহাই বিনাশের হেতু হইয়া উঠিবে। প্রবৃত্তির সেবা এখন যতই সুস্বাদু হউক, স্বেচ্ছাচার এখন যতই মিষ্ট লাগুক, অজ্ঞান এখন যতই সান্ত্বনা দিউক, মিথ্যা এখন লজ্জা ও সম্ভ্রমকে যতই রক্ষা করুক, অন্যায়াচরণ এখন যতই সুখের হউক, এক পলকে সকলই বিপর্য্যস্ত হইবে। তখন দেখিবে, সেই সত্য ব্যতীত আর গতি নাই, সেই প্রেম ব্যতীত আর পথ নাই, সেই ধর্ম্ম ব্যতীত আর উপায় নাই; সেই ঈশ্বর ব্যতীত আর ভরসা নাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

পরিশেষে নিম্ন-লিখিত কয়েকটী ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইয়া সমাজ ভঙ্গ হইল।

সঙ্গীত।

রাগিণী কেদারা—তাল চৌতাল।

বহিছে কৃপা-পবন তোমার, যার হিল্লোলে
দুখ পলায়, সুখ-সাগরে তরঙ্গ উঠে।
মন্দ মন্দ বরিষে অমৃত, যাতনা অপহৃত,
প্রেম-কুসুম ফুটে।
সেবিয়ে করুণা-বাত, সুখেতে নিশা প্রভাত,
মুক্ত হইয়ে মন-উৎস ছুটে।
কেবলি তাঁরি গুণে জীবন ধর্য়ে আছি,
নহিলে হৃদয় টুটে।

রাগিণী শাহানা—তাল আড়াঠেকা।

কেমনে কহিব, কি সুধাময় শোভা হেরিনু
হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে।
অপরূপ অরূপ, নাহি যে তুলনা, কি বলিব,
কি সুধাময় শোভা হেরিনু হৃদয়-দুয়ার
খুলিয়ে।
দুর্লভ দরশন লাভ হলো জীবনে, ধন্যরে
তাঁর করুণা, ধন্যরে, কি সুখে হেরিনু হৃদয়-
দুয়ার খুলিয়ে।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ধামার।

সেই প্রেম-ছবি সুধার সার। হৃদি জাগিছে
শত শত বার।
না শোভে চপলা, রবি ইন্দু কলা, লুকালো
কোথা তারা সবে, সব শোভা তাঁর।
হৃদ-কমল-দল-রাজি-আসন বিছায়িছে, এ-
সহে।
চিত্ত-বিহঙ্গ গায় চারু হেরি দিন, কোথা আর
রজনীর আঁধার।

রাগিণী ঝিঁজিট—তাল ঠুংরি।

গাওরে জগপতি জগবন্দন।
ব্রহ্ম সনাতন পাতক-নাশন।
এক দেব ত্রিভুবন-পরিপালক।
কৃপা-সিন্ধু সুন্দর ভব-নায়ক।
সেবক-মনোমদ মঙ্গল-দাতা।
বিদ্যা-সম্পদ-বুদ্ধি-বিধাতা।
যাচে চরণ-ভক্ত কর-যোড়ে।
বিতর প্রেম-সুধা চিত্ত-চকোরে।

তত্ত্ববিদ্যা।

সাধন-প্রকরণ।

চিন্তা স্পৃহা এবং যত্ন, এই যে তিনটি সাধনাঙ্গ, ইহার মধ্যে চিন্তার গতি বিষয়-গত আবির্ভাব হইতে আত্ম-গত ভাবের দিকে, যত্নের গতি আত্ম-গত ভাব হইতে বিষয়-গত আবির্ভাবের দিকে, এবং স্পৃহার গতি উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের দিকে। ১।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং এ-খানে বলা পুনরুক্তি মাত্র যে, শুদ্ধ কেবল আবির্ভাব মাত্র-টিতে আমারদের চিন্তা স্থগিত থাকিতে পারে না, আবির্ভাব উপলক্ষ্য মাত্র, ভাবই চিন্তার প্রকৃত লক্ষ্য। এখানে অধিকন্তু বক্তব্য এই যে, চিন্তা যেমন আবির্ভাবের মধ্যে ভাবের অন্বেষণ করে, যত্ন সেই রূপ ভাব হইতে আবির্ভাব কল্পনা করে; ইহার একটি উদাহরণ দেখান যাইতেছে, তাহা হইলে আর প্রমাণের প্রয়োজন থাকিবে না। একটা অট্টালিকা দৃষ্ট হইলে, তাহা যে কি ভাবে রচিত হইয়াছে, তাহার অন্বেষণ-কার্য্যে চিন্তারই কেবল অধিকার; কিন্তু সেই ভাবানুসারে একটা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে হইলে, তাহা যত্ন ভিন্ন চিন্তাতে করিয়া কদাপি নিষ্পন্ন হইতে পারে না। যথা;—কোন অট্টালিকার স্তম্ভ-শ্রেণী দৃষ্টি-গোচর হইলে, চিন্তা তাহাদের মধ্যে সমতা-র ভাব উপলব্ধি করে, এবং কোন অট্টালিকা নির্ম্মাণ কালীন যত্ন সেই সাম্যভাবানুসারে স্তম্ভ-শ্রেণী সংস্থাপন করে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে চিন্তার গতি বিষয়-গত আবির্ভাব হইতে আত্মগত ভাবের দিকে, এবং যত্নের গতি আত্মগত ভাব হইতে বিষয়-গত আবির্ভাবের দিকে। এই রূপ, চিন্তা এবং যত্ন, এ দুই ব্যাপার যদিও পরস্পরের বিপরীত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তথাপি উভয়ের মধ্যে এ রূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যে চিন্তা ব্যতিরেকে যত্ন সম্পন্ন হইতে পারে না এবং যত্ন ব্যতিরেকেও চিন্তা সম্পন্ন হইতে পারে না; যেমন গতি, বাধার বিপরীত পক্ষ হইলেও, জড়-পিণ্ডগত বাধার সঙ্গ ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, সেই রূপ চিন্তা, যত্নের

বিপরীত পক্ষ হইলেও, যত্নের সঙ্গ ছাড়িয়া তিলার্দ্ধকালও থাকিতে পারে না।

অতঃপর বক্তব্য এই যে, স্পৃহার গতি উভয়ের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপনের দিকে। চিন্তার আতিশয্য হইলে, স্পৃহা যত্নের দিকে ভর দেয়, এবং যত্নের আতিশয্য হইলে চিন্তার দিকে ভর দেয়, এই রূপে উভয় পক্ষের সামঞ্জস্য রক্ষা করে; যেমন নিশ্বাসের আতিশয্য হইলে প্রশ্বাসের দিকে এবং প্রশ্বাসের আতিশয্য হইলে নিশ্বাসের দিকে, অথবা বিশ্রামের আতিশয্য হইলে ব্যায়ামের দিকে এবং ব্যায়ামের আতিশয্য হইলে বিশ্রামের দিকে, স্পৃহা সহজে ধাবিত হয়,—সেই রূপ। চিন্তা, ভাবকে আবির্ভাব হইতে পৃথক্ করে; যত্ন, আবির্ভাবকে ভাব হইতে পৃথক্ করে; কিন্তু স্পৃহা, ভাব এবং আবির্ভাব দুয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান রাখে না; যথা;—অন্তঃকরণের আনন্দ এবং বদনের প্রফুল্লতা অথবা অন্তঃকরণের দুঃখ এবং নয়নের অশ্রু, এই প্রকার ভাব এবং আবির্ভাবের মধ্যে যে এক স্পৃহার স্রোত যাতায়াত করিতে থাকে, তাহার পথে ব্যবধান নিক্ষেপ করা সহজ নহে।

পুনশ্চ, যত্ন সহকারে আত্মগত ভাব হইতে বিষয়-গত আবির্ভাব কল্পনা করিতে হইলে যে হেতু উদ্যমের পথ অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয়, এই হেতু চিন্তা সহকারে সেই কল্পিত আবির্ভাব হইতে ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইলে, উদ্যমের বিপরীত পথ, শান্তির পথ, অবলম্বন করা আবশ্যক হয়;—উদ্যমের পথে যেমন যত্ন স্ফূর্ত্তি পায়, শান্তির পথে সেই রূপ চিন্তা স্ফূর্ত্তি পায়। আমরা উদ্যম অবলম্বন করিলেই ভাব হইতে আবির্ভাবের দিকে অবনত হই, এবং প্রশান্তি অবলম্বন করিলেই আবির্ভাব হইতে ভাবের দিকে আকৃষ্ট হই। অতঃপর ইহা বলা বাহুল্য যে, প্রশান্তি এবং উদ্যম উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সহজ ভাব অবলম্বন করিলেই আমরা ভাব এবং আবির্ভাব উভয় কুলের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করি। আমাদের স্পৃহা কি চায়?—এত শান্তি নহে যে, তদ্দ্বশাৎ সকলই পুরাতন থাকিয়া যায়! এবং এত উদ্যম ও নহে যে, তদ্দ্বশাৎ সকলই নূতন হইয়া উঠে! পরন্তু অব্যবহিত সোপান পদ্ধতি ক্রমে পুরাতন হইতে নূতনে উত্থান করিতে হইলে, তাহারই জন্য যত টুকু শান্তি এবং যত টুকু উদ্যম আবশ্যক হয়, তাহাই স্পৃহনীয়।

মনঃ কল্পিত আবির্ভাবের সম্বন্ধে যে রূপ—জীবাত্মা, জগৎ রূপ আবির্ভাবের সম্বন্ধে অনন্তগুণে সেই রূপ পরমাত্মা; এবং আত্মার সম্বন্ধে যে রূপ মনঃ কল্পিত বিষয়, পরমাত্মার সম্বন্ধে সেই রূপ জগৎ; ইত্যাদি সূত্রে পরমাত্মার অপরিমিত জ্ঞান আনন্দ এবং মঙ্গল ভাবের পরিচয় যাহা আমরা সহজে প্রাপ্ত হই, তাহাই আমারদের যৎপরোনাস্তি শিরোধার্য্য। ২।

ভাব এবং আবির্ভাব উভয়ের মধ্যে যে রূপ সম্বন্ধ, তাহা আমারদের জীবাত্মাতে পরিমিত রূপে অনুভূত হইয়া থাকে; যথা—ভাব এক, আবির্ভাব অনেক; ভাব বস্তু, আবির্ভাব গুণ; ভাব কারণ, আবির্ভাব কার্য্য; এই প্রকার সম্বন্ধ প্রতি আত্মাতেই স্থূল রূপে অনুভূত হয়। কিন্তু কার্য্য কারণ প্রভৃতি উক্ত সম্বন্ধ-সকলের এ রূপ ব্যাপক ভাব যে, "আমাতেই আছে অন্য কোথাও নাই" উহারদের সম্বন্ধে এ রূপ কথা বলিতে কেহই অধিকারী নহে; যেহেতু কার্য্য-কারণাদি সম্বন্ধ-সকল জগতের সর্ব্বত্রই অবশ্য-রূপে বদ্ধমূল রহিয়াছে। মনঃকল্পনার সম্বন্ধে জীবাত্মা যে রূপ—কারণ, রূপ-রসাদির সম্বন্ধে বহি-

র্ব্বিষয় সেই রূপ, এবং জগতের সম্বন্ধে পরমাত্মা অনন্ত-গুণে সেই রূপ; এই রূপে কার্য্য-কারণাদি সম্বন্ধ-সকল যাহা আমারদের জীবাত্মাতে আপাততঃ স্থূল-রূপে অনুভূত হয়, তাহার অসীম বিস্তার এবং গভীরতা পরমাত্মার সাক্ষ্য না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। "জগতের সম্বন্ধে পরমাত্মা"—এ রূপ বলাতে আত্মার সম্বন্ধেই পরমাত্মাকে বুঝায়, যেহেতু আত্মাই জগতের নখ-দর্পণ স্বরূপ। বন, উপবন, গিরি, নদী, গ্রহ, নক্ষত্র, ইহারদের কোনটিকেই জগৎ বলিতে পারা যায় না, পরন্তু সকলের সমষ্টিকেই কথঞ্চিৎ রূপে জগৎ বলা গিয়া থাকে। কিন্তু উক্ত সকল বস্তুর সমষ্টিকেই বা কি রূপে জগৎ বলা যাইবে? কেন না জগৎ শব্দের অর্থ এক মুহূর্ত্তেই আমাদের বোধগম্য হয়, কিন্তু সকল বস্তুর সমষ্টি করিতে গেলে বহুকালেও তাহার সমাপ্তি হইতে পারে না। অতএব সকল বস্তুর সমষ্টি ভিন্ন, জগৎ শব্দ বলাতে, আরো কিছু বুঝায়। যত পদার্থ আছে এবং হইতে পারে, এক মাত্র চেতন পদার্থই সকলের প্রতিনিধি স্বরূপ; কেন না যে কোন বস্তু যাহার নিকটে প্রকাশ পায়, আত্মার যোগেই তাহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। আত্মাকে যদি আমরা আয়ত্ত করিতে পারি, তাহা হইলে পাকত সমুদায় জগৎকেই আয়ত্ত করিতে পারি; কেন না কি গিরি কি নদী কি বন কি উপবন কি চন্দ্র কি সূর্য্য কি আকাশ কি কাল, সকলেরই ভাব আত্মা আপনাতে ধারণ করে;—সকলের ভাব যদি আপনাতে ধারণ না করিবে, তবে উহা কি রূপে, গিরির সহিত গিরি রূপে, নদীর সহিত নদী রূপে, সকলেরই সহিত সকল রূপে যোগ দিতে সমর্থ হইবে। এই রূপ যদি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল সৃষ্ট বস্তুর সমষ্টিকে জগৎ বলা যায়, তবে জগৎ বলিলে আত্মাকে বুঝাইবার কোন বাধা নাই, কেন না আত্মাই জগতের প্রতিনিধি স্বরূপ, আত্মাই ক্ষুদ্র জগৎ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মনঃ-কল্পনার সম্বন্ধে জীবাত্মা যেরূপ, রূপ-রসাদির সম্বন্ধে বহির্ব্বস্তু সেই রূপ, এবং জগতের সম্বন্ধে পরমাত্মা অনন্তগুণে সেই রূপ; ইহার শেষাংশের পরিবর্ত্তে এক্ষণে যদি বলা যায় যে, আত্মার সম্বন্ধে পরমাত্মা অনন্তগুণে সেই রূপ, তবে কেবল বাক্য মাত্রেরই পরিবর্ত্তন হয়, অর্থের কিছুই পরিবর্ত্তন হয় না।

"আমি" বলিলে যে আত্মাকে বুঝায়, তাহাই জীবাত্মা। এই জীবাত্মা জড়-ভাব দ্বারা ওত প্রোত;—জীবাত্মার চিন্তা সংশয় দ্বারা, স্পৃহা অভাব দ্বারা, যত্ন আলস্য দ্বারা ওত প্রোত। এই জড় ভাবাশ্রিত জীবাত্মার মধ্য হইতে যে এক পবিত্র নিষ্কলঙ্ক আত্মা প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই পরমাত্মা। জীবাত্মা শরীরী, পরমাত্মা অশরীরী, জীবাত্মা অপূর্ণ-আত্মা, পরমাত্মা পূর্ণ আত্মা; জীবাত্মা জড়ময় আত্মা, পরমাত্মা অসঙ্গ নির্লিপ্ত কেবলাত্মা। অসীম আকাশ মূলে না থাকিলে যেমন খণ্ড আকাশ থাকিতে পারে না, সেই রূপ পূর্ণ-আত্মা মূলে না থাকিলে অপূর্ণ-আত্মা থাকিতে পারে না, যে হেতু অপূর্ণ-আত্মা পূর্ণ আত্মারই প্রতিকৃতি। যিনি এক মাত্র অদ্বিতীয়, পূর্ণ এবং মুক্ত, তাঁহারই প্রভাবে আমারদের এই পরিমিত আত্মা কতক পরিমাণে এক, সদ্ভাব-সম্পন্ন, এবং স্বাধীন হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। পরমাত্মা যদি অদ্বিতীয় না হইতেন তবে জীবাত্মা কখন এক হইতে পারিত না, পরমাত্মা যদি পূর্ণ না হইতেন তবে জীবাত্মা কখন সদ্ভাব সম্পন্ন হইতে পারিত না, পরমাত্মা যদি মুক্ত না হইতেন তবে জীবাত্মা কখন স্বাধীন হইতে পারিত না। কিন্তু আমারদের এই পরিমিত

জীবাত্মার একত্ব, সদ্ভাব এবং স্বাধীনতা লইয়া আমরা কদাপি তৃপ্ত থাকিতে পারি না; পরমাত্মার যে অসীম একত্ব, অসীম সদ্ভাব, অসীম স্বাধীনতা, তাহারই আমরা ভিখারী। পরমাত্মার প্রতি আমারদের যৎকিঞ্চিৎ লক্ষ্য থাকাতেই আমারদের জীবাত্মার আত্মত্ব, সেই লক্ষ্যকে হারাইলেই আমরা আত্মাকে হারাই, সেই লক্ষ্যকে পাইলেই আমরা আত্মাকে পাই। পরমাত্মা মূলে সর্ব্বজ্ঞ হওয়াতে আমরা কতক সত্য জানিতেছি; তিনি মূলে পূর্ণ মঙ্গল স্বরূপ হওয়াতে আমরা কতক মঙ্গল অনুষ্ঠান করিতেছি; এবং তিনি মূলে পূর্ণানন্দে বিরাজ করাতেই আমরা সেই আনন্দের কণা মাত্র উপভোগ করিতেছি; পরমাত্মার সহিত আমারদের আত্মার এই রূপ ঘণিষ্ট সম্বন্ধ। অতএব "আমরা আপনারা সত্য জানিতেছি, আপনারা সৎকার্য্য অনুষ্ঠান করিতেছি, আপনারা আত্ম প্রসাদ উপভোগ করিতেছি" ইহার সঙ্গে সঙ্গে জানা উচিত যে, মূলে পরমাত্মা সেই সত্য জানাতেই তাঁহারই প্রসাদে আমরা তাহা জানিতেছি, মূলে তিনি সেই সৎকার্য্য প্রবর্ত্তিত করাতেই তাঁহারই প্রসাদে আমরা তাহা অনুষ্ঠান করিতেছি, এবং মূলে তিনি অপরিমিত আনন্দে বিরাজমান হওয়াতেই তাঁহারই প্রসাদে আমরা সকলে তাহার কণা মাত্র উপভোগ করিয়া সুখী হইতেছি। এই রূপ, আমারদের জড়ময় অপূর্ণ জীবাত্মার অভ্যন্তরে নিষ্কলঙ্ক ও পরিপূর্ণ আত্মা রূপে পরমাত্মা আপনাকে নিয়ত প্রকাশ করিতেছেন। আমারদের কর্ত্তব্য যে বৃথা কল্পনাতে প্রবৃত্ত না হইয়া তাঁহার সেই স্বপ্রকাশিত সত্যে দ্বিধা শূন্য অটল বিশ্বাস স্থাপন করি।

প্রথমতঃ আমারদের চিন্তা যত নির্ব্বাত দীপের ন্যায় প্রশান্ত হয়, আমারদের সেই চিন্তার অভ্যন্তরে ততই স্পষ্ট রূপে কেবলমাত্র জ্ঞান স্বরূপ, অভ্রান্ত অতন্দ্রিত জ্ঞান—যে জ্ঞানে অন্য কোন সামগ্রী মিশ্রিত নাই, যে জ্ঞান পরম পরিশুদ্ধ, সেই অপরিমিত জ্ঞান স্বরূপ আবির্ভূত হন। সে জ্ঞান আকাশে বদ্ধ নহেন, কালেতে বদ্ধ নহেন, পঞ্চভূতে বদ্ধ নহেন, দেহ মনেতেও বদ্ধ নহেন, অথচ এক মাত্র তাঁহারি গুণে, আকাশ কাল পঞ্চভূত দেহ মন সমুদায়ই প্রকাশ পাইতেছে। সেই অতীন্দ্রিয় নিষ্কলঙ্ক স্বপ্রকাশ জ্ঞান কাযে কাযেই যৎপরোনাস্তি সত্য রূপে শিরোধার্য্য; কেন না যিনি আপনি স্বপ্রকাশ এবং সমুদায়কেই প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহার ন্যায় সত্য আর কে?

দ্বিতীয়তঃ আমারদের যত্ন যত অপরাজিত রূপে বাধা বিঘ্ন অতিক্রমণে উদ্যত হয়, ততই সেই যত্নের অভ্যন্তরে পরমাত্মার অনলস মঙ্গল ভাব এবং অমোঘ সাহায্য দীপ্তি পাইতে থাকে। অগ্রবর্ত্তী সমর-প্রবৃত্ত সেনাগণের ছিন্ন ভিন্ন দলকে, সেনাপতি যেমন সময়ে সময়ে অনু-সসৃত সেনা-দল দ্বারা পরিপোষিত করে, সেই রূপ ঈশ্বরের অজস্র শুভ ইচ্ছা আমাদের সাধু ইচ্ছাতে সময়ে সময়ে নবোদ্যম স্ফুরিত করিয়া তাহাকে অবসন্ন হইতে বারণ করে। বায়ুর আঘাতে দাবানল কখন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না, প্রত্যুত আরো বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে; সেই রূপ আমাদের সাধু ইচ্ছা বাহির হইতে যত কেন আঘাত প্রাপ্ত হউক না, তাহাতে সে ইচ্ছা নির্ব্বাপিত হয় না, প্রত্যুত আরো বেগবতী হইয়া উঠে; কেন না পরমাত্মা আমারদের শুভ ইচ্ছাতে নিয়তই আহুতির সঞ্চার করিতেছেন।

এক দিকে পরমাত্মার স্বপ্রকাশ জ্ঞান জ্যোতি আনন্ত্যে অবসৃত হইয়া সত্যের পরাকাষ্ঠা রূপে দীপ্তি পাইতেছে, অন্য দিকে তাঁহার পূর্ণ মঙ্গল ভাব পরিমিত জগতে

সর্ব্বশক্তি সহ কেন্দ্রীভূত হইয়া নিখিল জগৎ কার্য্য যত্নের সহিত নির্ব্বাহ করিতেছে। এই রূপে প্রকাশ পাইতেছে যে, পরমাত্মা কেবল উদাসীন জ্ঞান স্বরূপ নহেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাগ্রত মঙ্গল স্বরূপ।

তৃতীয়তঃ স্পৃহা—চিন্তা এবং কার্য্য উভয়ের মধ্যস্থলে। স্পৃহা, ভাব এবং আবির্ভাব, চিন্তা এবং কার্য্য, উভয়কে কর-যোড়বৎ যোড়ে মিলিত করিয়া ব্রহ্মানন্দের প্রার্থী হইলে, চিন্তা ঈশ্বরের গুণ স্মরণ করত এই রূপ সিদ্ধান্ত স্থির করে যে, ইহাঁকে পাইলেই আমারদের সকল অভাব দূর হয়। এই প্রকার জ্ঞানের উদ্রেকে আমারদের স্পৃহা অর্দ্ধ চরিতার্থ হয়। পশ্চাৎ যখন সেই জ্ঞানানুসারে আমরা ঈশ্বরকে কার্য্যতঃ লাভ করি, তখন আমাদের স্পৃহা যথোচিত রূপে চরিতার্থ হয়। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, এক দিকে জ্ঞান, অন্য দিকে কার্য্য, এই দুই বাহুর সহিত সামঞ্জস্য মতে হৃদ্‌গত ঈশ্বর-স্পৃহা চরিতার্থ হইলেই আমারদের সমুদায় আত্মা চরিতার্থ হয়। জ্ঞান যখন লক্ষ্য স্থির করে, তখন স্পৃহার একটি মাত্র পদ আনন্দ-সোপানে নিহিত হয়, পশ্চাৎ ইচ্ছা যখন সেই স্থির-লক্ষ্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া কার্য্যোৎপাদন করে, তখন স্পৃহার উভয় পদ উক্ত সোপানে সমুত্থিত হওয়াতে তাহা সর্ব্বাঙ্গ সমেত চরিতার্থ হয়। এই রূপে আমাদের আত্মা ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে পদনিক্ষেপ করে।

যাহা বলা হইল সমুদায় একত্র করিয়া এই রূপ পাওয়া যায়;—চিন্তাকে প্রশান্ত করিয়া তাহার অভ্যন্তরে পরমাত্মার অটল জ্ঞান-জ্যোতি অনুভব করিতে হইলে, বিষয় বাধা অতিক্রমণ কার্য্যে উদ্যমের সহিত যত্ন নিয়োগ করা আবশ্যক হয়, এবং সেই যত্নের সহায় রূপে পরমাত্মার অপ্রতিহত মঙ্গল ইচ্ছা দীপ্তি পাইতে থাকে। পরমাত্মা কেবল সাধনের লক্ষ্য মাত্র নহেন, তদ্ব্যতীত তিনি সাধনের সিদ্ধি-দাতা; এই রূপে সাধক সমক্ষে তাঁহার জ্ঞান এবং মঙ্গল উভয়ই একত্রে প্রতিভাত হইতে থাকে। কিন্তু প্রশান্ত চিন্তা হইতে উদ্যমশীল যত্ন, এবং উদ্যমশীল যত্ন হইতে প্রশান্ত চিন্তা, আমারদের মনের এই যে স্পন্দন, ইহা কিসের গুণে সুচারু রূপে চলিতে থাকে? ইহার উত্তর এই যে, স্পৃহার গুণে; বাষ্প না থাকিলে যেমন বাষ্পীয় যান চলিতে পারে না, সেই রূপ স্পৃহা না থাকিলে চিন্তা এবং যত্ন আন্দোলিত হইতে পারে না; আত্মার স্পৃহা ব্রহ্মানন্দের দিকে উন্মুখ থাকাতেই, ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা এবং ব্রহ্ম লাভের যত্ন উভয়ই পর্য্যায়ক্রমে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। পরমাত্মার সৌন্দর্য্যে আমাদের স্পৃহা নিবিষ্ট হইলেই আমাদের চিন্তা এবং কার্য্য উভয়ই সহজ এবং শোভন ভাবে চলিতে থাকে।

পবিত্র সৌন্দর্য্যের স্পৃহা হৃদয়াভ্যন্তরে পরিপোষিত হইলে জ্ঞানাকাশে ক্রমে ক্রমে পারমার্থিক সত্য সকল উদিত হইতে থাকে, এবং কর্ম্ম-ক্ষেত্রে সৎকার্য্য সকল অঙ্কুরিত হইতে থাকে। অর্থাৎ আমারদের স্পৃহা বিমলানন্দ হইতে ভ্রষ্ট হইলে যেমন বিষয়াকর্ষণ-বশতঃ আমারদের মনে অসৎচিন্তা সকল আপনা হইতেই উদিত হইয়া অসৎকার্য্যে পরিণত হয়, সেই রূপ উহা বিমলানন্দের সহিত যুক্ত থাকিলে ঈশ্বর প্রসাদবশতঃ সৎচিন্তা সকল আপনা হইতেই উদিত হইয়া সৎকার্য্যে পরিণত হইতে থাকে। শুদ্ধ কেবল চিন্তা-পরায়ণ হইলে কার্য্যের ত্রুটি হইতে পারে, এবং শুদ্ধ কেবল কার্য্য-পরায়ণ হইলে চিন্তার ত্রুটি হইতে পারে, কিন্তু বিশুদ্ধ প্রেমে নিমগ্ন হইলে, কি চিন্তা কি কার্য্য, তৎকালে যাহা করা যায় তাহাই বৈধ রূপে

শোভা পায়; যে হেতু বিশুদ্ধ প্রেম-নিকেতনে প্রবেশ করিলে, সচ্চিন্তা এবং সৎকার্য্য উভয়েরই দ্বার যথারীতি পর্য্যায়-ক্রমে সহজেই উন্মুক্ত হইতে থাকে। স্বচ্ছ প্রেম সরসীতে একদিক্ হইতে যেমন জ্ঞানাকাশ সুন্দর রূপে প্রতিভাত হয়, অন্যদিক্ হইতে সেই রূপ সৎকার্য্য রূপ পঙ্কজিনী শোভন রূপে উদ্ভূত হইয়া চতুর্দ্দিক্ সৌরভে আমোদিত করে।

অতএব আমারদের কর্ত্তব্য এই যে, ঈশ্বর-স্পৃহার উত্তেজনা অবলম্বন পূর্ব্বক, প্রথমতঃ চিন্তা-সহকারে কর্ম্ম-ক্ষেত্র হইতে প্রশান্ত-ভাবে অবসৃত হইয়া পরমাত্মার নিরবলম্ব এবং অনিরুদ্ধ জ্ঞান-জ্যোতিতে লক্ষ্য প্রত্যাবর্ত্তন করি, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার সেই জ্ঞানেতে যে এক অনুপম মঙ্গল ইচ্ছা ব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই ইচ্ছার বলে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতরণ পূর্ব্বক যত্নের সহিত সৎকার্য্য সম্পাদন করি, এই রূপ হইলেই আমারদের আত্মার সেই অনিবার্য্য স্পৃহা উত্তরোত্তর ব্রহ্মানন্দে বদ্ধমূল হইতে থাকিবে এবং আত্ম-প্রসাদে অভিষিক্ত হইতে থাকিবে, এই রূপে আমাদের সমুদায় আত্মা ক্রমশঃ উন্নত ও চরিতার্থ হইবে।

কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৯০ শকের কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	৪২৮৬৵ ০
পুস্তকালয়	২৫৩ (৫
যন্ত্রালয়	৪৪০
ডাক মাসুল	৩৮।৶১০
দান	৩০৫
গচ্ছিত	১৬৯।/১০
	১৬৩৪॥৶ ৫

ব্যয়

মাসিক বেতন	২৫২॥ ০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৩৪৩।/১০
পুস্তকালয় ..	২৬৯।৵ ৫
যন্ত্রালয়	২৩১॥৵ ০
ডাক মাসুল ..	৬৭ ৶ ০
অনিরূপিত ..	৫১।/ ৫
আলোকের ব্যয়	৩০ ৶১০
গৃহ সংস্কার	১০০
সংগীতাদি মুদ্রাঙ্কন ..	৪১
গচ্ছিত ..	১২০৳/১০
	১৫০৭।/ ০
আয়	১৬৩৪॥৶ ৫
পূর্ব্বকার স্থিত ..	১৫২।৵ ৫
	১৭৮৭ /১০
ব্যয়	১৫০৭।/ ০
স্থিত	২৭৯৳ ১০

১৭৯০ শকের কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫
" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	১০
" প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর মধ্য হইতে দান প্রাপ্ত	৩৩
" যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ..	১০
" নীলকমল মুখোপাধ্যায় ..	১০
" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাথুরিয়াঘাটা	২
" হরনাথ ঠাকুর	২
" রসিকলাল পাইন	২
" বেচারাম চট্টোপাধ্যায়	২
" দীননাথ মণ্ডল	২
" গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	২
" রাজনারায়ণ বসু	২
" রাখালরাজ রায়	১
" জগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ..	১
" নন্দলাল সেন	১
" ক্ষেত্রমোহন ধর	১
" হরিদাস শ্রীমানি	১
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১
	১২৮

পূর্ব্ব পৃষ্ঠ হইতে আগত ..		১২৮
আনুষ্ঠানিক দান।		
শ্রীযুক্ত রমনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়		২
এক কালিন দান।		
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	২৩০	
" গোকুলকৃষ্ণ সিংহ ..	১	
		২৩১
দানাধারে দান প্রাপ্ত ..		১। ৫
		৩৬২।৫

ব্যয়

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুর ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসের বেতন	৩০
মৃত প্রতাপচন্দ্র রায়ের বনিতার আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ মাসিক বৃত্তি	৩০
পুস্তক মুদ্রাঙ্কন লাল কাল অক্ষরে ব্রাহ্মধর্ম্ম ছাপার অগ্রিম ব্যয়	২০০
সাম্বৎসরিক দান শিরে ব্যয়। লাহোরস্থ পত্রিকা গ্রাহক ক্ষেত্রচন্দ্র বসুর প্রেরিত টাকা ভুল ক্রমে সাম্বৎসরিক দানে জমা হইয়াছিল তাহার ব্যয়	১২৸০
	২৭২৸০

আয় ..	৩৬২। ৫
পূর্ব্বকার স্থিত .	৩২৭ ৸/০
	৬৯০ /৫
ব্যয়	২৭২৸ ০
স্থিত	৪১৭। / ৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

কলিকতা আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক।

সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	॥০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (বাঙ্গলা অক্ষরে)	।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম খণ্ড (তাৎপর্য্য সহিত)	॥০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত ..	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান দ্বিতীয় প্রকরণ	॥০
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি	॥০
মাঘোৎসব	১
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ...	॥০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৵০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা	॥০
তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ	১॥০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৶০
ব্রহ্মোপাসনা	৴০
ব্রহ্ম-স্তোত্র	৴১০
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	⁄০
ধর্ম্ম-শিক্ষা	৵০
পৌত্তলিক প্রবোধ	।০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষদ দেবনাগর অক্ষরে	৵০
ভবানীপুর ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের উপদেশ ১।২।৩।৪।৫।৬। সংখ্যা একত্র	।০
ধর্ম্ম চর্চ্চা	।০
প্রবচন সংগ্রহ	৴১০
প্রার্থনা এবং সঙ্গীত	৴০
ব্রহ্ম সঙ্গীত	।০
দীপ্ত-শিরার অভিষেক	।১০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৴০
ব্রাহ্মব্যবহার	৴০
দুর্গোৎসব	৴০
বর্ণমালা—প্রথম সংখ্যা	।১০
বর্ণমালা দ্বিতীয় সংখ্যা	৴০
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা—১৭৬৯। ৭১। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮২। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯ শকের। প্রতি শকের একত্রবাঁধান প্রতি খণ্ডের মূল্য	৫ টাকা

বিজ্ঞাপন।

বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজ

আগামী ৩০ চৈত্র রবি বার সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকার সময়ে

এবং

নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ

আগামী ১ বৈশাখ সোম বার প্রাতে ৫ ঘটিকার সময়ে হইবে। ব্রাহ্মগণ উক্ত উভয় দিবসে যথা সময়ে কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে আগমন পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৫. কলিগতাব্দ ৪৯৬৯। ১১ ফাল্গুন রবিবার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তম কল্প
দ্বিতীয় ভাগ।
চৈত্র ১৭৯০ শক।

৩০৭ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৩৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ৩০ চৈত্র রবিবার সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকার সময়ে—

এবং

নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১ বৈশাখ সোম বার প্রত্যূষে ৫ ঘটিকার সময়ে হইবে। ব্রাহ্মগণ উক্ত উভয় দিবসে যথা সময়ে কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে আগমন পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথম মণ্ডলস্য চতুর্দ্দশানুবাকে তৃতীয়ং সূক্তং।

কুৎস ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা।

১১৩৩

৬। রায়ো বুধ্নঃ সঙ্গমনো বসূনাং যজ্ঞস্য কেতুর্মন্মসাধনো বেঃ। অমৃতত্বং রক্ষমাণাস এনং দেবা অগ্নিং ধারয়ন্ দ্রবিণোদাং।

৬। যঃ অগ্নিঃ 'রায়ঃ' ধনস্য 'বুধ্নঃ' মূলভূতঃ আহুতিদ্বারা সর্ব্বেষাং ধনানাং কারণত্বাৎ। 'বসূনাং' নিবাসহেতুনাং ধনানাং 'সঙ্গমনঃ' সঙ্গময়িতা স্তোতৄণাং প্রাপয়িতা 'যজ্ঞস্য' দর্শপূর্ণমাসাদেঃ 'কেতুঃ' কেতয়িতা জ্ঞাপয়িতা 'বেঃ' আত্মানং অভিগচ্ছতঃ পুরুষস্য 'মন্মসাধনঃ' মননীয়স্য অভিলষিতস্য সাধয়িতা 'অমৃতত্বং' স্বকীয়ামরত্বং 'রক্ষমাণাসঃ' পালয়ন্তঃ 'দেবাঃ এনং ধনস্য দাতারং 'অগ্নিং' ধারয়ন্তি।

৬। যে অগ্নি ধনের মূল স্বরূপ, নিবাসহেতুভুত ধনের প্রাপক, যজ্ঞের জ্ঞাপক, আত্মনিষ্ঠ পুরুষের অভীষ্ট সাধক, অমর দেবগণ সেই অগ্নিকে ধারণ করিয়া থাকেন।

১১৩৪

৭। নূচ পুরা চ সদনং রয়ীণাং জাতস্য চ জায়মানস্য চ ক্ষাং। সতশ্চ গোপাং ভবতশ্চ ভূরের্দেবা অগ্নিং ধারয়ন্ দ্রবিণোদাং।

৭। 'নূ চ' অদ্য অস্মিন্ কালে 'পুরা চ' 'রয়ীণাং' সর্ব্বেষাং ধনানাং 'সদনং' আবাসস্থানং 'জাতস্য' উৎপন্নস্য কার্য্যজাতস্য 'জায়মানস্য' উৎপদ্যমানস্য চ 'ক্ষাং' নিবাসয়িতারং 'সতঃ চ' সর্ব্বত্র বিদ্যমানস্বভাবস্য নিত্যস্য চ আকাশাদেঃ 'ভবতশ্চ' সদ্ভাবং প্রাপ্নুবতঃ 'ভূরেঃ' অসংখ্যাতস্য অন্যস্য চ ভূতজাতস্য 'গোপাং' গোপায়িতারং রক্ষিতারং 'দ্রবিণোদাং' ধনপ্রদং এবংগুণবিশিষ্টং অগ্নিং 'দেবাঃ' 'ধারয়ন্' হবির্ব্বোঢ়ৃত্বেন ধারয়ন্তি।

৭। দেবগণ অতীত ও বর্ত্তমান কালে ধনের আবাস স্থান, উৎপন্ন ও উৎপদ্যমান কার্য্যের নিবাসয়িতা, নিত্য আকাশাদি ও ভূত সমূহের রক্ষিতা ধনপ্রদ অগ্নিকে ধারণ করিয়া থাকেন।

১১৩৫

৮। দ্রবিণোদা দ্রবিণসস্তুরস্য দ্রবিণোদাঃ সনরস্য প্র যংসৎ। দ্রবিণোদা বীরবতীমিষং নো দ্রবিণোদা রাসতে দীর্ঘমায়ুঃ।

৮। 'দ্রবিণোদাঃ' দ্রবিণস্য ধনস্য বলস্য বা দাতা অগ্নিঃ 'তুরস্য' ত্বরমানস্য 'চলতঃ' জঙ্গমস্য 'দ্রবিণসঃ' বলস্য ধনস্য বৈকদেশং 'প্রযংসৎ' অস্মভ্যং প্রযচ্ছতু তথা 'দ্রবিণোদাঃ' 'সনরস্য' সননীয়স্য সম্ভজনীয়স্য স্থাবররূপস্য ধনস্য একদেশং প্রযচ্ছতু। অপিচ 'দ্রবিণোদাঃ' 'বীরবতীং' বীরৈঃ পুত্রাদিভিঃ যুক্তাং 'ইষং' অন্নং 'নঃ' অস্মভ্যং প্রযচ্ছতু তথা 'দ্রবিণোদাঃ' 'দীর্ঘং' 'আয়ুঃ' অস্মভ্যং 'রাসতে' প্রযচ্ছতু।

৮। অগ্নি ধন ও বলের দাতা। তিনি আমাদিগকে জঙ্গম বলের এক দেশ এবং সম্ভজনীয় ধনের এক দেশ প্রদান করুন। তৎপরে ধন পুত্র ও দীর্ঘ আয়ু প্রদান করুন।

১১৩৬

৯। এবা নো অগ্নে সমিধা বৃধানো রেবৎপাবক শ্রবসে বি ভাহি। তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ। ১। ৭। ৪।

৯। ব্যাখ্যাতেয়ং পূর্ব্বসূক্তে। অক্ষরার্থস্তু হে শোধক 'অগ্নে' এবং অস্মাভির্দ্দত্তেন সমিদাদি দ্রব্যেন 'বৃধানঃ' বর্দ্ধমানঃ সন্ নোঽস্মাকং ধনযুক্তায় অন্নায় বিশেষেণ প্রকাশস্ব। অস্মাকং তদন্নং মিত্রাদয়ঃ 'মামহন্তাং' পূজয়ন্তাং রক্ষন্তিত্যর্থঃ। সিন্ধুরপ্ দেবতা দ্যাবা পৃথিব্যৌ চ মামহন্তাং। ১। ৭। ৪।

৯। হে শোধক অগ্নি! তুমি আমাদিগের প্রদত্ত সমিদাদি দ্রব্য দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া আমাদিগের অন্নের নিমিত্ত প্রকাশিত হও। মিত্র বরুণ অদিতি সিন্ধু পৃথিবী ও আকাশ আমাদিগের সেই অন্ন রক্ষা করুন। ১। ৭। ৪।

এলাহাবাদ ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা।

রবিবার ১৯ সে আশ্বিন ১৭৯০ শক।

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী। তিনি সর্ব্বত্রই বিরাজমান রহিয়াছেন। এই অসীম শূন্য শূন্য নহে, সেই জ্যোতির জ্যোতি দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। আমরা সর্ব্বদা অমৃতসাগর দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছি; হস্ত প্রসারণ করিয়া সেই অমৃত পরিগ্রহণ পূর্ব্বক মুখে তুলিয়া পান করিলেই হয়, কিন্তু আমাদিগের কি দুর্ভাগ্য, তাহা আমরা পান করিতে সক্ষম হই না। সে অমৃত পানের প্রতিবন্ধক কি? রিপুগণের প্রবলতা। দুরন্ত রিপুগণ আমাদের আত্মার উপর নিরঙ্কুশাধিপত্য করিতেছে। আমরা প্রবৃত্তি-স্রোত দ্বারা সর্ব্বদা নীয়মান হইতেছি; আমরা যদি আত্মা রূপ তরণী এক হস্ত পরিমাণ ঈশ্বরের দিকে লইয়া যাই,

প্রবৃত্তির স্রোত আমাদিগকে শত হস্ত পরিমাণ পশ্চাৎদিকে লইয়া ফেলে। ঈশ্বরের অনুরোধ অপেক্ষা রিপুগণের অনুরোধ রক্ষা করিতে আমরা অধিক ব্যগ্র। কোথায় রিপুগণ আমাদের দাস হইয়া থাকিবে, তাহা না হইয়া প্রভুবৎ আমাদিগের উপর আধিপত্য করিতেছে। তাহাদের প্রলোভন অতিক্রম করা আমাদের অতীব দুষ্কর বোধ হয়। কেমন মনোহর বেশে প্রত্যেক রিপু তাহার মোহিনী শক্তি প্রকাশ করিতেছে। পুষ্পমালায় সুসজ্জিত কাম সুমধুর সুকোমল মনোহর গীতি গান করিয়া পুষ্পময় পথে আহ্বান করিতেছে, কিন্তু সেই পুষ্পময় পথে কি সর্প লুক্কায়িত আছে, তাহা আমরা বিবেচনা করি না। ক্রোধ, শাণিত তরবারি আমাদিগের হস্তে দিয়া বৈর নির্যাতনের সুখ উপভোগ করিতে আহ্বান করিতেছে। লোভ, ধন-মান-যশ উপার্জ্জন জন্য ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিবার উপদেশ প্রদান করিতেছে। কখন কোটি কোটি স্বর্ণ মুদ্রার ছবি প্রদর্শন করিতেছে, কখন বা বৃহদায়তন রাজ্য লাভের আশার উদ্রেক করিতেছে, কখন বা লক্ষ লক্ষ মুখ-নিঃসৃত প্রশংসা ধ্বনি কর্ণনার কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইতেছে, কখন বা লক্ষ লক্ষ পদানত লোকের চিত্র মনের সম্মুখে আনয়ন করিতেছে। মোহ, ঈশ্বর-বিস্মরণকারি মদিরার পাত্র হস্তে লইয়া আমাদিগকে তাহা পান করিতে বলিতেছে, কহিতেছে "অয়ং লোকঃ নাস্ত্যপরঃ" এই লোকই সর্ব্বস্ব, পরলোক নাই। এই রূপ উপদেশ প্রদান করিয়া আমাদিগকে তাহার অনুবর্ত্তি করিতেছে এবং সংসারে নিতান্ত আসক্ত করিয়া ফেলিতেছে। চর্ম্মময় কোষকে ফুৎকার দ্বারা বালক যেমন স্ফীত করে সেই রূপ মদ বৃথা গর্ব্ব দ্বারা আমাদিগের আত্মাকে স্ফীত করিতেছে। ধনী মানী জ্ঞানীর অগ্রগণ্য বলিয়া মনুষ্যকে নিজের নিকট প্রতীয়মান করাইতেছে। সাংসারিক সম্পদই প্রকৃত সুখের আকর এই সম্মোহন মন্ত্র কর্ণকুহরে প্রদান করিয়া মাৎসর্য্য আমাদিগকে পরশ্রীতে কাতর করিতেছে।

রিপু সকল এই রূপ কুটিল বেশ ধারণ করিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে, তজ্জন্য তাহাদিগকে পরাজয় করা দুষ্কর। যখন তাহারা উল্লিখিত কুটিল বেশ অপেক্ষা কুটিলতর বেশ ধারণ করে, তখন তাহাদিগকে পরাজয় করা আরও দুষ্কর হয়। রিপু সকল ধর্ম্মের বেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের নিকট আগমন করে।

আমাদিগের দেশে ও অন্যান্য দেশে কত লোকে মহা ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যায় কামাচরণকে ধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত করিতেছে। ক্রোধপরবশ হইয়া এক ধর্ম্মাক্রান্ত লোক অন্য ধর্ম্মাক্রান্ত লোককে বিদ্বেষ নয়নে দর্শন করিতেছে;—এক ধর্ম্মাক্রান্ত লোক অন্য ধর্ম্মাক্রান্ত লোককে নিগ্রহ প্রদান করিতেছে, এমন কি অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইতেছে। তাহারা বিবেচনা করে না যে মনুষ্য ভ্রান্ত জীব, তাহাদিগের নিজের যেমন স্বভাবতঃ ভ্রম হইতে পারে, তেমনি অন্য লোকেরও স্বভাবতঃ ভ্রম হইতে পারে। আরো দুঃখের বিষয় যে, দুই ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে যত সাদৃশ্য অল্প, মত প্রভেদের জন্য তাহাদিগের পরস্পর তত বিদ্বেষ দৃষ্ট হয়। তাহারা বিবেচনা করে না যে দুই মনুষ্যের মুখশ্রী যেমন ঠিক এক সমান হইতে পারে না, তেমনি দুই মনুষ্যের ধর্ম্মমত ঠিক এক সমান হইতে পারে না। তাহারা বিবেচনা করে না ধর্ম্মমতের প্রভেদ থাকিলেও দুই মনুষ্যের প্রণয়ের ব্যাঘাত হইতে পারে না।

তাহারা বিবেচনা করে না যে যখন আস্তিক ও নাস্তিকের মধ্যে প্রণয়ের দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে,তখন পরস্পর নিকট ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-ভুক্ত লোকদিগের কেন না প্রণয় হইতে পারে ?

লোভ ধর্ম্ম বেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের চিত্তকে আক্রমণ করে। ধার্ম্মিক বলিয়া সকলেই আমার খ্যাতি ঘোষণা করিবে, স্বধর্ম্মাবলম্বিদিগের উপর প্রভুত্ব করিব—তাহারা পদানত থাকিবে—তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিব—তাহাদিগের মনের স্বাধীনতা হরণ করিয়া আমার একান্ত বশবর্ত্তী করিব, লোভ ধার্ম্মিকের মনে এই সকল লালসার উদ্রেক করায়। ধার্ম্মিক ব্যক্তি এই প্রকার লোভে আক্রান্ত হইয়া আপনার ও অন্যের মঙ্গলের পথে কণ্টক রোপণ করেন। এবম্প্রকারে লোভ সমান ধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যে পরস্পর অনৈক্য ও অপ্রণয় সঞ্চার করিয়া প্রচুর অনিষ্ট সম্পাদন করে। ধর্ম্মবেশধারি লোভ একবার প্রবল হইলে কোথায় গিয়া তাহার শেষ দাঁড়ায় তাহার কিছুই নির্ণয় করা যায় না। এমন কি, পুরাবৃত্তে এ ৰূপ অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, কোন কোন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক অথবা ধর্ম্মসংস্কারক এই লোভ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ঈশ্বরের স্বৰূপ বলিয়া লোকের নিকট আপনাকে পরিচয় দিতে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন।

মোহ,ধর্ম্ম বেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের চিত্তকে আক্রমণ করে। আমরা মোহে আচ্ছন্ন হইয়া ধর্ম্মামোদকেই ধর্ম্মসাধন বলিয়া মনে করি। সাংসারিক মোহ ধর্ম্ম-রাজ্যেও প্রবেশ করে। এই ৰূপ মোহের বশবর্ত্তী হইয়া সামাজিক উপাসনা, উৎসব, বক্তৃতা, ধর্ম্ম-মতের কথা, ধার্ম্মিক লোকের কথা, ও ধর্ম্ম প্রচারের কথা এই সকলকে ধর্ম্ম সাধনের সহকারি না মনে করিয়া, কেবল তাহাদিগকে প্রকৃত ধর্ম্ম সাধন মনে করি, ও নিজ নিজ আত্মার পরিত্রাণ কার্য্য কত দূর সম্পাদিত হইল, তাহা লক্ষ্য করি না, এই ৰূপে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারের মধ্যে থাকিয়াও আমরা ধর্ম্ম হইতে দূরে থাকি।

মদও ধর্ম্ম বেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের আত্মাকে আক্রমণ করে। মদ ধার্ম্মিকের মনে, আমি সকল অপেক্ষা ধার্ম্মিক হইয়াছি এই অহংকার উদ্রেক করিয়া ধার্ম্মিকের আধ্যাত্মিক কুশল একেবারে বিনাশ করে। যখনই ধার্ম্মিক ব্যক্তির মনে এই ৰূপ অহংকারের উদয় হয়, নিশ্চয় জানিবে, তখনই তাহার সকল ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়। যেমন নৌকা নদী পার হইয়া কোন দুর্ঘটনা বশত তীরের নিকট জলমগ্ন হয়, আধ্যাত্মিক অহংকারের উদ্রেক হইলে ধার্ম্মিকের সেই ৰূপ দশা হয়। সকল প্রকার অহংকার অপেক্ষা আধ্যাত্মিক অহংকার ঘৃণাকর।

মাৎসর্য্য ধর্ম্ম বেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের আত্মাকে আক্রমণ করে। এক জন ধার্ম্মিক মনুষ্য যদি ধার্ম্মিকতা বিষয়ে অধিক খ্যাতি লাভ করেন, তবে অন্য এক জন ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাহাতে ঈর্ষ্যান্বিত হন ও পূর্ব্বোক্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে যত দূর ধার্ম্মিক লোকে মনে করে, তত দূর তিনি ধার্ম্মিক নহেন লোকের নিকট ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পান। এক ধর্ম্ম সম্প্রদায় অন্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হয় এবং তাহার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হয়।

হে পরমাত্মন্! একে ঋপু সকল স্বভাবতঃ মায়াবী, তাহাতে তাহারা কুটিলতর বেশ ধারণ করিয়া—ধর্ম্ম বেশ ধারণ করিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা পাইতেছে। অসুরেরা যতই কুটিলতর বেশ ধারণ করে, ততই আমার ভয় উপস্থিত হয়। এবার তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করা আমি দুষ্কর জ্ঞান করিতেছি। হে ধর্ম্ম-যুদ্ধের সেনাপতি! আমার হস্ত কম্পিত হইতেছে, ধৃতিৰূপ তরবারি তাহা হইতে স্খলিত হইতেছে। এবার বুঝি আমি নিশ্চয় বিনষ্ট হইলাম; আমাকে রক্ষা কর। তোমার উৎসাহকর আশ্বাস-বাক্য দ্বারা আমার মুমুক্ষু আত্মায় নব জীবনের সঞ্চার কর। তুমি সহায় থাকিলে অবশ্য অসুরদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস।

৩০১ সংখ্যক পত্রিকার ৮৩ পৃষ্ঠার পর।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, হিন্দুদিগের সমুদায় ধর্ম্ম-শাস্ত্র চারি ভাগে বিভক্ত; বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র। এক্ষণে সেই চতুর্ব্বিধ ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রকৃতি সংক্ষেপে প্রকটিত করা যাইতেছে।

এই চারি প্রকার ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মধ্যে বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। হিন্দুদিগের বিশ্বাস এই যে, বেদ অনাদি কাল বিদ্যমান আছে, ইহার কেহ রচয়িতা নাই। বেদে যখন মনুষ্যের হস্ত নাই, তখন ইহাতে যাহা কিছু আছে, সমুদায়ই সত্য, একটিও মিথ্যা নহে। যদি বেদের সহিত অন্যান্য ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে সেই সকল শাস্ত্রের মত অনাদর করিয়া বেদের মতই গ্রহণ করিতে হইবে। বেদ অনাদি কি না এই বিষয় লইয়া বৌদ্ধদিগের সহিত ব্রাহ্মণদিগের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। এই সময়ে ব্রাহ্মণদিগের সমাজ হইতে মীমাংসা দর্শন উত্থিত হইয়াছিল। বৌদ্ধেরা বেদের উপর যে সকল সংশয় উপস্থিত করেন, তাহার সিদ্ধান্ত করিয়া বৈদিক মত রক্ষা করাই মীমাংসকদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই সকল সিদ্ধান্ত দ্বারা বৌদ্ধদিগের মত কিছুই পরিবর্ত্তিত হয় নাই বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাহাতেই যথেষ্ট তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদিগের মত খণ্ডনের নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে এ ৰূপ অধীর হইয়া বিচার করিতে বসিতেন, যে তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয়, বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত করা তাঁহাদের যে ৰূপ উদ্দেশ্য ছিল, বেদের প্রকৃত অর্থের প্রতি সে ৰূপ লক্ষ্য ছিল না। এই স্থলে তাঁহাদের একটি বিচার উদ্ধৃত হইতেছে, তাহা দর্শন করিলেই, ব্রাহ্মণেরা বেদ রক্ষার নিমিত্ত কি ৰূপ প্রয়াস করিয়াছিলেন, তাহা সপ্রমাণ হইবে। বেদের মধ্যে মনু, অত্রি, মন্ধাতা ও হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি কতকগুলি ঋষি ও রাজার নাম উল্লিখিত হইয়াছে; এমন কি, তাহাতে তাঁহাদের জীবন-চরিত-ঘটিত সুস্পষ্ট ইতিহাসও প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধেরা সেই সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়া এই তর্ক উপস্থিত করিল যে, এই সকল ব্যক্তির জন্মগ্রহণের পরে বেদ প্রস্তুত হইয়াছে, নতুবা কি প্রকারে বেদে উহাদিগের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়; অতএব বেদ কখন অনাদি নহে। ব্রাহ্মণেরা মনু অত্রি প্রভৃতির শব্দার্থ মাত্র গ্রহণ করিয়া উত্তর করিলেন, মনু অত্রি প্রভৃতি শব্দ সকল ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া উল্লিখিত হয় নাই। প্রত্যুত বেদ হইতে এই সকল শব্দ প্রাপ্ত হইয়া উত্তর কালে মনুষ্য বিশেষের নাম করা হইয়াছে। এই সকল বিচার দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু বেদের প্রকৃত অর্থের অত্যন্ত ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। ইহা দ্বারা আর একটি বিষয় জানিতে পারা যাইতেছে—তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে আমরা শাস্ত্র অনুসারে চলিতেছি; কিন্তু ফলত অজ্ঞা-

তসারে যুক্তির উপরেই অধিক নির্ভর করিতেন। সে যাহা হউক, ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সকল হইয়াছিল; হিন্দু সমাজে বেদ সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলিয়াই পূজিত হইয়া আসিতেছে। বৌদ্ধদিগের পর আর কোন সম্প্রদায়ই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বেদের উপর হস্তক্ষেপ করে নাই। সাংখ্য নামে দর্শন শাস্ত্রের যে সম্প্রদায় উৎপন্ন হন, তাঁহারা যদিও বেদকে পদে পদে পীড়ন করিয়া গিয়াছেন, তথাপি বাহিরে বেদের সহিত তাঁহাদের বন্ধুতা থাকাতে হিন্দুদিগের মনে কিছুমাত্র বিরাগ সঞ্চার হয় নাই।

বেদ শব্দের অথাশ্রুত অর্থ জ্ঞান; ঈশ্বরের যে জ্ঞান, তাহাই বাস্তবিক বেদ। ঈশ্বরের জ্ঞান অনাদি, নিত্য ও সত্যেতে পরিপূর্ণ, তাহাতে বিন্দুমাত্রও ভ্রমপ্রমাদ নাই। সুতরাং ঋষিরা জ্ঞানচক্ষে ঈশ্বরের জ্ঞান দর্শন করিয়া যাহা কিছু ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অবশ্যই অভ্রান্ত অনাদি ও নিত্য, এই সংস্কারের বশম্বদ হইয়া হিন্দু জাতি বেদের প্রতি অসাধারণ সম্মান করিয়া আসিতেছেন, এবং এই কারণেই যে সকল ঋষি বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহার রচয়িতা না বলিয়া বেদের ঋষি অর্থাৎ দ্রষ্টা বলিয়া হিন্দুসমাজে পরিচিত আছেন। ঈশ্বরের সত্য দর্শন করিবার সময়ে ঋষিদিগের ভ্রমপ্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল কি না, এ বিষয়ে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কোন আন্দোলন হয় নাই; প্রত্যুত ঋষিরাও ঈশ্বরের ন্যায় অভ্রান্ত ছিলেন, ইহাই শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ সমর্থিত হইয়াছে। এই জন্য উত্তর কালের স্মৃতিকারেরা এই রূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে, যদি বেদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী দুইটি বিধি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার যে কোন বিধি অনুসারে চলিলেই ধর্ম্ম রক্ষা হইবে। বেদ কাহাকে বলে, ইহা লইয়া এক সময়ে ঘোরতর বিচার উপস্থিত হইয়াছিল। পরিশেষে বহু বিচারের পর এই স্থির হয় যে, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ নামক যে সকল বাক্যরাশি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নামই বেদ। এবং প্রত্যক্ষ বা অনুমিতি দ্বারা যে উপায় না জানা যায়, তাহা বেদ দ্বারা জানিতে পারা যায় বলিয়া ইহার নাম বেদ হইয়াছে [1]।

বেদ চারি প্রকার; ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব। প্রত্যেক বেদ দুই ভাগে বিভক্ত; এক ভাগের নাম সংহিতা অথবা মন্ত্র; অপর ভাগের নাম ব্রাহ্মণ। এই চারি প্রকার বেদের মধ্যে ঋক্, যজু ও সাম এই তিনটিই যজ্ঞ কার্য্যের উপযোগী বলিয়া প্রসিদ্ধ। যদিও যজ্ঞের সহিত অথর্ব্ব বেদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তথাপি যজ্ঞ কার্য্যে যে সকল বিঘ্ন ও ত্রুটি উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত প্রায় প্রতিযজ্ঞেই অথর্ব্ব বেদের সাহায্য আবশ্যক হইয়া থাকে। ব্রহ্মা নামে যজ্ঞের যে পুরোহিত থাকেন, অথর্ব্ব বেদ তাঁহার পক্ষেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; এই জন্য অথর্ব্ব বেদ অনেক স্থলে ব্রহ্মবেদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন যে সন্ধ্যা পাঠ করেন, তন্মধ্যেও অনেকগুলি অথর্ব্ব বেদের মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান; ঋগ্বেদ সংহিতাতে যে সকল মন্ত্র আছে, তাহাই সমুদায় যজ্ঞে পঠিত হইয়া থাকে। সাম বেদ আর কিছুই নহে, ঋগ্বেদ হইতে বিশেষ বিশেষ মন্ত্র সকল উদ্ধৃত করিয়া স্বর বিশেষে উচ্চারণ করাতেই সাম বেদ হইয়াছে।

১। অত্রোচ্যতে। মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মকত্বং তাবদদুষ্টং লক্ষণং। অতএবাপস্তম্বো যজ্ঞপরিভাষায়ামেবমাহ। মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়মিতি। এবং, অতএবোক্তং। প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে। এবং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্বেদস্য বেদতা। সায়নাচার্য্য।

যজুর্ব্বেদসংহিতাতে দুই প্রকার মন্ত্র আছে, এক প্রকার মন্ত্রে ছন্দঃ আছে, আর এক প্রকার মন্ত্রে ছন্দঃ নাই। যাহাতে ছন্দঃ আছে, তাহা ঋগ্বেদ হইতে উদ্ধৃত; তদ্ভিন্ন সমুদায় মন্ত্র যজুঃ। যজুর্ব্বেদ দুই প্রকার, কৃষ্ণ যজুঃ ও শুক্ল যজু। শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়িসংহিতার টীকাকার মহীধর বেদদীপ নামক টীকাতে এই রূপ লিখিয়াছেন যে, “বেদব্যাস পরম্পরাগত বেদ সকল ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্তকে শিক্ষা দেন। তন্মধ্যে বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করান। একদা বৈশম্পায়ন কোন কারণে যাজ্ঞবল্ক্যের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি আমার নিকট অধীত বেদ প্রত্যর্পণ কর। যাজ্ঞবল্ক্য তৎক্ষণাৎ যোগপ্রভাবে সেই সমস্ত বেদ মূর্ত্তিমান্ করিয়া মুখ দ্বারা বিনির্গত করেন। তখন বৈশম্পায়ন অন্যান্য শিষ্যগণকে তাহা গ্রহণ করিতে আদেশ করিলে তাঁহারা তিত্তিরি পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া গ্রহণ করিলেন। এই রূপ মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়াতে তৈত্তিরীয় বেদ সকল কৃষ্ণ যজুঃ বলিয়া বিখ্যাত হইল। এদিকে যাজ্ঞবল্ক্য বেদহীন হওয়াতে উদ্বিগ্ন হইয়া সূর্য্যের আরাধনা করিতে লাগিলেন; তৎপরে সূর্য্য হইতে যে বেদ লাভ করিলেন, তাহা শুক্ল যজুঃ বলিয়া বিখ্যাত হইল। এই যজুর্ব্বেদসংহিতার শেষ অধ্যায় বাজসনেয়ি-সংহিতোপনিষদ্ ও ঈশোপনিষদ্ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

বেদের ব্রাহ্মণভাগ গদ্যে রচিত। কোন কোন স্থানে ছন্দঃও দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার অধিকাংশই সংহিতা হইতে উদ্ধৃত। ব্রাহ্মণভাগকে মন্ত্রভাগের এক প্রকার ব্যাখ্যা বলিলেও বলা যাইতে পারে। সংহিতাতে যে সকল মন্ত্র আছে, কোন্ কোন্ যজ্ঞে তাহার প্রয়োগ হইবে, তাহাতে যে সকল কঠিন কঠিন শব্দ আছে, তাহার অর্থ কোন্ মূল হইতে উৎপন্ন হইল; সংহিতাতে যে সকল পুরাণ ও ইতিহাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ, পশু ও যূপ প্রভৃতির লক্ষণ; এই সকল লইয়া ব্রাহ্মণ ভাগ রচিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ভাগের শেষ কএক অধ্যায় আরণ্যক বলিয়া বিখ্যাত। এই আরণ্যক অংশকে জ্ঞানকাণ্ড ও অন্যান্য অংশকে কর্ম্মকাণ্ড বলিয়া থাকে। মীমাংসকদিগের মতে জ্ঞানকাণ্ড নামে বেদের কোন অংশ নাই; অন্যান্য দর্শনে যাহা জ্ঞানকাণ্ড বলিয়া উল্লিখিত হয়, মীমাংসা দর্শনের মতে তাহার নাম ভক্তি কাণ্ড [2]। আরণ্যক বেদের শেষ ভাগে আছে বলিয়া তাহার আর একটী নাম বেদান্ত হইয়াছে। বেদান্ত দর্শন বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ আছে, তাহা আরণ্যক নহে; বেদব্যাস প্রণীত শারীরক সূত্র সকলকে বেদান্ত সূত্র ও বেদান্ত দর্শন বলিয়া থাকে।

বেদ অতি বিস্তৃত গ্রন্থ। হিন্দুজাতির সংস্কার এই যে, যাহা কিছু, সমুদায়ই বেদের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বস্তুতঃ ইহা অত্যুক্তি নহে। বেদের পর স্মৃতি, পুরাণ, দর্শন, চিকিৎসা শাস্ত্র, সর্প বিদ্যা, কাব্য, ইতিহাস প্রভৃতি যাহা কিছু হিন্দু জাতির আচার, ব্যবহার, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, পার-

২। এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, শাণ্ডিল্য সূত্র ও ভক্তিমীমাংসা নামে যে এক শত সূত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেই জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া সমস্ত উপনিষদ্ ভক্তিকাণ্ড বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু মীমাংসা দর্শনের অন্যান্য সূত্র সকলের সহিত তুলনা করিলে ভক্তি মীমাংসাকে আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। এমন কি শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কৃষ্ণোপাসনা প্রচলিত হইবার পর, ভক্তি মীমাংসার সূত্র সকল যে রচিত হইয়াছে, সূত্রের মধ্যেই তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মার্থিক ও সাংসারিক বিষয়ের নিয়ামক হইয়া আছে; এক মাত্র বেদকেই তৎসমুদায়ের মূল বলা যায়।

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছয় প্রকার শাস্ত্রকে বেদাঙ্গ বলিয়া থাকে। বেদাঙ্গ বেদের মধ্যে না হইয়া স্মৃতির মধ্যে পরিগণিত হয়।

দ্বিতীয় স্মৃতি শাস্ত্র। মনুসংহিতাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ধর্ম্মের মূল চারি প্রকার; সমস্ত বেদ, বেদজ্ঞদিগের স্মৃতি ও আচার, সাধুগণের আচরণ এবং আত্ম সন্তোষ [৩]। ধর্ম্ম নির্ণয় কল্পে বেদই সর্ব্ব প্রধান। যে সকল ধর্ম্ম বেদে প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাহা বেদজ্ঞদিগের স্মৃতি ও আচার হইতে সঙ্কলন করিতে হইবে। বেদ সকল নানা শাখায় বিভক্ত হওয়ার পর কালক্রমে তাহার অনেক শাখা বিলুপ্ত হইয়া যায়; উত্তর কালের মহর্ষিরা সেই সকল বিলুপ্ত শাখা স্মরণ করিয়া যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, তাহার নাম স্মৃতি। স্মৃতিতে কেবল যে বিলুপ্ত শাখার ধর্ম্ম সকলই উক্ত হইয়াছে এ রূপ নহে; যে সকল বেদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, স্মৃতি শাস্ত্র তাহা হইতেও সংকলিত হইয়াছে। এই রূপে স্মৃতি সকল বেদমূলক হওয়াতে বেদতুল্য মাননীয় হয়। কিন্তু যেখানে বেদের সহিত স্মৃতির বিরোধ আছে, সেখানে স্মৃতির বিধি উপেক্ষিত হইয়া থাকে।

ইতি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বেদাঙ্গ সকল স্মৃতির মধ্যে পরিগণিত হয়। সেই ছয় প্রকার বেদাঙ্গের মধ্যে কল্প ও জ্যোতিষ এই দুই খানিই হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস নিরূপণের উপযোগী, এই দুয়ের মধ্যে কল্পই অধিক আবশ্যক। বহু বিস্তৃত বেদ হইতে যাগ যজ্ঞাদির ব্যবস্থা সকল সংকলন করিয়া সংক্ষেপে উপদেশ প্রদান করাই কল্প সূত্র রচনার উদ্দেশ্য। যাহাতে বেদোক্ত বৃহৎ বৃহৎ কর্ম্ম সকল উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার নাম শ্রৌত সূত্র; যাহাতে বিবাহাদি গৃহ কর্ম্ম সকল আছে, তাহার নাম গৃহ্য সূত্র। এতদ্ভিন্ন সাময়াচারিক নামে কতকগুলি সূত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহাতে সামাজিক আচার ব্যবহার সকল ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। মনুসংহিতা প্রভৃতি যে সমস্ত স্মৃতি সংহিতা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, এই ত্রিবিধ সূত্র সকলই তাহার মূল। এই সকল সূত্র হইতে বেদোক্ত যাগ যজ্ঞ, বিবাহাদি গৃহ্য কর্ম্ম ও রাজধর্ম্ম প্রভৃতি সামাজিক আচার ব্যবহার সকল অনুষ্টুপ্ অথবা অন্যবিধ ছন্দে কিংবা বিষ্ণু সংহিতার ন্যায় গদ্যে পদ্যে গ্রথিত হইয়া স্মৃতি সংহিতা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রৌত সূত্র প্রভৃতি সূত্র সকল সংকলিত হওয়াতে যেমন বিস্তীর্ণ ব্রাহ্মণ ভাগ নিষ্পীড়ন করিয়া যাগ যজ্ঞাদির ব্যবস্থা ও পদ্ধতি আহরণ করিবার পরিশ্রম হ্রাস হইয়া যায়, সেই রূপ মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতি সকল প্রস্তুত হওয়াতে এই সুবিধা হইয়াছিল যে, পূর্ব্বে এক এক সূত্রগ্রন্থ হইতে এক এক বিষয়ের ব্যবস্থা নিরূপণ করিতে হইত, এক্ষণে স্মৃতি সংহিতা হইতেই সমুদায় ব্যবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে লাগিল। বিশেষতঃ অধিকাংশ স্মৃতিসংহিতা ছন্দোবদ্ধ হওয়াতে স্মরণ রাখিবার পক্ষেও যথেষ্ট আনুকূল্য হইল। গৃহ্য সূত্র হইতে গৃহস্থোচিত কর্ম্মের ও সাময়াচারিক সূত্র হইতে সামাজিক আচার ব্যবহার সংকলন করা স্মৃতি সংহিতার যে রূপ উদ্দেশ্য, শ্রৌত সূত্র হইতে দর্শপৌর্ণমাস প্রভৃতি বৈতানিক কর্ম্মের উপদেশ দেওয়া সে রূপ উদ্দেশ্য ছিল না। এই জন্য স্মৃতি সংহিতাতে গৃহ্য কর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের বিধি নিষেধই প্রাপ্ত হওয়া যায়; বৈতানিক

৩। বেদোঽখিলং ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাং। আচারশ্চৈব সাধূনাং আত্মনস্তুষ্টিরেবচ।

কর্ম্মের বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাতে বোধ হয়, স্মৃতি সংহিতার সময়ে বৈতানিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান অপ্রচলিত হইয়াছিল, অথবা তাহা গৃহ্য কর্ম্মের ন্যায় আবশ্যক বলিয়া পরিগণিত ছিল না। কোন কোন স্মৃতি সংহিতাতে পৌরাণিক মত সকলও বিধিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, স্মৃতি সংহিতার মধ্যে কেবল মনুসংহিতা প্রভৃতি কএক খানি গ্রন্থ অখণ্ড প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে; অন্যান্য স্মৃতির যে সকল পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা দেখিলেই অসংপূর্ণ বোধ হয়। বিশেষতঃ বৃহস্পতি সংহিতা ও আরও কএক খানির বোধ হয় এক এক অধ্যায় মাত্র একত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে ঊনিশ খানি স্মৃতি সংহিতা মুদ্রিত করেন, প্রায় তাহার সকলগুলিই এই রূপ দুর্দ্দশা গ্রস্ত; এমন কি রঘুনন্দন প্রভৃতি নব্য গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে বৃহস্পতি বশিষ্ঠ প্রভৃতির নামে যে সকল বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়, উক্ত মুদ্রিত স্মৃতি সংহিতাগুলিতে তাহার অধিকাংশই দৃষ্টিগোচর হয় না। এক্ষণে যদি কোন পণ্ডিত সবিশেষ পরিশ্রম সহকারে শূলপাণি ও রঘুনন্দন প্রভৃতি প্রাচীন ও নব্য সংগ্রহকারদিগের গ্রন্থ হইতে বচন সকল সংকলন করিয়া প্রাচীন সংহিতা গুলি যত দূর সাধ্য পূর্ণ করিতে পারেন, তিনি অনেকের ধন্য বাদের পাত্র হইয়া থাকিবেন।

সূত্র ও সংহিতা ভিন্ন গদ্যে পদ্যে রচিত রাশি রাশি ব্যবস্থা গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদায়েরই সাধারণ নাম স্মৃতি। সংক্ষেপে এই মাত্র বলিলেই সমুদায় স্মৃতি শাস্ত্রের প্রকৃতি বুঝিতে পারা যাইবে যে ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ে হিন্দুজাতির যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান আবশ্যক, স্মৃতি শাস্ত্র দ্বারা তৎসমুদায়ই অবগত হওয়া যায়।

তৃতীয় পুরাণ। বেদ সংহিতার মধ্যে এমন সকল ঋক্ আছে যে, তাহাতে হরিশ্চন্দ্র অম্বরীষ প্রভৃতি রাজা ও মনু অত্রি প্রভৃতি ঋষিগণের নাম ও তাঁহাদের চরিতঘটিত উপাখ্যানের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে সেই সকল ঋক্ অবলম্বন করিয়া সেই সেই রাজা ও ঋষিগণের উপাখ্যান অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত হইয়াছে। আবার এই সকল বৈদিক উপাখ্যান নানাবিধ শাখা প্রশাখায় বিস্তারিত হইয়াই পুরাণ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। পুরাণ শব্দের অর্থ দ্বারা ইহাই বোধ হয় যে, পুরাতন বৃত্তান্ত সকল বর্ণন করা ইহার উদ্দেশ্য। পুরাণবেত্তারা বলেন যে, সেই সকল বর্ণনা পরম্পরাক্রমে ষট্সম্বাদী না হইলে তাহাকে পুরাণ বলা যায় না। মনে কর, প্রথম ব্যক্তির নিকট দ্বিতীয়, দ্বিতীয়ের নিকট তৃতীয়, তৃতীয়ের নিকট চতুর্থ, চতুর্থের নিকট পঞ্চম ও তাঁহার নিকট ষষ্ঠ ব্যক্তি শ্রবণ করিতেছে; এই রূপে ষট্সম্বাদী হইলেই পুরাণ বলা যাইবে। ইহাই পুরাণের সামান্য লক্ষণ। অমরকোষ অভিধানে পুরাণের আর একটি নাম "পঞ্চলক্ষণ" বলিয়া কথিত হইয়াছে। ভাগবত অনুসারে সেই পাঁচ লক্ষণ এই; সৃষ্টি, প্রলয়, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত; এই পাঁচটি বিষয় যাহাতে আছে, তাহার নাম পুরাণ। ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে পুরাণ, উপপুরাণ ও মহাপুরাণ এই তিন প্রকার পুরাণের নামোল্লেখ আছে। পদ্মপুরাণ মতে "নারায়ণ স্বয়ং লোকদিগের নিস্তারের জন্য ব্যাসরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে পুরাণ সকল প্রচারিত করেন [৪]। সু-

৪। নিস্তারায় তু লোকানাং স্বয়ং নারায়ণঃ প্রভুঃ। ব্যাসরূপেণ কৃতবান্ পুরাণানি মহীতলে।

তরাং সমুদায় পুরাণই বেদব্যাস-প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

পুরাণ সকল প্রচলিত হওয়ার পর হিন্দুধর্ম্ম অত্যন্ত রূপান্তরিত হয়। পূর্ব্বে অবতার পূজার কোন প্রসঙ্গ ছিল না; তাহা পুরাণ হইতেই প্রবর্ত্তিত হয়। ধর্ম্ম বিষয়ে শূদ্রদিগের অবস্থা অতি সামান্য ছিল। পুরাণ দ্বারা তদ্বিষয়ে তাহাদের উৎকর্ষ সাধন হয়। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এক্ষণে যে সকল ব্রতোপবাসাদি প্রচলিত আছে, বেদ বা স্মৃতির মধ্যে তাহার কোন প্রসঙ্গ নাই, পুরাণ সকলই তাহার মূল। পুরাণ দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের আর একটি বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছিল;—বৈদিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান একে আয়াস সাধ্য ছিল; তাহাতে আবার সাধারণের অধিকারও ছিল না; বিশেষতঃ কালক্রমে বৌদ্ধদিগের অপেক্ষাকৃত যুক্তি-প্রধান উপদেশ সকল সাধারণ লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিল। পণ্ডিতেরা নানাবিধ দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা বৌদ্ধদিগের হস্ত হইতে আপনাদের মত রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু সাধারণ লোকের সামান্য বুদ্ধিতে দর্শন শাস্ত্রের জটিল মত সকল প্রবেশ করিতে পারে নাই; তাহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের দিকেই গমন করিতে লাগিল। তখন বুদ্ধের মাহাত্ম্য সাধারণের নিকটে এমন সমাদৃত হইয়াছিল যে, তাহাদের নিকট বুদ্ধের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতে কেহ সাহস করিতেন না। কিন্তু পুরাণ সকল এমনি কৌশলে প্রস্তুত হইয়াছিল যে, তাহার প্রচার অনেকাংশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের গতি রোধ করে। বুদ্ধের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন না করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি লোকের বিতৃষ্ণা জন্মাইবার নিমিত্ত এই রূপ বর্ণিত হইতে লাগিল যে, "পূর্ব্বকালের অসুরগণ পুনর্ব্বার পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং বেদোক্ত ধর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করিয়া উন্নতি লাভ করিতেছে; কিন্তু পৃথিবী তাহাদিগের ভারে অত্যন্ত আক্রান্ত হইয়াছেন, অতএব তাহাদিগের বিনাশ করা অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু পাপ না থাকিলে কাহারও বিনাশ হইতে পারে না; এই জন্য নারায়ণ স্বয়ং বুদ্ধ অবতার হইয়া বেদ নিন্দা দ্বারা তাহাদিগের মোহ উৎপাদন করেন এবং তাঁহার পত্নী লক্ষ্মীও পরিব্রাজিকা হইয়া অসুরদিগের কন্যাগণকে বুদ্ধি ভ্রষ্ট করেন[৫]; এই রূপে তাহারা পাপাক্রান্ত হইয়া উৎসন্ন যাইবে।" অতঃপর বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি উক্ত রূপ বিদ্বেষ ভাবই সাধারণের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও বৈদিক উপাখ্যানই পুরাণের মূল, তথাপি তাহাতে ইতিহাসের উপযোগী অনেক বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চতুর্থ তন্ত্র। পুরাণের সময়ে ব্রাহ্মণধর্ম্মের সহিত অন্যান্য ধর্ম্ম যতই মিশ্রিত হউক,তথাপি বেদ বা স্মৃতির বিরোধী হইলে পৌরাণিক মত উপেক্ষিত এবং বৈদিক মত হইতে যতই পৃথক্ হউক, তথাপি বেদের অনুগত বলিয়াই উহা সমাদৃত হইত। কিন্তু তন্ত্র সকল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বেদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াই প্রচারিত হয়। তন্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "সত্য যুগের ধর্ম্ম শাস্ত্র বেদ,ত্রেতা যুগের স্মৃতি ও ভারত,দ্বাপর যুগের পুরাণ এবং কলি যুগের ধর্ম্ম শাস্ত্র তন্ত্র[৬]।" "সুধী ব্যক্তি কলিতে আগমোক্ত বিধানে দেবগণের যাগ করিবেক; অন্য বিধান অনুসারে করিলে দেবগণ প্রসন্ন হন না[৭]।"

৫। স্ত্রী লোকেরাও চিরকুমারী থাকিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিত।

৬। তথাচ যামলে। কৃতে শ্রুত্যুক্ত মার্গেণ ত্রেতাযাং স্মৃতিভারতে। দ্বাপরেতু পুরাণানি কলাবাগমসম্ভবাঃ। তন্ত্রসার।

৭। তারাপ্রদীপে। আগমোক্ত বিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ। নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্য বিধানতঃ।

তন্ত্র যে, সকল শাস্ত্রের শেষে প্রকাশিত হয়, স্বয়ং তন্ত্রই তাহা স্বীকার করিতেছে। সমুদায় তন্ত্রই মহাদেব দ্বারা কথিত হইয়াছে বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তান্ত্রিকেরা তন্ত্র শব্দের এই অর্থ করেন যে, যাহাতে শিব বাক্যের তনন অর্থাৎ বিস্তার আছে, তাহার নাম তন্ত্র। সমুদায় তন্ত্র তিন ভাগে প্রসিদ্ধ; আগম, যামল ও তন্ত্র; কোন কোন গ্রন্থে আগম, ডামর, যামল ও তন্ত্র এই চারিটি নাম ও যোগডামর শিবডামর দুর্গাডামর প্রভৃতি—কএক খানি গ্রন্থও প্রাপ্ত হওয়া যায়; এই সকলের আবার অনেক অবান্তর বিভাগ আছে। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি উপতন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। তন্ত্র ও উপতন্ত্র সমুদায়ের সংখ্যা যে কত হইবে,তাহা তন্ত্র স্বয়ংই গণনা করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। বারাহীতন্ত্রে কতকগুলি উপতন্ত্রের নাম উল্লেখের পর কথিত হইয়াছে। "এ স্থলে মহাত্মা ধার্ম্মিকগণ সমুদায় তন্ত্রের সংখ্যা করেন নাই, যে সকল তন্ত্র সার হইতেও সারতর,তাহাই সংখ্যা করা হইল জানিবে[৮]।" এই বারাহী তন্ত্রে আগম যামল প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ সকলও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তন্ত্রের প্রকৃতি কিয়দংশে বেদের ন্যায়, কিয়দংশে স্মৃতির ন্যায়, কিয়দংশে পুরাণের ন্যায় এবং কিয়দংশে সম্পূর্ণ নূতন। ইহাতে বেদের ন্যায় মন্ত্র ও যাগ যজ্ঞাদি এবং উপনিষদের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশও আছে। স্মৃতির ন্যায় নানাবিধ ব্যবস্থা, রাজধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, বর্ণভেদ জাতিভেদ প্রভৃতির বিষয় কথিত হইয়াছে, এবং পুরাণের ন্যায় সৃষ্টি ও মহাপ্রলয়ের বৃত্তান্ত প্রভৃতি পুরাবৃত্ত সকল বর্ণিত হইয়াছে।

গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ চিরকালই আছে। বেদের সময় সেই সম্বন্ধ পিতাপুত্রের ন্যায় অতি সুচারু,সহজ ও নৈসর্গিক অবস্থায় ছিল, তন্ত্রে তাহা এক বারে রূপান্তরিত হইয়াছে। "অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা তোমার সম্মুখে।" "যে ব্যক্তি আমাকে অগ্রাহ্য করে, সে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতাকে অগ্রাহ্য করে।" "যে ব্যক্তি পিতামাতা অপেক্ষা আমাকে অধিক প্রেম না করে, সে আমার যোগ্য নহে।" "পৃথিবীতেও মনুষ্যপুত্র পাপ ক্ষমা করিতে পারেন, ইহা তোমরা জান," খৃষ্টের এই বাক্যগুলিতে মনে যে রূপ ভাবের উদয় হয়, "যে ব্যক্তি গুরুকে মনুষ্য বলিয়া ভাবে, সে নরক গমন করিবেক[৯]।" "পিতা অপেক্ষাও গুরুকে অধিক করিয়া মানিবে[১০]।" "দেবতা রুষ্ট হইলে গুরু পরিত্রাণ করেন, গুরু রুষ্ট হইলে কেহ পরিত্রাতা নাই[১১]।" "গুরু নিকটে থাকিতে যে ব্যক্তি অন্য দেবতার পূজা করে, সে ঘোর নরকে গমন করে, এবং সেই পূজা বিফলা হয়[১২]।" তন্ত্রের এই বাক্যগুলি পাঠ করিলেও সেই ভাবের উদয় হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য এই সকল অপকৃষ্ট অংশ গুলিই স্বকৃত তন্ত্রসার গ্রন্থে সংগৃহীত করিয়াছেন; সুতরাং সাধারণ লোকে ইহাই বাস্তবিক তন্ত্রের সার অংশ বলিয়া অবধারণ করিয়া আছে। যদি এই রূপ মনুষ্য পূজা ও গুরুদত্ত মন্ত্রের

৮। ন সংখ্যাতানি তান্যত্র ধর্ম্মবদ্ভির্ম্মহাত্মভিঃ। সারাৎ সারতরাণ্যেব সংখ্যাতানি নিবোধত॥

৯। কুলার্ণবে। গুরৌ মনুষ্য বুদ্ধিন্ত——— কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ।

১০। শ্রীক্রমে।——মন্যেত সততং পিতুরপ্যধিকং গুরুং।

১১। কুলার্ণবে। দেবে রুষ্টে গুরু স্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।

১২। কুলার্ণবে। গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজযেদন্য দেবতাঃ। প্রযাতি নরকং ঘোরং সা পূজা বিফলা ভবেৎ।

সাধনা ব্যতিরেকে তন্ত্রে আর কিছু না থাকে, তাহা হইলে তন্ত্র অপেক্ষা অপকৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র আর কিছুই নাই। বস্তুত তন্ত্র সে রূপ অপকৃষ্ট নহে। সমুদয় হিন্দুধর্ম্মের যাহা উদ্দেশ্য,তন্ত্রেরও সেই উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এক মাত্র পরব্রহ্মের আরাধনাই যে সার ধর্ম্ম, তন্ত্রে তাহার সুস্পষ্ট উপদেশ আছে। যে তন্ত্রে গুরুর এমন ভয়ানক দাবি, সেই তন্ত্রেই প্রাপ্ত হওয়া যায় ;—"বর্ণাতীত বিকারশূন্য পরব্রহ্মকে জানিতে পারিলে মন্ত্র ও মন্ত্রের অধিপতি দেবতারা দাসত্ব প্রাপ্ত হন।" "পরব্রহ্মকে জানিলে সমুদায় বিধি অনাবশ্যক হয়, মলয় বায়ু পাইলে তাল বৃন্তে কি প্রয়োজন[১৩]।" দুঃখের বিষয় এই—পূর্ব্ব পুরুষগণের পুস্তক গুলির প্রতি চক্ষু উন্মীলন করিতেও হিন্দুজাতির ক্লেশ বোধ হয়।

উপরে যে চারি প্রকার শাস্ত্রের কথা উল্লিখিত হইল, হিন্দুদিগের সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র তাহার কোনটি না কোনটির অন্তর্গত হইবে। রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ এক্ষণে বঙ্গদেশের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র হইয়া আছে, এ স্থলে তাহার বিষয় পৃথক্ উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই, সংক্ষেপে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, সাধারণ লোকের সুবিধার নিমিত্ত বেদ স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্র হইতে আবশ্যক প্রমাণ সকল সংগ্রহ করিয়া সংগ্রহকারেরা এই রূপ ভূরি ভূরি সংগ্রহগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন; তাহা দ্বারা স্বল্পায়াসেই প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের ব্যবস্থা দানে পণ্ডিত হওয়া যায়। এবং যে অবধি সেই সকল সংগ্রহ মাত্র এ দেশীয়দিগের পাঠ্য পুস্তকের সীমা হইয়াছে, সেই অবধি মুল গ্রন্থের অন্তর্ধান আরম্ভ হইয়াছে।

দর্শন শাস্ত্র সকল ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হয় না,কিন্তু এ প্রস্তাবে তৎসমুদায়েরও স্থূল বৃত্তান্তের উল্লেখ নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে। যেমন বেদের কর্ম্ম কাণ্ড হইতে কল্প সূত্র সংকলিত হয়, সেই রূপ বেদের জ্ঞান কাণ্ডই দর্শনসূত্র সকলের মুল। মাধবাচার্য্য সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহ নামক গ্রন্থে বেদান্ত দর্শন ভিন্ন পঞ্চদশ প্রকার দর্শনের মত সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন; বেদান্ত দর্শনে তাঁহার আত্যন্তিক ভক্তি থাকাতে তিনি তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ইহার মধ্যে আনয়ন করেন নাই। তাহা লইয়া ষোড়শ প্রকার দর্শন-সম্প্রদায় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যদি তাহার মধ্য হইতে চার্বাক দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শন পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলেও আমাদিগের চতুর্দ্দশটি দর্শন-সম্প্রদায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার মধ্যে মীমাংসা, বেদান্ত, ন্যায়,পাতঞ্জল, বৈশেষিক ও সাংখ্য এই ষড়্দর্শনই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ দর্শন বৌদ্ধদিগের যুক্তিমূলক মত হইতে ব্রাহ্মণদিগের বেদমূলক ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই আবির্ভূত হইয়াছিল। ধর্ম্মশাস্ত্র সকলকে রক্ষা করিয়া স্বস্ব বুদ্ধি অনুসারে সত্য সকল নিরূপণ করাই দর্শনকারদিগের উদ্দেশ্য ছিল। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ সংগ্রহ, তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ, মুক্তি লাভের উপায় নির্দ্ধারণ, বেদের পরস্পর বিরুদ্ধ স্থান সকলের সমন্বয়, ধর্ম্ম নির্ণয়, যোগসিদ্ধির উপায় ও ফলের আলোচনা, সামান্যতঃ এই সকলি দর্শন শাস্ত্রের বিষয়। বেদসংহিতা ও দর্শন শাস্ত্র এই উভয়ের একটিকে 'হিন্দুদিগের হৃদয়ের আর একটিকে বুদ্ধিনৈপুণ্যের প্রতিবিম্ব বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

১৩। বিদিতেতু পরে তত্ত্বে বর্ণাতীতে হ্যবিক্রিয়ে। কিঙ্করত্বং হি গচ্ছন্তি মন্ত্রা মন্ত্রাধিপৈঃ সহ। পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলং তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয় মারুতে।

চন্দন নগর নবম সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১৭৯০ শক ২৫ ফাল্গুন।

প্রাতঃকালের উপাসনাতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর গঙ্গোপাধ্যায় এই বক্তৃতা করেন—

"সমানে বৃক্ষে পুরুষোনিমগ্নোঽনীশয়া শোচতিমুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥"

"জীবাত্মা শরীর-মধ্যে নিমগ্ন রহিয়া এবং দীন ভাবে মুহ্যমান হইয়া সর্ব্বদাই শোক করিতে থাকে; কিন্তু যখন সর্ব্বসেব্য ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দেখিতে পায়, তখন তাহার আর শোক থাকে না।

কিসের জন্য রে আত্মন্! এত লালায়িত হইতেছ। কিসের জন্য সদাই চিন্তিত, সদাই ব্যগ্র। এত আয়োজন, এত আড়ম্বর কিসের জন্য। কতকগুলি উপকরণ সংগ্রহ করিতে করিতেই কি জীবন অতিবাহিত করিবে, তোমার ক্রিয়াকলাপের কি আর কোন উদ্দেশ্য নাই। কাহার পুত্র তুমি তাহার কিছু স্মরণ নাই। প্রবাসে আসিয়া স্বদেশ একে বারে ভুলিয়া গিয়াছ। কোথা তোমার গম্য স্থান তাহা একবারও মনে কর না। এমত প্রমাদে তুমি পতিত হইয়াছ। হায় কি পরিতাপ! মোহরূপ প্রবঞ্চকের মিথ্যা বচনে একেবারে নিজ মহত্ত্ব বিস্মৃত হইলে। এমত হত-জ্ঞান তুমি যে, স্বতঃসিদ্ধ সহজ সত্য হইতে ভ্রষ্ট রহিয়াছ। শিশু সন্তানের অঙ্গসৌষ্ঠব গঠন-কৌশল দেখিয়া কে না অনায়াসে বুঝিতে পারে যে সে কখনই আলোকশূন্য বায়ুশূন্য কারাগার-স্বরূপ গর্ভমধ্যে অবস্থিতি করিতেই কেবল সৃষ্ট হয় নাই, সেই রূপ তোমার সুন্দর এবং মহৎ বৃত্তি থাকাতে, তোমাতে দেব ভাব নিহিত থাকাতে, তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না, যে এই তমসাবৃত প্রকৃত-আনন্দ-শূন্য সংসারে বদ্ধ থাকিবার জন্য তোমার আবির্ভাব হয় নাই। কেবল সংসার-বিচরণে সেই সকল সমুন্নত বৃত্তি স্ফূর্ত্তি পায় না। যেমত মানব-শরীরে হস্ত-পদাদি সংযোগ করিয়া জগদীশ্বর তদুপযুক্ত কর্ম্ম-ক্ষেত্র বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, তদ্রূপ তোমাতে প্রীতি ভক্তি আশা আনন্দ ইত্যাদি উৎকৃষ্টতর বৃত্তি প্রদান করিয়া তাহার চরিতার্থতা সাধনের উপযুক্ত পদার্থ অবশ্যই দিয়াছেন। ঈশ্বর স্বয়ংই ঐ সকল বৃত্তির সম্যক্ চরিতার্থতার একমাত্র স্থল। যিনি নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র-স্বরূপ তিনি ভিন্ন আর তোমার ভক্তি ও শ্রদ্ধার আস্পদ কে হইবে, যাঁহার পূর্ণ প্রেম ও অসীম করুণা তাঁহারই সহিত তোমার অভেদ্য আকর্ষণের সম্ভাবনা, যিনি মঙ্গলস্বরূপ ও সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহার নিকট তোমার পূর্ণ আশা ও নির্ভর, যিনি নিত্য শান্ত ও আনন্দময় তাঁহার সহবাসে তোমার নির্ম্মল ও অবিচ্ছিন্ন আনন্দ। এই মর্ত্ত্য লোকে যত কিছু সৃষ্ট হইয়াছে তাহার মধ্যে তুমি তোমার পিতার প্রিয় ধন। তুমি সেই মহান্ পুরুষের সন্তান, ইহা যেন সদাই তোমার অন্তরে জাগরূক থাকে। এবং এই সত্য ধারণ করিয়া তাঁহাকে তোমার আদর্শ করিয়া ক্ষীণতা মলিনতা হইতে উত্তীর্ণ হও, এবং আপনার মহৎ ভাব রক্ষা কর। আনন্দই তোমার উদ্দেশ্য, আনন্দই তোমার জীবিকা, আনন্দই তোমার জীবন। তবে সেই মহান্ আনন্দের আকর ছাড়িয়া আর কোথায় আনন্দ অন্বেষণ করিবে।

তিনি যখন কোন একটী বৃত্তি তোমাকে নিরর্থক প্রদান করেন নাই এবং যখন তোমার উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকলের চরিতার্থতা সাধনের স্থল নিজে হইয়া রহিয়াছেন—যেখানে কোন ব্যাঘাত বা নৈরাশ্যের সম্ভাবনা

নাই—তখন তৎসাধনে উপেক্ষা করিয়া ইহলোকের ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি অনুরাগের সহিত ধাবমান হওয়াই কি তোমার উচিত হইল?

জগদীশ্বর আমাদের ধর্ম্ম ও আত্মোন্নতি সাধনে নিত্য ও নির্ম্মল আনন্দ, সাংসারিক বিষয়ে ক্ষুদ্র অস্থায়ী এবং অতৃপ্তিকর সুখ এবং পাপক্রিয়াতে গ্লানি ও বিষাদ সংযোগ করিয়া এক প্রকার স্পষ্টাক্ষরে প্রদর্শন করিতেছেন, যে কোন্ বিষয় লাভ করা আমাদের জীবনের সর্ব্ব প্রধান কার্য্য, কোন বিষয় আসক্তি-বিহীন হইয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এবং কোন্ বিষয়ই বা একে বারে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু আমরা মোহান্ধ হইয়া তাঁহার স্পষ্ট আদেশ অবহেলা করি এবং ক্ষুদ্র বিষয় অথবা মলিন ক্রিয়াতে রত থাকিয়া আমাদের মহান্ লক্ষ্য ভুলিয়া যাই।

যেমত আমাদের ইহ জীবনের অবস্থা বিশেষের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সেই অবস্থার কিয়দংশ কাল অতিবাহিত করিলে তাহাতেই আমাদের জীবনের সমস্ত কার্য্যের পরিসমাপ্তি হয় না, অর্থাৎ যেমন শৈশব অথবা যৌবনাবস্থার কার্য্য সকল সম্পন্ন করিলে ইহজীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল এমত কখনই হইতে পারে না, সেই রূপ প্রশস্ত দৃষ্টি দ্বারা যদি অবলোকন করা যায় তাহা হইলে ইহাই স্থির সিদ্ধ হইবে যে, আমাদের ইহ জীবন কেবল অনন্ত জীবনের এক অবস্থা মাত্র, এবং অনন্ত জীবনের উদ্দেশ্য যে আত্মার প্রস্ফুরণ ও উন্নতি সাধন তাহা ইহ জীবন হইতে স্থির রাখিয়া পরকালের জন্য উপযুক্ত হইতে হইবে। বাল্যকালের ক্রীড়াতে সকলই এক সময় না এক সময় সুখানুভব করিতেন, কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে যদি কেহ তাহাতে আবদ্ধ থাকিয়া কাল যাপন করিতে থাকেন, তবে তাঁহাকে যেমত কৃপাপাত্র মনে হয়, সেই রূপ সংসারের বিষয় কার্য্য করিতে করিতে তাহাতেই আবদ্ধ হইয়া আপনার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে আমাদের স্বভাবনিহিত মহত্ত্বের পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে, সুতরাং তাহার প্রতিফল-স্বরূপ আমাদিগকে নিরানন্দ ভোগ করিতে হয়। যদিও আমাদের জীবনের সার কার্য্যে এই রূপ ঔদাস্য প্রদর্শন কয়াতে আমাদের হৃদয়ের শান্তিরস শুষ্ক হইতে থাকে, তথাপি আমরা বুঝি না যে, কেন আমাদের এরূপ দুর্গতি উপস্থিত হয়। তথাপি সংসারের প্রলোভন বাক্যে আমাদিগকে নীয়মান হইতে দিই। আমরা তিক্ত ও মিষ্ট রস দ্বারা বস্তু বিশেষের সেব্যাসেব্যের বিষয় অনায়াসে নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, কিন্তু আশ্চর্য্য এই, আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের এরূপ ভ্রান্তি উপস্থিত হয় যে, আত্মার অতৃপ্তি ও তৃপ্তি দ্বারা বিষয়সুখ ও ব্রহ্মানন্দের মধ্যে মহত্ত্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হই না। আমরা তৃষ্ণার্ত্ত মৃগের ন্যায় সুখাভিলাষে সংসারের প্রতি ধাবমান হই, কিন্তু যখন আমাদের অভিলষিত বস্তু হস্তগত হয়, তখন তদ্দ্বারা কি আমাদের তৃষ্ণার কিছু শান্তি হয়? কিছুই না। বরং পূর্ব্বাপেক্ষা আমাদের তৃষ্ণা বর্দ্ধিত হইয়া আমাদিগকে আরও ব্যাকুল করে। সাংসারিক বিষয় লাভের পূর্ব্বে চিত্তে যে ব্যগ্রতা উদয় হয়, সংসার বিচরণে প্রমত্ত হইয়া যে আত্মবিস্মৃতি আইসে, তাহাতেই সংসারের সকল সুখ পর্য্যবসিত হয়। সেই চিত্তের ব্যগ্রতায় পরিণামে কোন সুখোদয় হয় না, সেই আত্মবিস্মৃতি কেবল আমাদিগকে পশুতুল্য করিয়া ফেলে। অতএব তাহা লইয়া উন্নতিশীল মানবাত্মা কি রূপে সুস্থির থাকিতে পারে। ইহার জন্য যাঁহারা পৃথিবীর সমুদায় প্রার্থনীয় বস্তু লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের গৃহ ধনরত্নে পরিপূর্ণ, যাঁহারা

মান সম্ভ্রম প্রভুত্বের উচ্চ শিখরে সদাই আরোহণ করিয়া আছেন, তাঁহারা এই সমুদায় প্রাপ্ত হইয়াও আপনাদের হৃদয়কে অপূর্ণ বোধ করেন। বিশেষতঃ সংসার যখন মৃত্যুর প্রতিরূপ, ইহার তাবৎ বস্তুই অনিত্য, এবং যখন মৃত্যুর প্রতি আমাদের স্বভাবতঃ এক প্রকার বিরাগ ভাব আছে, তখন সেই সকল অনিত্য বিষয়ে রত হইয়া আপনাদিগকে মৃত্যুপাশে আবদ্ধ করিলে তদ্দ্বারা আমাদের আত্মার কি রূপে শান্তি লাভ হইতে পারে। এই হেতু যখনই অমৃতের পরম সেতুস্বরূপ ঈশ্বরকে ভুলিয়া কালাতিপাত করি, তখনই আমাদের আত্মা দীন ভাবে শোক করিতে থাকে, কিন্তু যদি আমাদের শুভবুদ্ধির বলে ঈশ্বরের প্রসাদ রক্ষা করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের সৌভাগ্যসূর্য্যের উদয় হয়। এবং তাঁহাকে অন্তরে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া আমাদের সকল সন্তাপ বিদূরিত হয়।

পূর্ব্বে সমস্ত পৃথিবী অন্বেষণ করিয়া যে তৃপ্তি সুখ পাওয়া যায় নাই তখন ব্রহ্মানন্দ-রসাস্বাদনে তাহা অনুভূত হইতে থাকে, তখন অমৃতের আস্বাদ পাইয়া অনিত্য বস্তুতে আর অভিরুচি হয় না, এবং অন্তর হইতে ক্রমাগত এই বাক্য নিঃসৃত হইতে থাকে— "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্।" যাহা দ্বারা আমি অমর না হই তাহা লইয়া আমি কি করিব।

হে পরমাত্মন্! আমাদিগকে যে অভিপ্রায়ে এখানে প্রেরণ করিয়াছ তাহা সংসিদ্ধ করিবার জন্য আমাদের যেন সর্ব্বদাই লক্ষ্য থাকে। পবিত্রতা অর্জ্জন, আত্মার উন্নতি সাধন, তোমার আনন্দামৃত লাভ করিবার জন্য আমরা যে এমত উৎকৃষ্ট মানব জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা যেন সফল করিতে পারি। যে সংসারে থাকিয়া আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে সে অতি সংকট স্থল। অতএব হে কৃপাসিন্ধো! তুমি কৃপা করিয়া আমারদের সম্মুখে বিরাজমান থাক, এবং আমাদিগকে এমত বল বিধান কর, যাহাতে সংসারের সমুদায় বিঘ্ন, সমুদায় বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আমাদের গম্য স্থানে উপনীত হইতে পারি। তোমার উৎসাহকর আনন আমাদের সম্বন্ধে যেন সর্ব্বদা প্রকাশ থাকে, তাহা হইলে পাপ তাপ হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিব। তোমাকে ছাড়িয়া যেন মুহূর্ত্ত কালের জন্য কোন কার্য্যে নিযুক্ত না থাকি এমত শুভ বুদ্ধি প্রেরণ কর। আমরা তো জানিয়াছি যে তোমাকে ছাড়িয়া কার্য্য করিলে আমাদিগকে কত বিষাদ কত নিরানন্দ ভোগ করিতে হয়, কত প্রকার ভয় আমাদিগকে আক্রমণ করে। যখনই তোমাকে ছাড়িয়া কার্য্য করিয়াছি, তখনই চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়াছি। কিন্তু যখন তোমার দর্শন পাই, তখন চারি দিক আলোক ও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। তোমাকে ছাড়িয়া সম্পদেও সুখ নাই, তোমাকে পাইয়া বিপদও অনায়াসে বহন করা যায়। তুমি স্পর্শমণি—তুমি এমনি আনন্দময়, প্রেমময়, ও মঙ্গলময় যে তোমার সহবাস এক বার লাভ করিতে পারিলে সকল দুঃখ সকল সন্তাপ একে বারে বিনাশ পায়, হৃদয় শান্ত ভাব ধারণ করিয়া স্তব্ধ পুলকে তোমার আনন্দরস পান করিতে থাকে। হে কৃপাময়! যাহাতে তোমাকে অন্তরে নিরন্তর বিরাজমান দেখিয়া আপ্তকাম হইতে পারি তুমি আমাদিগকে এমত উপযুক্ত কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী ইমন-কল্যাণ—তাল চৌতাল।

তাঁরে ভজ ভজ রে মন সেই আদি-দেব ভুবন-নাথ পরম পুরুষ পরমেশ্বর একায়নে।
ভক্তি যোগেতে পূজ অবিরত মোক্ষ-সেতু পাপ-দমনে।
পবিত্র-হৃদয়ে শোভন-সুরে গাও সতত সেই জন্ম-মরণ-রহিত সনাতনে।

রাগিণী কেদারা—তাল চৌতাল।

সত্য-রূপ, জ্ঞান-রূপ, অনাদি-অনন্ত-রূপ, অমৃত-আনন্দ-রূপ, অদ্বিতীয় তুমি হে।
ভবাম্ভোধি-পার-হেতু, এক মাত্র তুমি সেতু, অভয়-মঙ্গল-কেতু, শান্তি-রূপ তুমি হে।

রাগিণী কানেড়া—তাল চৌতাল।

পর্ব্বত পাথার ব্যোমে জাগো রুদ্র উদ্যত-বাজ।
দের-দেব মহাদেব, কাল-কাল মহাকাল, ধর্ম্মরাজ, শঙ্কর, শিবতর, হন পাপ॥

রাগিণী মিঞা মল্লার—তাল চৌতাল।

ভুবন আকুল না জেনে তাঁর নাম-রূপ-আবাস, জীবন সঁপিতে বারণ না মানে।
নবীন জলদ সেই খেদে অশ্রু বারি করে মোচন ভৈরব গরজনে, ভানু-শশাঙ্ক ফেরে সন্ধানে।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

উঠ, ওহে জাগো, না রহিও ঘোর নিদ্রাতে, দীন-হীন-মলিনতা দূর কর, মৃত-দেহ-সমান হে রবে কত।
সব যাত্রী গেল পার হইয়ে, দেখ চাহিয়ে, আর বিলম্ব তো ভাল নয়,
উঠ, চল, কর ত্বরা, সেই শান্তি-গৃহ পাইবে।

রাগিণী ঝিঁজিট—তাল ঠুংরি।

কর তাঁর নাম গান।
যত দিন রহে দেহে প্রাণ।
যাঁর হে মহিমা জ্বলন্ত জ্যোতি জগত করে রে আলো,
স্রোত বহে প্রেম-পীযূষ-বারি, সকল জীব সুখকারি, হে।
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত, বাক্যে বলিতে কি পারি?
যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে সকল শোক অবসারি, হে।
উচ্চে নীচে, দেশ দেশান্তে, জল-গর্ব্ভে কি আকাশে,
অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর, এই সদা সবে জিজ্ঞাসে, হে।
চেতন-নিকেতন, পরশ রতন, সেই নয়ন অনিমেষ,
নিরঞ্জন সেই,যাঁর দরশনে নাহি রহে দুখ লেশ, হে॥

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল তেওরা।

ব্রহ্মন্, মোপরে সদয় হও হে, মোর সব দুখ দূর কর।
শান্তি দাতা, শান্তি বারি বরিষিয়ে কর শীতল, মোচন কর পাপ-ভার॥
মোপরে সদয় হও হে, মোর সব দুখ দূর কর।

রাগিণী মল্লার—তাল কাওয়ালি।

নমি বিভু তব চরণে।
কৃপা-নিধান, কৃপা-নিধান, ত্রিলোক-তারণ, লজ্জা-নিবারণ, ভব-দুখ-নাশন নাম ধরো হে।
জীবন-বল্লভ, দরশন-দুল্লর্ভ, তোমা তরে আকুল প্রাণ আমার। রক্ষা কর হে করুণা-সাগর, বিন্দু-কৃপা তব দেও আমারে॥

কাপ্রিয়া সম্প্রদায়।

অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের যেমন আমূল বৃত্তান্ত সবিস্তরে কিছুই জানা যায় না, কাপ্রিয়া সম্প্রদায়েরও সেই রূপ। ইহারা কহে যখন ত্রেতাযুগে সূর্য্যবংশে রাজা রামচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই সম্প্রদায় সেই সময়েরই। ইহাদিগের বিশ্বাস এই যে রামচন্দ্রই এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ইহারা দেবী পার্ব্বতীর উপাসক। কোন ঘটনায় এই দেবী কায়াপুরী এই নামটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বোধ হয় এই নামেই এই সম্প্রদায়ের নাম কাপ্রিয়া হইয়া থাকিবে। ইহারা পশ্চিম সমুদ্রের উপকূলে মর দেশে বাস করে। তথায় কায়াপুরী দেবীর একটি প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি ও মঠ আছে। কচ্ছ দেশে এই দেবী আশাপুরা ও মাতা নামে প্রসিদ্ধ। লালা যশরাজ সর্ব্বাগ্রে এই মূর্ত্তি দেখিতে পান এবং তিনিই এই মূর্ত্তি রক্ষা করিবার নিমিত্ত মঠ নির্ম্মাণ করেন। দেবীর প্রতিষ্ঠাতা লালা যশরাজের মৃত্যুর পর বহুদিবসাবধি এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত বৃত্তান্ত জানা যায় না।

রাও খানগারজির পিতা যখন রাজত্ব করেন, ঐ সময়ে এই সম্প্রদায়-ঘটিত দুই একটি কথা ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রাজা কচ্ছ দেশ শাসন করিতেন। এক সময়ে ইনি রাজ্য সংক্রান্ত কোন বিপদে পড়িয়া আশাপুরা দেবীর নিকট উদ্ধারের প্রার্থনা করেন। ঘটনা ক্রমে তাঁহার সকল বিপদ নষ্ট হইয়া যায়। তখন তিনি মর দেশে তীর্থ যাত্রা করিয়া মঠাধিপতিকে রাজা উপাধি প্রদান করেন এবং দেবীর সেবার নিমিত্ত কএক খণ্ড গ্রাম উৎসর্গ করিয়া দেন। তদবধি এই মঠাধিপতির এমনই প্রভাব বৃদ্ধি হয় যে, কচ্ছ দেশের রাও সকল যদি মর দেশে অন্তত এক বার তীর্থ যাত্রা না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিরাপদে রাজ্য ভোগ করিতে পাইতেন না।

মঠাধিপতির এই রূপ সম্মান বহুদিবসাবধিই ছিল, কিন্তু ফতে মহম্মদ তাহা বিনষ্ট করেন। ফতে মহম্মদ হিন্দুজাতির ধর্ম্ম ও গুরুর এই রূপ প্রভুত্বের বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁহার কচ্ছ দেশ আক্রমণ কালে কাপ্রিয়া সম্প্রদায়ের বিশেষ অনিষ্ট হয়। তৎপরে গোলাম সাহ ইহাদিগের উপর বিলক্ষণ অত্যাচার করেন। তিনি ইহাদিগের ধর্ম্ম পুস্তক সকল এবং দেবীর অধিকৃত সমুদায় দ্রব্য লুঠ করিয়া সিন্ধু-দেশে আনয়ন করিয়াছিলেন।

এই সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ এক শত ত্রিশ জন। ইহারা সকলেই এক প্রকার গৃহস্থ বটে কিন্তু কেহই বিবাহ করে না। ইহারা স্ত্রীলোকের সাহায্য না লইয়া স্বয়ংই যাবতীয় গৃহ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। যদি ঐ এক শত ত্রিশ সংখ্যা হইতে একটির মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ইহারা হিন্দুজাতি হইতেই একটিকে নির্ব্বাচন করিয়া সেই সংখ্যা পূর্ণ করিয়া লয়। কিন্তু যে ইহাদিগের দল ভুক্ত হইবে, তাহার বয়স অন্তত আট বৎসর হওয়া আবশ্যক। যে দিবস কোন ব্যক্তি ইহাদিগের অন্তর্গত হয়, ইহারা সেই দিবসেই তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহার মস্তকে সম্প্রদায়ের চিহ্নস্বরূপ বিশেষপ্রকার একটি শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিতে দেয়। তাহাকে এই রূপ বেশে সজ্জিত করিয়া সর্ব্বাগ্রে আশাপুরা দেবীর নিকট লইয়া যায়। কুসুম্ভ রস[1] ইহাদিগের তৃপ্তিকর পানীয়। ঐ দিবসে উহারা ঐ রস পান করিয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে। যদি কোন একটি বালক ইহাদিগের দলভুক্ত হয়,

১। অহিফেন দ্বারা প্রস্তুত মাদক দ্রব্য বিশেষ।

তাহা হইলে তাহাকে বাল্যোচিত আর কোন বিষয়ই শিক্ষা করিতে হয় না। কেবল ভিক্ষা ও দেবীর একটি স্তুতিমালা শিখিলেই যথেষ্ট হয়।

এই সম্প্রদায়ের মধ্যে মঠাধিপতি ব্যতিরেকে আর কেহই লিখিতে ও পাঠ করিতে পারে না। আহার নিদ্রাই ইহাদিগের দৈনিক কার্য্য। ইহাদিগের বাস ভূমির নিকট বণিক (কামদার) বাস করিয়া থাকে। ইহারা এই বণিকদিগের উপর কৃষিকার্য্য ও আয় ব্যয়ের ভারার্পণ করে। মঠাধিপতির অধিকৃত যে সমস্ত ভূমি সম্পত্তি আছে, তাহার আয় অনাথ দীন দরিদ্রদিগের পোষণার্থই ব্যয়িত হয়। ইহারা অতিশয় অতিথিপ্রিয়। যদি কেহ ইহাদিগের দ্বারে উপস্থিত হয়, সে যে জাতিই হউক না, ইহারা শ্রদ্ধা সহকারে তাহার আতিথ্য করিয়া থাকে। যদি কোন সম্ভ্রান্ত পর্য্যটক ও দর্শক তাহাদিগের নিকট গমন করে, তাহা হইলে বিন্দু পরিমাণ অহিফেন তাহার সেবার নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে প্রদান করা হয়। প্রতিদিন পশুপক্ষীদিগকে খাদ্যের কিয়দংশ বলি প্রদান করা ইহাদিগের নিত্য কার্য্য। ইহারা ম্লেচ্ছের ন্যায় যথেচ্ছ আহার করে না। অন্যান্য হিন্দুরা যেমন খাদ্যাখাদ্য বিচার করিয়া চলে, ইহারাও সেই রূপ।

এই কাপ্রিয়া সম্প্রদায়ের বিশেষ কোন উৎসব নাই কিন্তু গ্রামবাসী অন্যান্য হিন্দুদিগের উৎসব দিবসেই ইহারা উৎসব করিয়া থাকে। হিঙ্গুলা ইহাদিগের তীর্থস্থান। নিয়মানুসারে ইহাদিগের মধ্যে প্রত্যেককেই তথায় গমন করিতে হয়। কিন্তু ঐ তীর্থস্থানে এক দিবস ও এক রাত্রি ভিন্ন অধিক ক্ষণ কেহই থাকিতে পায় না। যদি কাহারও কার্য্যগতিতে কিছু মাত্র বিলম্ব হয়, তাহা হইলে তাহার মনে একটি দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া উঠে যে আশাপুরা দেবী তাহাকে সমুদ্রজলে নিমজ্জিত করিবেন। এই সম্প্রদায় মৃত দেহ ভস্মসাৎ করে না। কিন্তু রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার দেহ অগ্নিতে বিসর্জ্জন করে। মৃত্যুর অব্যবহিত দ্বাদশ দিবস ইহাদিগের মধ্যে নানা প্রকার উৎসব ও পান ভোজন হইয়া থাকে। রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার পোষ্য পুত্রই রাজ্যাধিকার গ্রহণ করেন।

ব্রাহ্ম-বিবাহ।

৬ ফাল্গুন শনিবার ঢাকা প্রদেশের মহেশ্বরদী পরগণার অন্তর্গত ভাটপাড়া গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতি অনুসারে একটি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের নাম শ্রীমান্ রামপ্রসাদ সেন। নিবাস বিক্রমপুর। ইনি ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান সম্পাদক। ইহাঁর বয়ঃক্রম অন্যূন ত্রিংশৎ বৎসর হইবে। কন্যার নাম শ্রীমতী হেমন্তশশী দেবী। ইনি ভাটপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ রায়ের প্রথমা কন্যা। ইহাঁর বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর হইবে। রামপ্রসাদ সেন ও কালীনারায়ণ রায় উভয়েই বৈদ্য জাতির মধ্যে প্রধান ও সম্ভ্রান্ত। "ধর্ম্মোরক্ষতি রক্ষিতঃ" "যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন।" উভয়েই ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মহাবাক্যের দৃষ্টান্ত স্থল। তাঁহারা উভয়েই নানাবিধ উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও ব্রাহ্মব্রত প্রতিপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন; ঈশ্বর তাঁহাদিগের সাধু কামনা পরিপূর্ণ করিলেন। যাঁহারা তদ্গতচিত্তে তাঁহার করুণার উপর নির্ভর করিয়া থাকেন, তাঁহাদের গন্তব্য পথ ক্রমে ক্রমে অতি সহজ হইয়া আইসে। কালীনারায়ণ বাবু বিশেষ বিজ্ঞতা ও ভদ্রতা সহকারে এই শুভ বিবাহ সম্পাদন করাতে অতি

আনন্দের বিষয় হইয়াছে। পুরাতন আচার ব্যবহার যত দুর রক্ষা করা যাইতে পারে, তিনি তাহা রক্ষা করিয়াছিলেন। যদি ধর্ম্মের নিমিত্ত সমুদায় পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতে বিরত হওয়া কর্ত্তব্য নহে; নতুবা অকারণে অথবা সামান্য কারণে অন্যের মনে দ্বেষ ভাব উদ্দীপন করা উচিত নয়। বস্তুতঃ ধর্ম্ম রক্ষা কালীনারায়ণ বাবুর যে রূপ উদ্দেশ্য, কেবল আড়ম্বর সে রূপ উদ্দেশ্য নয় বলিয়াই অতি শান্ত ও সাধারণের প্রীতিকর ভাবে সেই বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মই যেখানে প্রধান, সেখানে সমাজ সংস্কার অতি স্নিগ্ধ ভাবে সম্পন্ন হয়। যেখানে বাস্তবিক ঈশ্বর-প্রেম আধিপত্য করে, সেখানে শান্তি ও কর্ম্ম সমভাবে বিরাজমান থাকে। কালীনারায়ণ বাবুর পত্নী, পুত্র, কন্যা ও পুত্রবধূ সকলেই ব্রাহ্ম; সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান সে পরিবারে অতি আনন্দের ব্যাপার। যে দিবস কন্যার গাত্রে হরিদ্রা প্রদান হয়, সে দিবস অন্তঃপুরিকাগণ সকলে মিলিয়া নিম্ন লিখিত প্রথম সংগীতটি এবং বিবাহ রাত্রিতে বাসক ঘর হইতে অবশিষ্ট গীত গুলি গান করেন। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই বিবাহের সময় স্ত্রীলোকেরা গান করিয়া থাকে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই সমস্ত গান প্রায়ই ভদ্র লোকের শ্রবণ যোগ্য নয় বলিয়া সেই প্রথা ভদ্র সমাজ হইতে ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইতেছে। সেই প্রথাটি বিশুদ্ধ হইয়া প্রচলিত থাকুক এই উদ্দেশে দৃষ্টান্তের জন্য ভাটপাড়ার সংগীতগুলি এই স্থলে মুদ্রিত করা গেল।

চল চল পুরবাসিগণ!
মোরা সবে মিলি বিভুপদে করি মঙ্গলাচরণ।
যিনি মোদের পিতা মাতা, সকল মঙ্গল দাতা,
সে পদে এ কার্য্য আজি করি সমর্পণ।
যে পিতা দিল সন্ততি তাঁরে আগে করি স্তুতি,
পরে এই বিবাহের করি আয়োজন। ১।

মোরা এই নিবেদন হে দয়াময়! করি তব
পায়। নবীন দম্পতী রেখ চরণ-ছায়ায়।
যেমন করিলে মিলন প্রেমসূত্রে করি বন্ধন,
রেখ দোঁহে চির জীবন, তোমার আজ্ঞায়। ২।

তোমার কৃপায় পিতা তব পুত্র কন্যা আজি,
মিলন হইল নাথ! শুভ বিবাহ বন্ধনে।
এই দম্পতি হৃদয়ে চির প্রেম প্রকাশিয়ে,
মঙ্গল বিধান কর, স্নেহ আশীর্ব্বাদ দানে।
তোমার ধর্ম্ম পালনে, নব দম্পতির মনে,
উৎসাহ স্থাপন কর স্বর্গীয় বল বিধানে। ৩।

নিরাশ হইও না তাঁর আশায়।
ফিরে যেইও না রে, চেয়ে থাক তাঁর পানে
অবশ্য পাইবে তাঁয়।
* * * *
এমন কে আছে সংসারে যে জন চাহিয়া তাঁরে,
নিরাশ হয়েছে পরে? জিজ্ঞাস সবায়। ৪।

সামবেদীয় কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি।

ভবদেব ভট্ট প্রণীত।

বিবাহ।

সম্প্রদান——অর্চ্চনা।

১। স্ত্রী আচারের পর বর সম্মুখে উপস্থিত হইলে সম্প্রদাতা এই মন্ত্র পাঠ করিবেক—

প্রজাপতি ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ অর্হনীয়া গৌর্দ্দেবতা গবোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অর্হণা পুত্রবাসসা ধেনুরভবদ্ য মে সা নঃ পযস্বতী দুহামুত্তরামুত্তরাং সমাং।

'য' যা ইযং 'অর্হণা' পূজাসম্পাদনী 'পুত্রবাসসা' পুত্রাশ্রয়গামিনী পুত্রপ্রসবিনী 'ধেনুঃ' 'সা' 'পয়স্বতী' 'নঃ' অস্মাকং মনোরথান্ 'দুহাম্' পূরযতু 'উত্তরাং উত্তরাং সমাং' উত্তরোত্তরং অব্দং।

পূজার উপকরণস্বরূপ পুত্রপ্রসবিণী আমার যে ধেনু, সেই পযস্বিনী উত্তরোত্তর বর্ষে বর্ষে আমাদিগের মনোরথ পরিপূর্ণ করুন!

২। তৎপরে জামাতা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ব্ব মুখ হইয়া আসনে উপবেশন করিবেক।

ওঁ প্রজাপতি ঋষি বিরাড়্দেবতা উপবিশদর্হনীয় জপে বিনিযোগঃ।

ওঁ ইদমহ মিমাং পদ্যাং বিরাজমন্নাদ্যায়াধিতিষ্ঠামি।

যজুরিদং। 'অহং' 'ইদং' আসনং 'ইমাং' 'পদ্যাং' পাদবন্ধ্রীং 'বিরাজং' বিরাজমানাং 'অন্নাদ্যায়' অন্নাদ্যার্থং 'অধিতিষ্ঠামি' আক্রমামি।

আমি এই আসন ও এই পদ্যাতে (পদ রাখিবার আসন বিশেষে) অধিষ্ঠান করি।

৩। সম্প্রদাতা উত্তান হস্তদ্বয়ে বিষ্টর লইয়া এই বলিয়া জামাতাকে অর্পণ করিবেক।

ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাং।

বিষ্টর গ্রহণ কর।

জামাতা—

ওঁ বিষ্টরং প্রতিগৃহ্ণামি।

বিষ্টর গ্রহণ করি।

এই বলিয়া বিষ্টর লইয়া, এই মন্ত্র বলিয়া আসনে উত্তরাগ্র করিয়া রাখিবেক।

প্রজাপতি ঋষি রনুষ্টুপ্ ছন্দ ওষধ্যো-দেবতাঃ আসন দানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞী বহ্বীঃ শতবিচক্ষণাস্তামহ্যমস্মিন্নাসনেঽচ্ছিদ্রাঃ শর্ম্ম যচ্ছত।

হে 'ওষধীঃ' ওষধ্যঃ 'যা' যূয়ং 'সোমরাজ্ঞী' সোমশ্চন্দ্রমাঃরাজা যাসাং তাদৃশ্যঃ 'বহ্বীঃ' বহ্ব্যঃ বহুপ্রকারাঃ 'শতবিচক্ষণাঃ' শতমুখ্যঃ 'তাঃ' যূয়ং 'অচ্ছিদ্রাঃ' সত্যঃ মহ্যং 'শর্ম্ম' সুখং 'যচ্ছত' দত্ত।

হে ওষধিগণ! চন্দ্র তোমাদিগের রাজা, তোমরা বহু প্রকার ও শত মুখ বিশিষ্ট; তোমরা এই আসনে অচ্ছিদ্র হইয়া আমার সুখপ্রদ হও।

৪। সম্প্রদাতা পূর্ব্ব প্রকারে পুনর্ব্বার অন্য বিষ্টর প্রদান করিলে জামাতা পূর্ব্ববৎ গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দুই পদতলে উত্তরাগ্র করিয়া রাখিবেক।

প্রজাপতি ঋষি রনুষ্টুপ্ ছন্দ ওষধ্যো দেবতা বিষ্টরস্য পাদযোরধস্তাৎ দানে বিনিযোগঃ।

ওঁ যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞী বিষ্ঠিতাঃ পৃথিবী মনু তা মহ্যমস্মিন্ পাদযোরচ্ছিদ্রাঃ শর্ম্ম যচ্ছত।

'পৃথিবীমনু' পৃথিব্যাং 'বিষ্ঠিতাঃ' বিশেষেণ স্থিতাঃ 'অস্মিন' বিষ্টরে 'পাদযোঃ' অধস্তাৎ নিহিতে সতি। শেষং পূর্ব্ববৎ।

হে ওষধিগণ! চন্দ্র তোমাদিগের রাজা, তোমরা পৃথিবীতে বিশেষরূপে অধিষ্ঠিত ছিলে; এই বিষ্টর আমার পদতলে নিহিত হইলে তোমরা অচ্ছিদ্র হইয়া আমার সুখপ্রদ হও।

৫। তৎপরে সম্প্রদাতা জলপাত্র লইয়া

ওঁ পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ প্রতিগৃহ্যতাং।

পাদ্য গ্রহণ কর।

এই বলিয়া জামাতাকে পাদ্য প্রদান করিবেক।

জামাতা

ওঁ পাদ্যং প্রতিগৃহ্ণামি।

পাদ্য গ্রহণ করি।

এই বলিয়া তাহা লইয়া মন্ত্র পাঠ করিয়া দর্শন করিবেন—

প্রজাপতি ঋষি র্ব্বিরাট্‌ছন্দঃ আপোদেবতাঃ পাদপ্রক্ষালনার্থোদক বীক্ষণে বিনিযোগঃ।

ওঁ যতো দেবী প্রতি পশ্যাম্যাপ স্ততো মা ঋদ্ধি রাগচ্ছতু।

'যতঃ' কারণাৎ 'দেবী' দেবীঃ দ্যুতিমতীঃ 'আপঃ' প্রতিপশ্যামি 'তত' 'ঋদ্ধি' 'মা' মাং আগচ্ছতু।

যে হেতু আমি দ্যুতিমৎ জল দর্শন করিতেছি, অতএব সমৃদ্ধি আমার নিকটে আগমন করুক।

তৎপরে সেই জল পাত্র হইতে এক অঞ্জলি জল লইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আপনার বাম পদে প্রদান করিবে।

প্রজাপতি ঋষি র্ব্বিরাড়্ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রী র্দেবতা সব্য পাদ প্রক্ষালনে বিনিযোগঃ।

ওঁ সব্যং পাদমবনেনিজে অস্মিন্রাষ্ট্রে শ্রিযমাদধামি।

'সব্যং' 'পাদং' 'অবনেনিজে' প্রক্ষালযামি 'অস্মিন্' 'রাষ্ট্রে' 'শ্রিযং' 'আদধামি' অর্পযামি।

আমি বাম পাদ প্রক্ষালন করিতেছি এবং এই রাজ্যে শ্রী অর্পণ করিতেছি।

তৎপরে অপর অঞ্জলি লইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণ পদে প্রদান করিবেক।

প্রজাপতি ঋষি র্বিরাড় গাযত্রীচ্ছন্দঃ শ্রী র্দ্দেবতা দক্ষিণ পাদ প্রক্ষালনে বিনিযোগঃ।

ওঁ দক্ষিণং পাদ মবনেনিজে অস্মিন্রাষ্টে শ্রিয়মাবেশযামি।

আমি দক্ষিণ পদ প্রক্ষালন করিতেছি এবং এই দেশে শ্রীকে স্থিরীকৃত করিতেছি।

পুনর্ব্বার উদকাঞ্জলি লইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উভয় পদ প্রক্ষালন করিবেক।

প্রজাপতি ঋষিঃ শ্রীর্দ্দেবতা উভয় পাদ প্রক্ষালনে বিনিযোগঃ।

ওঁ পূর্ব্বমন্য মপরমন্য মুভৌ পাদাববনেনিজে রাষ্ট্রস্যর্দ্ধ্যা অভযস্যাবরুদ্ধ্যৈ।

যজুরিদং। 'পূর্ব্বমন্যং' সব্যং 'অপরমন্যং'; দক্ষিণং 'উভৌ পাদৌ অবনেনিজে' 'রাষ্ট্রস্য' 'ঋদ্ধ্যৈ' 'অভযস্য' 'অবরুদ্ধ্যৈ' পরিগ্রহায।

রাজ্যের উন্নতি ও অভয় লাভের নিমিত্ত উভয় পদ প্রক্ষালন করিতেছি।

৬। তৎপরে সম্প্রদাতা শঙ্খাদি পাত্রে আতপ তণ্ডুল ও দূর্ব্বাদি দ্বারা সজ্জিত অর্ঘ্য লইয়া

ওঁ অর্ঘ্যং অর্ঘ্যং অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাং।

অর্ঘ্য গ্রহণ কর

এই বলিয়া জামাতাকে দিবেক। জামাতা

ওঁ অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্ণামি।

অর্ঘ্য গ্রহণ করি

এই বলিয়া তাহা লইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আপনার মস্তকে দিবেক।

প্রজাপতি ঋষি রর্ঘ্যং দেবতা অর্ঘ্যপ্রতিগ্রহণে বিনিযোগঃ।

ওঁ অন্নস্য রাষ্ট্রিরসি রাষ্ট্রিস্তে ভূযাসং।

যজুরিদং। 'অন্নস্য' 'রাষ্ট্রিঃ' দীপ্তিঃ 'অসি' ত্বং 'তে' তব প্রসাদাৎ 'রাষ্ট্রিঃ' 'ভূযাসং'।

তুমি অন্নের দীপ্তি স্বরূপ, আমি যেন তোমার প্রসাদে দীপ্তিস্বরূপ হই।

৭। তৎপরে সম্প্রদাতা পুনর্ব্বার জলপাত্র লইয়া

ওঁ আচমনীয়ং আচমনীয়ং আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং।

আচমনীয় গ্রহণ কর

এই বলিয়া জামাতাকে দিবেক। জামাতা

ওঁ আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্ণামি।

আচমনীয় গ্রহণ করি

এই বলিয়া তাহা লইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উত্তর মুখ হইয়া আচমন করিবেক।

প্রজাপতি ঋষি রাচমনীযং দেবতা আচমনীয়াচমনে বিনিযোগঃ।

ওঁ যশোসি যশোমযি ধেহি।

যজুরিদং। হে আচমনীয় 'যশঃ' কীর্ত্তিরূপং 'অসি' 'ময়ি যশঃ ধেহি।'

হে আচমনীয়! তুমি যশঃস্বরূপ, আমাকে যশস্বী কর।

৮। তৎপরে সম্প্রদাতা কাংস্যপাত্রে ঘৃত দধি মধু যুক্ত মধুপর্ক লইয়া

ওঁ মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ প্রতিগৃহ্যতাং।

মধুপর্ক গ্রহণ কর

এই বলিয়া জামাতাকে দিবেক। জামাতা

ওঁ মধুপর্কং প্রতিগৃহ্ণামি।

মধুপর্ক গ্রহণ করি

এই বলিয়া মধুপর্ক লইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ভূমিতলে রাখিবেক।

প্রজাপতি ঋষি র্মধুপর্কো দেবতা অর্হনীয় মধুপর্ক প্রাশনে বিনিযোগঃ।

ওঁ যশসো যশোসি।

যজুরিদং হে মধুপর্ক 'যশোসিঃ' অতঃ ত্বদ্যোগাৎ অহমপি যশসঃ যশস্বী জাতঃ।

হে মধুপর্ক! তুমি যশঃ স্বরূপ, আমিও তোমার সংসর্গে যশস্বী হইলাম।

অনন্তর এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বারত্রয় ও বিনা মন্ত্রে এক বার সেই মধুপর্ক ভক্ষণ করিবেক।

প্রজাপতি ঋষি র্মধুপর্কো দেবতা মধুপর্ক প্রাশনে বিনিযোগঃ।

ওঁ যশসো ভক্ষ্যোসি ওঁ মহসো ভক্ষ্যোসি ওঁ শ্রীর্ভক্ষ্যোসি শ্রিযং মযি ধেহি।

যজুরিদং। হে মধুপর্ক যতস্ত্বং 'যশসঃ' যশসে 'ভক্ষ্যোসি' যশস্বিনাং তথা মহস্বিনাং 'মহসঃ' মহসে 'ভক্ষ্যোসি' তথা শ্রীমতাং 'শ্রীঃ' শ্রিযৈ ভক্ষ্যোসি অত 'ময়ি' 'শ্রিযং' 'ধেহি।'

হে মধুপর্ক! তুমি যশের জন্য ভক্ষণীয়, তেজের জন্য ভক্ষণীয় এবং শ্রীর জন্য ভক্ষণীয়; আমাকে শ্রীমান্ কর।

ব্রাহ্মগণের প্রতি।

বর্ষ শেষের ও নব বর্ষের ব্রহ্মোপাসনাতে সবিশেষ মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সকলকে বিশেষরূপে অবগত করা যাইতেছে—

বর্ষের শেষ দিবস সন্ধ্যা ৮ টার সময় যে ব্রহ্মোপাসনা হইত, এবার ৭॥ টার সময় তাহা আরম্ভ হইবে।

নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ অন্যান্য বৎসরে ১ বৈশাখ সূর্য্যোদয়ের পর হইত, এ বৎসর তাহার সময় পরিবর্ত্তিত হইল। এ বার সূর্য্যোদয়ের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ৫ টার সময় নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ হইবে। অতএব ব্রাহ্মগণকে উপাসনার জন্য প্রস্তুত হইয়া রাত্রি শেষে ৫ টার পূর্ব্বে আদি ব্রাহ্মসমাজে আগমন করিতে হইবে। সাধারণের সুবিধার জন্য রাত্রি ৪ টা বাজিলে সমাজ-গৃহের আলোক সকল প্রজ্বলিত করা যাইবে।

উষা কাল অতি রমণীয় ও প্রশান্ত, তাহা যেমন দিবসের আরম্ভ, সেই রূপ সে দিবস বর্ষের প্রথম ভাগ; আগামী বর্ষের নূতন চিন্তাতে চিত্ত আকুল হইবার পূর্ব্বে চিন্তারও প্রথম ভাগ ঈশ্বরের সমাধানে উৎসর্গ করা উষা কালের উপাসনার বিশেষ উদ্দেশ্য।

ব্রাহ্মগণ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মোপাসনাতে প্রবৃত্ত হইয়া নব বর্ষে পদ নিক্ষেপ করিবেন, এই জন্য সবিশেষ অনুরোধের সহিত তাঁহাদিগকে আহ্বান করা যাইতেছে।

আদি ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৯০ শকের ফাল্গুন মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	১ ১ ২ ।০ .
পুস্তকালয়	৬ ॥৶ ৫
যন্ত্রালয়	১ ৪ ৩
ডাক মাসুল	৮ ।৵ ১ :
দান	৭ ৬ (৫
গচ্ছিত	৭ । ১ ০
	৩ ৫ ৬ ॥ ১ ০

ব্যয়

মাসিক বেতন	৬ ৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৯ ২ ৸ ⁄ ০
পুস্তকালয় ..	৭ ৪
যন্ত্রালয়	১ ০ ২ ৸৵ ১ ০
ডাক মাসুল ..	২ ৬ ॥ ৶ ০
অনিরূপিত ..	৪ ৩ ৵ ৫
আলোকের ব্যয়	২ ৪ ॥ ⁄ ১ ০
সংগীতাদি মুদ্রাঙ্কন ..	১ ৯ । ৵ ১ ০
কাগজ পত্রাদি	৯
গচ্ছিত ..	৩ ৬ ॥ ৫
	৪ ৯ ৮ ⁄ ০

আয়	৩ ৫ ৬ ॥ ১ ০
পূর্ব্বকার স্থিত ..	২ ৭ ৯ ৸ ১ ০
	৬ ৩ ৬ । ⁄ ০
ব্যয়	৪ ৯ ৮ ⁄ ০
স্থিত	১ ৩ ৮ । ০

১৭৯০ শকের ফাল্গুন মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর মিত্র	৫
" জয়গোপাল সেন	৫
" যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	৫
" নীলমণি চট্টোপাধ্যায় ..	২
শ্রীযুক্ত মথুরামোহন সুর	২
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	২
" প্রসন্নকুমার বিশ্বাস ..	১
" যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ..	১
	২৩

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরিয়াঘাটা)	৫
" যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	৫
" রামপ্রসাদ সেন	১০
	২০
দানাধারে দান প্রাপ্ত ..	১ ৸৶ ৫
	৪ ৪ ৸৶ ৫

আয় ..	৪ ৪ ৸৶ ৫
পূর্ব্বকার স্থিত .	৪ ১ ৭ । ⁄ ৫
স্থিত	৪ ৬ ২ । ১ ০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

বর্ষ শেষ হওয়াতে যাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারা আগামী বর্ষের নিমিত্ত অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। অগ্রিম মূল্য অগ্রে প্রদান না করিলে সমাজের ক্ষতি করা হয়।

যাঁহাদিগের নিকট পত্রিকার মূল্য দ্বাদস মাস অনাদায় আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বৈশাখ মাসের মধ্যে উহা পরিশোধ করিবেন। নতুবা সমাজ জ্যৈষ্ঠ মাস অবধি তাঁহাদের নিকট মাশুল দিয়া পত্রিকা প্রেরণে অসমর্থ হইবেন।

Advertisements.

JUST PUBLISHED.

BRAHMIC

QUESTIONS OF THE DAY.

ANSWERED

BY AN OLD BRAHMO.

PRICE 6 ANNAS.

To be had at the Adi Brahmo Samaj Library, Jorasanko Calcutta; and at the Office of Messrs. Nilcomul Mitter & Co. Kuttra, Allahabad.

বৈশাখ ২৯৭ সংখ্যা	পৃষ্ঠ
ঋগ্বেদ সংহিতা	১
বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণ	৩
ব্রহ্ম বিদ্যালয়—সপ্তদশ উপদেশ	৬
সামবেদীয় কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি ...	১২
নূতন পুস্তক	১৪
বিক্রেয় পুস্তকের বিজ্ঞাপন	১৫
আয় ব্যয় বিবরণ	১৬
জ্যৈষ্ঠ ২৯৮ সংখ্যা	
ঋগ্বেদ সংহিতা	১৭
নববর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	১৯
ব্রহ্মাবর্ত্তে ব্রহ্মোপাসনা	২৯
বাল্মীকির অক্ষয় কীর্ত্তি	৩৩
সংস্কৃত সাহিত্য	৩৭
সামবেদীয় কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি ...	৩৮
ধন্য বাদ—বাঙ্গলা কবিতা ...	৩৮
নূতন পুস্তক	৩৯
বিক্রেয় পুস্তক	৩৯
আয় ব্যয় বিবরণ	৪০
আষাঢ় ২৯৯ সংখ্যা	
ঋগ্বেদ সংহিতা	৪১
ধর্ম্ম ও ত্যাগ স্বীকার	৪৩
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৪৬
সংস্কৃত সাহিত্য	৫০
মুসলমান ধর্ম্ম ও তাহার বিস্তার ...	৫৩
স্বপ্ন	৫৬
গবয়	৫৭
সামবেদীয় কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি ...	৫৮
বন্ধু—বাঙ্গলা কবিতা	৫৮
ব্রহ্ম সঙ্গীত	৫৯
আয় ব্যয় বিবরণ	৬০
বিক্রেয় পুস্তক	
শ্রাবণ ৩০০ সংখ্যা	
ঋগ্বেদ সংহিতা	৬১
শ্যামবাজার পঞ্চম সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৬২
হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস	৬৬
মুসলমান ধর্ম্ম ও তাহার বিস্তার ...	৭০
সংস্কৃত সাহিত্য	৭৪
যজুর্ব্বেদ সংহিতা হইতে উদ্ধৃত ...	৭৫
সামবেদীয় কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি ...	৭৭
ব্রাহ্ম বিবাহ	৭৮
আয় ব্যয় বিবরণ	৭৯
বিজ্ঞাপন	৭৯
বিক্রেয় পুস্তক	৮০
ভাদ্র ৩০১ সংখ্যা	
ঋগ্বেদ সংহিতা	৮১
কোন্নগর পঞ্চম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৮৩
হিন্দু ধর্ম্মের ইতিহাস	৮৬
মুসলমান ধর্ম্ম ও তাহার বিস্তার ...	৯৪
পাণ্ডবগির্য্যাশ্রম হইতে আগত পত্র ...	৯৬
আশ্বিন ৩০২ সংখ্যা	
ঋগ্বেদ সংহিতা	৯৭
ভবানীপুর ষোড়স সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৯৯
জৈনমত	১০৪
মুসলমান ধর্ম্ম ও তাহার বিস্তার ..	১০৭
বিক্রেয় পুস্তক	১১২

কার্ত্তিক ৩০৩ সংখ্যা	পৃষ্ঠ
ঋগ্বেদ সংহিতা	১১৩
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	১১৫
ভাগল পুরে ব্রহ্মোপাসনার বক্তৃতা ...	১১৭
এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজে পঠিত স্তোত্র ...	১১৯
তত্ত্ববিদ্যা—চতুর্থ খণ্ড—সাধন প্রকরণ ...	১২০
জৈনমত	১২৭
মুসলমান ধর্ম্ম ও তাহার বিস্তার ...	১৩০
ব্রাহ্ম বিবাহ	১৩১
আয় ব্যয় বিবরণ	১৩১
বিক্রেয় পুস্তক	১৩২
অগ্রহায়ণ ৩০৪ সংখ্যা	
ঋগ্বেদ সংহিতা	১৩৩
মাসিক ব্রাহ্মসমাজ	১৩৫
সিন্দুরীয়াপটী পঞ্চম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	১৩৭
মৃত্যোর্ম্মাঽমৃতংগময় ঐ	১৪১
জ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য	১৪৩
জৈনমত	১৫০
বিক্রেয় পুস্তক	১৫২
পৌষ ৩০৫ সংখ্যা	
ঋগ্বেদ সংহিতা	১৫৩
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	১৫৫
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	১৫৭
ব্রহ্ম বিদ্যালয়—অষ্টাদশ উপদেশ ..	১৬০
ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গুরু ও প্রচারক	১৬৪
মাঘ ৩০৬ সংখ্যা	
ঊনচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক সমাজের বিজ্ঞাপন	১৬৯
ঋগ্বেদ সংহিতা	১৬৯
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	১৭১
জ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য	১৭৩
এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজ ...	১৮২
বন্ধু—বাঙ্গলা কবিতা	১৮৩
বিক্রেয় পুস্তকের বিজ্ঞাপন	১৮৪
ফাল্গুন ৩০৭ সংখ্যা	
ঊনচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের প্রাতঃকালের প্রথম বক্তৃতা ...	১৮৫
ঐ দ্বিতীয় বক্তৃতা	১৮৯
ঐ তৃতীয় বক্তৃতা	১৯১
ঐ মধ্যাহ্ন কালের সঙ্গীত	১৯৩
ঐ সায়ং কালের প্রথম বক্তৃতা ...	১৯৪
ঐ দ্বিতীয় বক্তৃতা	১৯৫
ঐ তৃতীয় বক্তৃতা	১৯৭
তত্ত্ববিদ্যা—চতুর্থ খণ্ড—সাধন প্রকরণ ...	২০২
আয় ব্যয় বিবরণ	২০৭
বিক্রেয় পুস্তক	২০৮
চৈত্র ৩০৮ সংখ্যা	
বর্ষশেষের ও নববর্ষের ব্রাহ্মসমাজের বিজ্ঞাপন	২০৯
ঋগ্বেদ সংহিতা	২০৯
এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	২১০
হিন্দু ধর্ম্মের ইতিহাস	২১৩
চন্দননগর ব্রাহ্মসমাজ	২২১
কাপ্রিয়া সম্প্রদায়	২২৫
ব্রাহ্ম-বিবাহ	২২৬
সামবেদীয় কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি ...	২২৭
ব্রাহ্মগণের প্রতি	২২৯
আয় ব্যয় বিবরণ	২৩০
বিজ্ঞাপন	